ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-65 ■ 10 December, 2024 ■ আগরতলা ১০ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ঢাকায় পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন চাইছে ভারত ঃ বিক্রম মিশ্রি

ঢাকা, ৯ ডিসেম্বর ।। বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক আমরা অতীতে যেমন দেখেছি, ভবিষ্যতেও তেমনই দেখতে চাইছি। সোমবার বিকেলে ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিক বার্তায় একথা বলেন ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। সাথে তিনি যোগ করেন, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে উদ্বেগের কথা জানানো হয়েছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা এবং উন্নয়ন ভারত চাইছে।

বিক্রম মিশ্রি বলেন, নতুন সরকারের সঙ্গে এটা প্রথম বিদেশ সচিব স্তরের বৈঠক। আমাদের মধ্যে খোলামেলা এবং গঠনমূলক মতবিনিময় হয়েছে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা হলো- ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং পারস্পরিক ও লাভজনক সম্পর্ক, বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে আমরা অতীতে যেমন দেখেছি এবং ভবিষ্যতেও তেমনই দেখতে চাই।

এদিন তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে ভারত গভীরভাবে কাজ করতে চাইছে। একই সঙ্গে সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি আলোচনা হয়েছে। সংখ্যালঘু ইস্যুতে ভারত উদ্বেগের কথা জানিয়েছে। তাঁর কথায়, সংখ্যালঘু বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা এবং উন্নয়ন ভারত চাইছে। আমরা আশা করছি, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবে।

বিক্রম মিশ্রি বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং পারস্পরিক স্বার্থনির্ভর সম্পর্ক চায় ভারত। আমাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং কূটনৈতিক সম্পত্তির ওপর আক্রমণের মতো সাম্প্রতিক দুঃখজনক কিছু ঘটনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ভারত আশা করে, সম্পর্ক বেগবান করতে বাংলাদেশ ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে বিষয়গুলো দেখবে।

বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে ভারত আগ্রহী বলে জানিয়েছেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। তিনি বলেন, গত ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রীই প্রথম বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টাকে টেলিফোনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আজকের বৈঠকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

তিনি বলেন, ভারত চায় দুই দেশের মধ্যে ইতিবাচক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক। অতীতেও আমাদের সেই সম্পর্ক ছিল, সেটি ভবিষ্যতেও আমরা অব্যাহত রাখতে চাই। এই সম্পর্ক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খুমুলুঙে জনজাতি একতা সম্মেলনে

বিনিয়োগের সম্ভাবনা দেখতে রাজ্যে আসবে রিলায়েন্সের টিম ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে খুব সহসাই রাজ্যে আসবে রিলায়েন্স গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের একটি টিম। আর জনজাতি অংশের জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি রাজনৈতিক উত্থানে কাজ করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। রাজ্যের ঐক্য, সংহতি রক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। সোমবার এডিসির সদর কার্যালয় খুমুলুঙে আয়োজিত জনজাতি একতা সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। ভারতীয় জনতা পার্টির মান্দাই ও টাকারজলা মন্ডলের যৌথ উদ্যোগে এই একতা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, সম্প্রতি আমি মুম্বাই গিয়ে রিলায়েন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুকেশ আম্বানির সাথে দেখা করেছি, ত্রিপুরায় আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। কারণ আমাদের রাজ্যে পর্যটন শিল্প এবং বাঁশ ভিত্তিক শিল্প সহ প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আমি তাঁর সাথে প্রায় ৪৫ মিনিট আলোচনা করেছি। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেন যে খুব শীঘ্রই একটি টিম রাজ্য সফরে আসবে। এছাড়াও আমরা রাজ্যের আইটিআইগুলিকে আপগ্রেড করার জন্য টাটা গ্রুপের সাথে একটি মৌ স্বাক্ষর করেছি। এই আইটিআইগুলি বছরের পর বছর ধরে অবহেলিত ছিল। কিন্তু এখন টাটা গ্রুপ এসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আধুনিকীকরণের জন্য প্রায় ৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের সম্মেলনে বিপুল সংখ্যায় মানুষের উপস্থিতি দেখে তিনি আপ্লুত, অভিভূত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপর আস্থা রয়েছে মানুষের। আগে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের চারদিকে শুধু উগ্রবাদ ছিল। তারা মূলস্রোত থেকে চলে গিয়ে অন্যদিকে ধাবিত হয়েছে। এতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিস্টারের কর্ণধার গৌতম পাল প্রয়াত

শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর ।। প্রয়াত হলেন ত্রিপুরার উদ্যোগপতি সিস্টার গুঁড়া মশলার কর্ণধার গৌতম পাল। আজ সকালে কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে শিল্পজগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এদিকে, তাঁর প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া, শোক প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, মেয়র দীপক মজুমদার।

প্রসঙ্গত, আজ সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ত্রিপুরার উদ্যোগপতি সিস্টার গুঁড়া মশলার কর্ণধার গৌতম পাল। দীর্ঘ দিন ধরে কিডনি রোগে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। কলকাতার একটি বেসরকারি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের কাছে বিদ্যুৎ নিগমের বকেয়া বিল ১৩৫ থেকে বেড়ে ১৬১ কোটি টাকা

বিদ্যুৎমন্ত্রী

বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।।র: বাংলাদেশের কাছে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ১৩৫ কোটি টাকা বেড়ে বর্তমানে ১৬১ কোটি টাকা হয়েছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানালেন এদিন তিনি বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকার বিদ্যুৎ দিচ্ছে।

বাংলাদেশে এই মুহূর্তে বিদ্যুৎ দেওয়া হয় প্রায় ৭০ থেকে ৮০ মেগাওয়াট। দিল্লিস্থিত বিদ্যুৎ ব্যাপার নিগম লিমিটেডের মাধ্যমে এই বাণিজ্য চুক্তি করা হয়েছিল। এই চুক্তির ভিত্তিতেই বাংলাদেশে বিদ্যুৎ পাঠাচ্ছে ত্রিপুরা। সেই বাবদ বাংলাদেশের থেকে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ১৩৫ কোটি টাকা বেড়ে বর্তমানে ১৬১ কোটি টাকা হয়েছে। এই বকেয়া টাকা পরিশোধ করার জন্য বিদ্যুৎ ব্যাপার নিগম লিমিটেডকে বলা হচ্ছে বলে জানান তিনি। এদিন তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের বর্তমানে মৌলবাদী সংগঠন শাসন ক্ষমতায় থাকলেও চুক্তির ভিত্তিতে এখনো বিদ্যুতের যোগান দিচ্ছে ত্রিপুরা।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রদ্যোৎ, কৃতি দেবী সিং'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। *আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ ও সাংসদ কৃতি দেবী সিং। আজ তিপ্রাসাদের চুক্তি, বাংলাদেশের সাথে সীমান্তে বেড়া সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।*

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ শেষে সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় প্রদ্যোত লেখেছেন, তিপ্রাসাদের চুক্তি, বাংলাদেশের সাথে সীমান্তে বেড়া ও টহলদারী এবং ১২৫তম সংশোধনী সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এদিন তিনি আরও লেখেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ডিসেম্বর মাসে ত্রিপুরা সফর করবেন।পাশাপাশি এদিন সাংসদ কৃতি দেবী সিং উত্তরপূর্বাঞ্চলে ষষ্ঠ তফসিলি এলাকায় ১২৫তম সংশোধনী বিল বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট চিঠি দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন। ওই চিঠিতে তিনি লিখেন, ভারতীয় সংবিধানের ১২৫ তম সংশোধনীর বিলের একমাত্র লক্ষ্য উত্তরপূর্বাঞ্চলে ষষ্ঠ তফসিল অঞ্চলগুলিকে ক্ষমতায়ন করা। এদিন তিনি আরও লিখেন, সম্প্রতি দিল্লিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছিল। সেখানে ষষ্ঠ তফসিল অঞ্চলের সমস্ত জেলা পরিষদের প্রতিনিধিরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অগ্নিকান্ড থেকে রক্ষা পেল পেট্রোল পাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।।ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে অল্পেতে রক্ষা পেল রাধানগর পেট্রোল পাম্প। আজ সকালে পেট্রোল পাম্পের পাশেই একটি গোডাউনে অগ্নিসংযোগ ঘটে। তাতে পুড়ে ছাই গিয়েছে গোডাউনের জিনিসপত্র সহ ঘরটি। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনীর দুটি ইঞ্জিন। দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে আগুনের সূত্রপাত নিয়ে দমকলকর্মী দ্বন্দ্বে আছেন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে রাধানগর পেট্রোল পাম্পের পেছন দিকে একটি গোডাইনে আগুন লাগার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন স্থানীয়রা। সাথে সাথে তারা গোডাউনে দায়িত্ব থাকা ব্যক্তিকে খবর দেয়। তিনি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন। সাথে দমকলবাহিনীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। দমকলকর্মীদের ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। আগুনের লেলিহান শিখায় গোডাউনের সমস্ত জিনিস পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। দমকলকর্মীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ আসে। কিন্তু আগুনের সূত্রপাত এখনো জানা যায় নি। ওই অগ্নিকাণ্ডের প্রায় ১০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান দমকলকর্মী রতন শীল।

নিয়োগের দাবিতে শিক্ষা ভবনে বিক্ষোভ চাকরি প্রত্যাশীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। টেট, এসটিজিটি, এসটিপিজিটি নিয়োগের নোটিফিকেশন প্রকাশের দাবিতে শিক্ষা ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে বেকার যুবক যুবতীরা। নিয়োগের দাবিতে টিআরবিটি' র চেয়ারম্যানের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন তাঁরা।

সাংবাদিকদের মুখোমখি হয় বিক্ষোভকারীরা বলেন, ২০২২ সালে টেট, এসটিজিটি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। ২ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর নতুনভাবে কোনো নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী ও টিআরবিটির দ্বারস্থ হয়েও এই বিষয়ে কোন সঠিক জবাব মিলছে না। এখনো পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে আছে।

তাঁদের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী ও এডিসি প্রশাসনের নিকট নিয়োগ সম্পর্কে জানতে চিঠি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় নি। তাই আজ আবারও নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দাবিতে সিটি সেন্টারের সামনে প্লে -কার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীরা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অস্ত্র ও দেশি বন্দুক সহ গ্রেপ্তার প্রাক্তন বৈরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। ধারালো অস্ত্র এবং দেশি বন্দুকসহ বৈরী দলের এক প্রাক্তন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর নাম শংকর দেববর্মা, বাড়ি চম্পকনগর বলরাম ঠাকুরপাড়ায়। রবিবার বিকেলে জিরানিয়া থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনি।

জিরানিয়া থানার পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, রবিবার বিকেলে শংকর দেববর্মা একই গ্রামের বাসিন্দা সুশীল দেববর্মার উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ চালায় বলে স্থানীয় সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে। ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে তারা দেখতে পান, শংকর দেববর্মা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে সুশীল দেববর্মারকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে।

আহত সুশীল দেববর্মা প্রাক্তন বৈরী সদস্য শংকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার জিরানিয়া থানার পুলিশ শঙ্করকে বলরাম ঠাকুরপাড়ার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। তার বাড়িতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধ সহ ১১ দফা দাবিতে ডেপুটেশন সিট্যুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধ, নির্মাণ প্রকল্পে সরলীকরন সহ ১১ দফা দাবিতে শ্রম দপ্তরের গণ ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে সিট্যু সদর মহকুমার কমিটি। আজ শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে ডেপুটেশন প্রদান করেন কমিটির সদস্যরা।

এদিন সি আই টিউ নেতা শংকর প্রসাদ দত্ত বলেন, রাজ্যের শাসকদল এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকার লাগাতর শ্রমিকদের উপর বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। মজুরি কমিয়ে দেবার ফলে শ্রমিকরা কাজ হারিয়ে ফেলেছে। রাজ্যের একাধিক ইটভাট্টা বন্ধ হয়ে পড়েছে। কাজের সন্ধানে দিশেহারা মানুষ। ফলে, তারা অভাব অনটনের মধ্যে দিনযাপন করছেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, চা বাগান শ্রমিকরা তাদের নায্যমজুরি পাচ্ছেন না। আর সেই লক্ষ্যে ১১ দফা শ্রম দপ্তরে ডেপুটেশন দিয়েছেন তারা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ, নির্মাণ প্রকল্পে সরলীকরণ, সাফাই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরবিআই-এর নয়া গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা

মুম্বই, ৯ ডিসেম্বর ।। রাজস্ব সচিব সঞ্জয় মালহোত্রাকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের (আরবিআই) নতুন গভর্নরের দায়িত্ব দেওয়া হল। সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী তিন বছরের জন্য আরবিআই গভর্নর পদে থাকবেন মালহোত্রা। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেবেন তিনি।

সঞ্জয় মালহোত্রা ১৯৯০ ব্যাচের রাজস্থান ক্যাডারের আইএএস অফিসার। তিনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি), কানপুর থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাবলিক পলিসিতে স্নাতকোত্তর করেছেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নীরমহল উত্তরপূর্ব ভারতের সবচেয়ে সুন্দর পর্যটন গন্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম ঃপর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। নীরমহল উত্তরপূর্ব ভারতের সবচেয়ে সুন্দর পর্যটন গন্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম। তাছাড়াও নীরমহল ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তম জলপ্রাসাদ। নীরমহলের সাথে জড়িয়ে আছে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের নাম। আজ নীরমহলের রাজঘাটে ত্রিপুরা সরকারের পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত ত্রিপুরা ট্যুরিজম প্রমো ফেস্ট-২০২৪ এর দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, রুদ্রসাগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নীরমহলকে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নীরমহলের স্থাপত্যশৈলী ও মনোরম নৈসর্গিক সৌন্দর্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। নারিকেলকুঞ্জের পর আজ নীরমহলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ত্রিপুরা ট্যুরিজম প্রমো ফেস্ট-২০২৪"র দ্বিতীয় অনুষ্ঠান। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর,২০২৪ ইং
২৪ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

স্পষ্ট বার্তা বিদেশ সচিবের

বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের অবস্থান আবারো স্পষ্ট করিয়াছে ভারত। ভারতের বিদেশ সচিব ঢাকা সফর করিয়া ভারতের অবস্থান আবারও স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ভারত বরাবরই বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখিতে চায়। তবে এক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই ভারতের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হইবে এমন কোন ধরনের অবস্থান মানিয়া নিবে না ভারত। গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশ ত্যাগের পর হইতে বাংলাদেশে বিশেষ করিয়া সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যেসব নির্যাতন শুরু হইয়াছে সেই বিষয়ে বারবার ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করা হইয়াছে। এবার ঢাকায় গিয়া ভারতের বিদেশ সচিব ভারতের অবস্থান আবারও স্পষ্ট করিয়া দিয়েছেন। সংখ্যালঘুদের উপর হামলা নিয়া স্পষ্ট বার্তা দিলেন ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। বিদেশ সচিব জানান, বাংলাদেশে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের উপরে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা নিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জায়গায় যে সব হামলার ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা নিয়াও বার্তা দিয়াছেন ভারতের বিদেশ সচিব। ঢাকায় গিয়েও সুর নরম করিলেন না ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। বরং এতদিন ভারত যে বার্তা দিয়া আসছিল, সেটা নিজে ঢাকায় গিয়া বাংলাদেশের বিদেশ সচিব মহম্মদ জসিমউদ্দিনের কানে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। প্রায় দু''ঘণ্টা ধরিয়া বিদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠক করেন। বৈঠকের পরে বিদেশ সচিব জানান, বাংলাদেশে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের উপরে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জায়গায় যে সব হামলার ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা নিয়াও বার্তা দিয়াছেন ভারতের বিদেশ সচিব। তিনি আশাপ্রকাশ করিয়াছেন, ভারত যে যে বিষয় নিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে, তাহা নিয়া গঠনমূলক পদক্ষেপ করিবে মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।সেই বিষয়টি তুলিয়া ধরিবার পাশাপাশি ভারত এবং বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়াও আলোচনা হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। বরাবরই ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক মানুষ-কেন্দ্রিক থাকিয়াছে। অতীতেও ছিল। ভবিষ্যতেও থাকিবে বলিয়া আশাপ্রকাশ করিয়াছেন ভারতের বিদেশ সচিব। তিনি বলেন, " খোলামেলা আলোচনা হইয়াছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ইতিবাচক, গঠনমূলক, পরস্পরের জন্য হিতকর সম্পর্ক চায় ভারত।" যে আলোচনা হইয়াছে, তাহা ভারত এবং বাংলাদেশে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এগিয়ে যাইতে সাহায্য করিবে।

রেজিনগরে বাইকে ধাক্কা মারল বেপরোয়া ডাম্পার, মৃত্যু এক কিশোরের

মুর্শিদাবাদ, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক কিশোরের। মৃতের নাম - সান শেখ (১৪)। তার বাড়ি রেজিনগরের মরাদিঘি এলাকায়। রবিবার রাতে ছেতিয়ানি থেকে একটি অনুষ্ঠান দেখে মোটরবাইকে করে বাড়ি ফিরছিল সে। সেই সময় বেপরোয়া ডাম্পারের ধাক্কায় তার মৃত্যু হয়েছে বলেই জানিয়েছে পুলিশ। ডাম্পারটি বেপরোয়া গতিতে যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। ডাম্পারের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়েন ওই কিশোর। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। ওই কিশোরের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের আবহ পরিবারে।

সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ বিরোধীদের; দেখা নেই তৃণমূল ও সপা-র, লোকসভায় হইচই

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): একাধিক ইস্যুতে সংসদ চত্বরে আবারও বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন বিরোধীরা। সোমবার সকালে সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সংসদ ভবন চত্বরে কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন দলের সাংসদরা বিক্ষোভ দেখান। উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, ডিএমকে-র কানিমোঝি প্রমুখ। তবে, এদিনও বিরোধীদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে দেখা যায়নি তৃণমূল কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির সাংসদদের।
এদিকে, সংসদের অধিবেশন শুরু হলেও, লোকসভায় বিভিন্ন ইস্যুতে হইচই করেন বিরোধীরা। তুমুল হইহট্টগোলের কারণে দুপুর পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেন অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।

নাগপুরের হোটেলে বোমা হুমকি, তল্লাশিতে কিছুই পেল না পুলিশ

নাগপুর, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): বোমা হুমকির জেরে আতঙ্ক ছড়ালো মহারাষ্ট্রের নাগপুরের একটি হোটেলে। যদিও ওই হোটেলে তল্লাশি চালিয়ে কিছুই পায়নি পুলিশ। সোমবার নাগপুরের গণেশপেঠ কলোনি এলাকার দ্বারকামাই হোটেলে ই-মেলের মাধ্যমে হুমকি ই-মেল আসে। খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই হোটেলে পৌঁছয় বম্ব স্কোয়াড ও পুলিশের একটি দল। হোটেলে চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়।
নাগপুর পুলিশের ডিসিপি রাহুল মাকনিকার বলেছেন, 'নাগপুরের গণেশপেঠ কলোনি এলাকার হোটেল দ্বারকামাইতে একটি বোমা হুমকির মেল আসে। পুলিশ অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং আমরা সমস্ত অতিথিদের অন্যত্র নিয়ে যাই। বোমা শনাক্তকরণ ও নিষ্ক্রিয়করণ স্কোয়াড দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালানো হয়েছে এবং সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।'

মুর্শিদাবাদে বোমা ফেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ; ভেঙে পড়ল বাড়ি, মৃত ৩

মুর্শিদাবাদ, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরপাড়ায় বোমা ফেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। যার জেরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল গোটা বাড়ি। বাড়িতে বোমা বাঁধার সময় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে সাগরপাড়ার খয়েরতলার। মৃতদের নাম সাকিরুল সরকার, মামন মোল্লা ও মুস্তাকিন সেখ। মৃতদের মধ্যে দু''জনের বাড়ি খয়েরতলা ও বাকি একজনের বাড়ি সাগরপাড়ার মাহাতাব কলোনি এলাকায়। বোমা বিস্ফোরণে উড়ে গিয়েছে বাড়ির ছাদ। খবর পেয়ে অকুস্থলে পৌঁছেছে সাগরপাড়া থানার পুলিশ।
স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার রাতে মামুন মোল্লার বাড়িতে বোমা বাঁধার কাজ চলছিল। সেই সময় হঠাৎ বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলেই একজন মারা যান। বাকি দু''জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তাদের বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ঘটনার খবর পেয়ে সাগরপাড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। পাশাপাশি, ডাকা হয়েছে বম্ব স্কোয়াডকেও। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, বোমা বাঁধার সময়ই এই বিস্ফোরণ ঘটে। তবে এই ঘটনার পেছনে অন্য কোনও অপরাধমূলক উদ্দেশ্য আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি অঞ্চল বাংলাদেশের সীমান্তের কাছাকাছি। এই বিস্ফোরণের ঘটনা সেখানে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।

শিবাজী মহারাজের জীবনী ও বীরত্বগাথা

সূর্যোদয় ও শিবাজী মহারাজের পিতা শাহাজী ভোঁসলে

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়,

"মরে না, মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে-
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির, আঘাতে না টলে"।।

.চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার ও দুর্যোগঘন পরিস্থিতি। কোনও দিকে আলোর চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারের বুক চিরে পূব আকাশে সূর্য্যের অরুণালোক যেমন সারা জগৎ কে উজ্জ্বল করে, আলোর রোশনাই-এ চারিদিক ঝলমল করে ওঠে, আশা, উৎসাহ ও নবজীবনের ছোঁয়ায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে তেমনি এক নতুন সূর্য্যের জন্ম হয়েছিল আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে।

তখন সারা ভারত জুড়ে গভীর অন্ধকারময় পরিস্থিতি। দেশ যখন পরাধীন, বিদেশী-বিধর্মী মুসলমানেরা তখন দেশের শাসক। চারিদিকে চলছে তাদের ভয়ঙ্কর অত্যাচার। হিন্দু ধর্মের রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, সভ্যতা কে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য দিগ্বিদিকে চলছে তাদের নগ্ন, দানবীয়, পাশবিক তাণ্ডব। গ্রামের পর গ্রাম চলছে লুট, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলা হচ্ছে। যারা ওই অত্যাচারীদের বশ্যতা স্বীকার করছে না তাদের নৃশংস ভাবে হত্যা করা হচ্ছে। নারীদের জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, জঘন্য অত্যাচার চলছে তাদের ওপর, শিশু ও বৃদ্ধরা পর্যন্ত নির্যাতন থেকে রেহাই পাচ্ছে না। হিন্দুদের মন্দির দেবস্থান কে অপবিত্র করে ফেলা হচ্ছে, ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে হিন্দুদের সমস্ত ঐতিহ্যকে। অথচ এই সমস্ত অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস নাই কারও। ভারত মাতা অসংখ্য বীর সন্তানদের জন্ম দিয়েছেন যুগে যুগে কিন্তু সেই সময় ভারতমায়ের কি করুন অবস্থা তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদেশি বিধর্মী এইরকম নৃসংসতা চালিয়ে যাচ্ছে অথচ তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত মানুষদের সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলার এবং দেশের শত্রুদের সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য বলিষ্ঠ মানুষের মতন একজন মানুষ নেই কোথাও। সেই দুর্যোগময় অন্ধকার কালরাত্রির বুক চিরে এক নতুন সূর্য্যের উদয় হয়েছিল ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী মহারাষ্ট্রের শিবনেরি দুর্গে। মাতা জিজাবাঈ শিবের আরাধনা করে যে পুত্র লাভ করলেন তিনি তার নাম রাখলেন শিবাজী। শিবাজী মহারাজের পিতা শাহাজি ভোঁসলে এক প্রবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষ ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তার মনে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল কিন্তু সমগ্র ভারতের পরিস্থিতি ছিল বিশেষ প্রতিকূল। সেই সময়ে ভারতে মুসলমানদের পাঁচটি প্রধান রাজ্য ছিল — দিল্লীর মোগলশাহী, দৌলতাবাদের নিজামশাহী, বিজাপুরের আদিলশাহী, গোলকুন্ডার কুতুশাহী এবং বিদরের বরিদশাহী। এই পাঁচটি মুসলিম শাসক গোষ্ঠী হিমালয় থেকে তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত সমগ্র ভারত কে পদানত করে রেখেছিল। দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য তখনও পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিল। দক্ষিণের এই ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যগুলিকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন শাহাজি ভোঁসলে কিন্তু রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে ঐক্য, সামগ্রিক চেতনা আবশ্যক ছিল তখন হিন্দুদের মধ্যে তার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন ক্ষমতাবান মানুষ ছিলেন কিন্তু তারা নিজেদের মুসলিম শাসকদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শিবাজীর জন্মের কয়েক মাস আগে শাহাজি, নিজামশাহীর এর সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে পুনায় চলে আসেন এবং তার নিজের জাগিরের অবস্থার উন্নতি সাধন এবং সেখানকার জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে এনে তার এলাকায় সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে মন দিয়েছিলেন। পুনার এই অঞ্চলটি আদিলশাহীর অধিকারে ছিল এবং সেখানে স্বাধীনভাবে নিজের হাতে শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে বাদশাহ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে গণ্য হয়েছিল অতএব আদিলশাহের উজীর খসাবখানের নির্দেশে সর্দার রায়ারাও এক সৈন্য বাহিনী নিয়ে শাহাজী কে দমন করার উদ্দেশ্যে পুনার দিকে রওনা হলেন। আক্রমণের আশঙ্কা করেই সন্তানসম্ভবা স্ত্রী কে শিবনেরি দুর্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, নিজের পরলোকগত কনিষ্ঠ ভ্রাতা শরীফজীর শ্বশুর বিজয়রাও। বিজয়রাও জিজাবাঈ কে খুব স্নেহ করতেন। জিজাবাঈ শিবনেরি দুর্গে পৌঁছানোর অল্পদিনের মধ্যেই রায়ারাও পুনাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিলেন সেইসঙ্গে বিধ্বস্ত হলো শাহাজীর স্বাধীনতার স্বপ্ন। তখন বাধ্য হয়েই মোঘল বাদশাহ শাহজাহানের চাকরি গ্রহণ করতে হয়েছিল। দিল্লিপতি শাহজাহানের এক সরদার দরিয়াখান রোহিলা বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দক্ষিণে চলে এসেছিল তখন তাকে দমন করার নেতৃত্ব দেয়া হয়েছিল শাহাজীর কে। শাহাজী যখন শিবনেরি থেকে বহুদূরে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন তখন শিবনেরি থেকে দুত এসে তাঁর পুত্র জন্মের শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন। এমন শুভক্ষনেও তার পক্ষে শিবনেরি যাওয়া সম্ভব ছিলনা। তার বেশ কয়েকদিন পর দরিয়াখানকে পরাজিত করে তার পুত্র সন্তান শিবাজীর মুখ দর্শন করেছিলেন।।

ছোট্ট শিবাজী

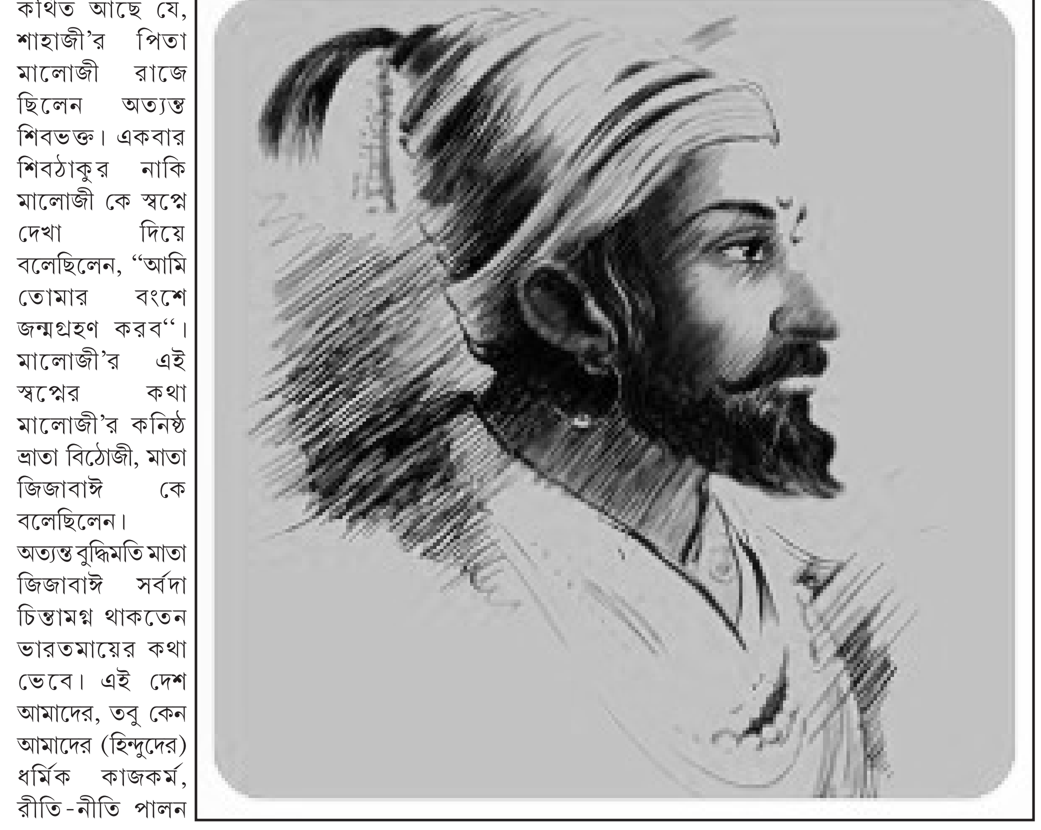

কথিত আছে যে, শাহাজী'র পিতা মালোজী রাজে ছিলেন অত্যন্ত শিবভক্ত। একবার শিবঠাকুর নাকি মালোজী কে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, "আমি তোমার বংশে জন্মগ্রহণ করব"। মালোজী'র এই স্বপ্নের কথা মালোজী'র কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিঠোজী, মাতা জিজাবাঈ কে বলেছিলেন।
অত্যন্ত বুদ্ধিমতি মাতা জিজাবাঈ সর্বদা চিন্তামগ্ন থাকতেন ভারতমায়ের কথা ভেবে। এই দেশ আমাদের, তবু কেন আমাদের (হিন্দুদের) ধর্মিক কাজকর্ম, রীতি-নীতি পালন ভয়ে-ভয়ে, লুকিয়ে-লুকিয়ে গোপনে করতে হয়??
হিন্দুরা কেন নিজেদের জীবন, ধন-সম্পদ ও সংস্কৃতির উপর অকারণে অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে, কেন তাদের চরম দুঃখ, দুর্দশা ও অপমানের জীবন অতিবাহিত করতে হয়.??
কেন রাম ও কৃষ্ণের এই পবিত্র ভূমিতে আজ বিদেশি বিধর্মীদের অন্যায় শাসন? মারাঠারা অতীব সাহসী ও নির্ভীক,তবু কেন তারা বিধর্মী ও বিদেশী দের ক্রীতদাস হয়ে সারা জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়??
এইসব হাজারো প্রশ্ন জিজাবাঈ-এর মনে ভীড় করতে থাকে।
শিবাজীর জন্মের আগে ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে জুলাই, দৌলতাবাদের নিজমশাহের প্রকাশ্য দরবারের মধ্যে নেশাগ্রস্ত বাদশাহের নির্দেশে জিজাবাঈ -এর পিতা লখুজী যাধবরাও ও তাঁর দুই পুত্র (জিজাবাঈ -এর দুই ভাই) এবং পৌত্র জশবন্ত রাও-কে হত্যা করা হয়, অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। এই ঘটনা জিজাবাঈ এর মনের মধ্যে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে এবং তার মন থেকে অবিরত রক্তক্ষরণ হতে থাকে।
দেশকে স্বাধীন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অগ্নিশিখার মতো তার অন্তরে জ্বলতে থাকে। দিল্লির বাদশাহ আকবর তারপরে তার পুত্র জাহাঙ্গীর এই দেশ আক্রমণ করেছে কিন্তু তাদের হয়ে যুদ্ধ করেছে আমাদের দেশের স্বদেশীরা। আমাদের সমস্ত শক্তি আমরা শত্রুদের হাতে সঁপে দিয়ে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করছি। কিন্তু এসব এবার শেষ হবে ভগবান শিবের কৃপায়। সেই সময়ই বিঠোজী জিজাবাঈ কে মালোজী'র স্বপ্নের কথা বলেছিলেন। জিজাবাঈ -এর পুত্র জন্মের সংবাদ শিবনেরি দূর্গে এক অপরিসীম আনন্দের পরিবেশ তৈরি করেছিল, সকলে দীপ জ্বালিয়ে, ঘরে ঘরে শঙ্খ বাজিয়ে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল। এই পুত্র যে পূজনীয় শশুর মহাশয় মালোজী-এর স্বপ্নের সাক্ষাৎ রূপায়ণ তাতে তার কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। মাতা জিজাবাঈ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন- "আমার প্রাণ সর্বস্ব পুত্র যেন ভারতমাতার আশার প্রদীপ হয়ে জ্বলতে থাকে। শুধু মাত্র মহারাষ্ট্র নয়, তাদের পুত্র যেন সারা ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করে। তুমি আমাকে যে অমূল্য রত্ন দিয়েছো তা শুধু আমার একার নয় সমগ্র দেশের ও ধর্মের সম্পদ হোক। মা আমাকে করুণা করো। হে শক্তিদায়িনী মা, আমাকে শক্তি দাও যেন তোমার এই দানকে আমি আমার সর্বশক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে মানুষের মত মানুষ করে তুলতে পারি।
জন্মের দ্বাদশ দিনে বালকের নামকরণ সম্পন্ন হয়েছিল। শিবনেরি দূর্গে 'দেবী শিবাই' এর ছত্রছায়ায় শিবের আরাধনায় জন্ম হয়েছে বলে তার পুত্রের নাম রাখা হয়েছে শিবাজী। জ্যোতিষী রা ভাগ্য গণনা করে বলেন, "অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সাহসী ও বীরপুরুষ হবে, অতি ক্ষুরধার বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ ধী-শক্তির অধিকারী হবে এবং চতুর্দিকে ভারতীয় সভ্যতার গৌরব তার পতাকা উড্ডীন করবে"।
এরপর থেকেই মাতা জীজাবাঈ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে এবং মনে মনে এই কামনা করতে থাকেন, "তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠো আমাদের রাজা। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তোমার পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে "।
ক্রমেই বালক শিবাজী হাঁটতে শিখলো, তারপর দুর্গের মধ্যে চারিদিকে ছুটাছুটি করে খেলে বেড়াতে থাকলো। তখন জিজাবাঈ-এর অবস্থা হয়েছিল মা যশোদার মত। শ্রীকৃষ্ণের মতোই চপল, চঞ্চল শিবাজী তার মাতা জিজাবাঈ কে সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করে রাখত। অতীব স্নেহে, যত্নে জিজাবাঈ নিজের হাতে শিশুপুত্রকে স্নান করিয়ে মন্দিরে নিয়ে যান। ছোট্ট শিবাজীর হাত দিয়ে দেবতার চরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করান, নিজে পূজা করেন, নিজের পুত্র ও দেশের মঙ্গল কামনা করেন। মাতার এই ভক্তিভাব ধীরে ধীরে ছোট্ট শিবাজীর মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে। এইভাবে মন্দিরে গিয়ে ছোট্ট শিশুর আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করে মা তো অবাক হয়ে যান। দেবতার সামনে উপস্থিত হলে তার সব দুষ্টুমি যেন কোথায় পালিয়ে যায়। সে একমনে মায়ের পুজো দেখে। মায়ের মতোই হাত জোড় করে শান্ত হয়ে বসে থাকে শিবাজী।
রাত্রে মায়ের কাছে শুয়ে তার পিতা শাহাজীর বীরত্বের গল্প কাহিনী শোনে। উপযুক্ত ভাষায় রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শোনাতেন, মুখে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত ছোট্ট শিবাজী। দিনের বেলায় খেলার সময় শিবাজী নিজেই পাথরের টুকরো সাজিয়ে কেল্লা তৈরি শুরু করে, গাছের সরু ডাল বা কঞ্চি হতো তলোয়ার। তারপর শুরু হয় কাল্পনিক শত্রুর সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। শত্রু ধ্বংস করে যখন মার কাছে ফিরে আসত, তখন যুদ্ধের বর্ণনা শুনে বড় বড় চোখ করে বীর পুত্রের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন মাতা জিজাবাঈ।
এভাবে ধীরে ধীরে প্রবল দেশপ্রেম ছোট্ট শিবাজীর মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে।

ব্যাঙ্গালোরে ছোট্ট শিবাজী

শিবাজীর বয়স যখন ছয় বছর, তখন শাহাজী জিজাবাঈ ও শিবাজীকে বাঙ্গালোরে নিয়ে এলেন। আদিলশাহ সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাঁকে মহারাষ্ট্রে রাখা নিরাপদ হবে না। সেই কারণে তিনি শাহাজীকে কর্ণাটক প্রান্তে নিযুক্ত করেন। মহারাষ্ট্রের তুলনায় সেই সময় হিন্দুত্বের আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল দক্ষিণের এই প্রদেশে। ছোট ছোট নৃপতিরা দুর্বল হলেও তাঁরা ছিলেন হিন্দু। তাছাড়া, সারা জীবন পরিবারের সান্নিধ্য থেকে দূরে সর্বক্ষণ যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে কাটাতে হয়েছে তাকেঁ, সেই কারণে শাহাজীও চাইছিলেন তাঁর নিজের ও নিজ পরিবারের জন্য কিছুটা স্বস্তি ও শান্তির জীবন। অতএব, বাঙ্গালোরে পৌঁছুতে তিনি একটুও দেরী করলেন না।
শাহাজীর অপ্রতিম পরাক্রম দেখে সেনাপতি রণদুল্লা খুবই প্রীত হয়েছিলেন। ঐ রমণীয় নগরটিকে শাহাজী কিম্পগৌড়ার কাছ থেকে জয় করে নিয়েছিলেন। খুশি হয়ে রণদুল্লা খান পারিতোষিক হিসাবে বাঙ্গালোর নগরটি শাহাজীকে দিয়ে দেন। তাই, সেখানেই শাহাজী সপরিবারে বসবাস করার ব্যবস্থা করলেন।
এই সময়ে শাহাজী বালক শিবাজীর সব রকম শিক্ষা-দীক্ষার জন্য জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিলেন তার নাম দাদাজী কোণ্ডদেব। বালক শিবাজী গুরুর কাছে বসে প্রথম অক্ষর-জ্ঞান ও অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ শুরু করে। তার মেধা ছিল অপূর্ব, তেমনই ছিল তার প্রখর স্মরণ-শক্তি। শুধু একবার গুরুর কাছে সে, যে সব পাঠ শিখত, সহজেই তা আয়ত্ব করে নিত সে পাঠ যতই কঠিন হোক না কেন। গুরুর কাছে শিবাজী ক্রমে ন্যায়শাস্ত্র, রাজনীতি, ইতিহাস, ইত্যাদির সঙ্গে-সঙ্গে মাতৃভাষা ছাড়াও সংস্কৃত, ফার্সী, আরবী ইত্যাদি ভাষাও শিখতে আরম্ভ করল।
গুরু কোণ্ডদেব শিবাজীকে শুধু লেখা-পড়াই নয়, কুস্তি, মালখাঁব, খড়্গ (তলোয়ার), ছুরিকা, বর্শা, বল্লম, তীর-ধনুক ইত্যাদি অস্ত্র চালনা, যুদ্ধবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, অশ্ব-পরীক্ষা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি নানাবিধ শিক্ষা দিতেন একেবারে নির্দিষ্ট দিনলিপি অনুযায়ী। তার মধ্যে কোনরকম ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় ছিল না। প্রত্যেকটি শিক্ষার ও দৈনন্দিন কার্য্যক্রমে সময়-সূচি নির্দিষ্ট ছিল। এইভাবে শৈশব-অবস্থা থেকেই শৃঙ্খলাবোধ তথা অনুশাসনের শিক্ষা ও মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল।
জননী জিজাবাঈয়ের সঙ্গে মন্দিরে যাওয়ার শিবাজীর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ ছিল। সেখানে দেব-দর্শন করা রামায়ণ-মহাভারতের পাঠ শোনা ছিল তার প্রিয় কাজ। মাঝে-মাঝে শাহাজী শিবাজীকে নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে বেড়াতে যেতেন। সেই সঙ্গে নানান ধরনের মানুষের সঙ্গে মেলা-মেশা করার এবং রাজনৈতিক কূট-কৌশল শেখারও সুযোগ হত। অত অল্প বয়সেই শিবাজীর মধ্যে মানুষ চেনার এক অনুপম গুণের বিকাশ ঘটেছিল। কোন ব্যক্তি সম্পর্কে শিবাজী অনেক সময়ে পিতার কানে-কানে নিজের মতামত প্রকাশ করত। বালক-পুত্রের কথা শুনে শাহাজী তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

বিজাপুরের দরবারে বালক শিবাজী

একবার শাহাজীকে বিজাপুরের দরবারে যেতে হয়েছিল। দরবার হালচালের সঙ্গে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে তিনি বালক শিবাজীকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বিজাপুরে পৌঁছে তিনি আগেই শিবাজীকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, দরবারে প্রবেশ করে কিভাবে বাদশাহকে কুর্নিশ করতে হয়।
দরবারে প্রবেশ করে শাহাজী, বাদশাহের সামনে মাথা নিচু করে করে দরবারী কায়দায় কুর্নিশ করলেন এবং শিবাজীকেও এভাবে কুর্নিশ করতে বললেন। শিবাজী তা না করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দরবারে মানুষগুলোর মুখ আর তাদের হাব-ভাব লক্ষ্য করতে লাগল।
শাহাজী বললেন — "শিউবা, বাদশাহকে প্রণাম কর। ইনি শাহেনশাহ আদিলশাহ, আমাদের রক্ষা-কর্তা ও অন্নদাতা। এঁকে প্রণাম করতে হয়।" কাছাকাছি অন্যান্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বললেন "আরে বেটা বাদশাহকে সেলাম কর। তোমার ওপর খুশী হবেন, এই ভাবে মাথা নিচু হয়ে বাদশাহকে কুর্নিশ কর" বলে কীভাবে কুর্নিশ করতে হয় দেখিয়ে দিলেন।
শিবাজী কিন্তু মাথা নিচু হলো না। অভিবাদনের জন্য হাতও উঠল না। সে ভাবতে লাগল, এ আমি কোথায় এসেছি ?
আর সিংহাসনের উপর যে বিলাসী মাতালটা বসে আছে, তার সামনে মাথা নিচু করব ? কখনো না ! এই সব বিধর্মী ও দেশের শত্রুদের মধ্যে অনেক হিন্দু শূর-বীরও বসে আছেন। হায় ! তাঁরাও ওদের সঙ্গে কী করে এক হতে পারেন ? ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে, এটা আমাদের দেশ। এখানে আমাদের রাজ্য হবে বিধর্মীদের নয়। হ্যাঁ, আমি স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করব আজই আমি এই সংকল্প গ্রহণ করলাম। ঈশ্বর হয়তো এ কাজের জন্য জন্য কাজের জন্য জন্যই আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। দস্যুর সামনে মাথা নিচু করব ? কখনো না। "না কখনো না!" বলে শিবাজী হঠাত হঠাত চীৎকার করে উঠল।
শিবাজীর মনের অবস্থা বুঝে নিতে শাহাজীর দেরী হইল না। তিনি হাতজোড় করে বালক শিবাজীর অশিষ্ট আচরণের জন্য বাদশাহের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। এত সব আড়ম্ভর দেখে বালক ঘাবড়ে গেছে গেছে, ওকে বাড়ী ফিরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করুন।
বাদশাহ বললেন "ঠিক আছে। এখন ও খুবই ছোট। আর একটু বড় হলে ওকে আবার নিয়ে আসবেন। আপনার ছেলে খুব তেজী। ওকে ভালো করে শিক্ষা দিন। আমি ওকে খুব বড় পুরস্কার দেব।"
শাহাজী তাঁর কর্মচারীদেকে সঙ্গে শিবাজীকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। বিজাপুর শহরের রাজপথে যাবার সময়ে সর্বত্র ঐশ্বর্য্য, প্রাচুর্য্য, আরাম ও ভোগ-বিলাসিতার প্রদর্শনী দেখে শিবাজীর মনে হল।এখানে থেকে শুধু বাদশাহের আদরের মানুষ, কিন্তু এসব সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের প্রকৃত অধিকারী কে ?
এর সত্যিকারের অধিকারী তো এসব দরিদ্র বনবাসী, গিরিজন আর অসহায় গ্রামবাসীরা। তখনই বালক শিবাজী আবার মনে মনে সংকল্প করল এই সব বিদেশি বিধর্মী শাসকদের আমিই এই পূণ্যভুমি থেকে উচ্ছেদ করব এবং এ দেশের সব মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করব। পথে যেতে যেতে শিবাজী দেখে চারিদিকে।
তখনই হঠাৎ এক জায়গায় চোখে পড়ল— এক কসাই একটি গরুকে প্রকাশ্য রাজপথেই হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। বিদ্যুৎবেগে শিবাজী তার কাছে ছুটে গেল এবং কেউ কিছু বোঝবার আগেই নিজের ছোট্ট তলোয়ারের এক কোপে কসাইয়ের হাত কেটে ফেলল। চারিদিকে ভীষণ হৈ-চৈ পড়ে গেল, কিন্তু শিবাজীর ক্রুদ্ধ আরক্ত চোখ আর রক্তমাখা তলোয়ার দেখে তার কাছে যাবার কারো সাহস হলো না। কর্মচারীরা অনেক বুঝিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে এল, কিন্তু যাবার আগে শিবাজী চীৎকার করে সবাইকে সাবধান করে দিল এখানে আর কখনো যেন গোহত্যা না করা হয়।
পথের এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংবাদ শাহাজীর কাছেও পৌঁছুল এবং দরবারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীও জানতে পারলেন। শাহাজী কালবিলম্ব না করে বাড়ি ফিরে এলেন এবং শিবাজীকে বাঙ্গালোরে পাঠিয়ে দিলেন।
কথিত আছে যে শিবাজীর এই ক্ষোভের কথা কথা জানতে পেরে বিজাপুরের সুলতান প্রকাশ্য রাজপথে গোহত্যা ও গোমাংস বিক্রী বন্ধ করা আদেশ দেন।
বিজাপুরের কাজ শেষ করে শাহাজী বাঙ্গালোরে ফিরে এসে তাঁর ছেলের সব কাণ্ড-কারখানা বিবরণ করে বললেন " ধন্যি ছেলেকে জন্ম দিয়েছো জিজাবাঈ ! ওঃ বাদশাহের সামনে কিছুতেই মাথানত করল না ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে আর অন্য সব সর্দারদের মুখের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বলল কখনোই সেলাম করবে না !"
জিজাবাঈ শিবাজীর কাছে সবই শুনেছিলেন। প্রত্যক্ষ বাদশাহের সামনে গিয়ে বালক পুত্রের অমন দুর্দমনীয় সাহস ও আত্মসম্মান-বোধের কথা শুনে গর্বে বুক ভরে গর্বে বুক ভরে উঠেছিল। মুসলমান অধ্যুষিত প্রত্যক্ষ রাজপথে গোমাংস বিক্রেতার হাত কেটে ফেলায় তিনি যে যে যে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, সে কথাও তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। তখনই তিনি শিবাজী কে সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে বুঝিয়ে সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলেছিলেন "শিউবা অকারণ দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে জীবনকে বিপন্ন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। রাজনীতিতে কূট-কৌশল একটা বড় গুণ, খুব দরকারী। ক্রোধকে সংযত করা, ভয়ঙ্কর প্ররোচনাতেও মনের ধৈর্য্য না হারানো হারানো না হারানো হারানো শ্রেষ্ঠ রাজার মধ্যে, শাসকের মধ্যে এই সব গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।"
একটু থেমে জিজাবাঈ স্নেহমাখা স্বরে বললেন "তুই তো আমার রাজা শিবাজী ! তুই দেশে স্বাধীন করবি, দুঃখ-কষ্ট-দূর করবি। তোকে এখন অনেক কাজ করতে হবে অনেক দিন বাঁচতে হবে।"
শাহাজীর কথা শুনে জিজাবাঈ মুচকি হেসে বললেন"তোমার এই ছেলে যে আর পাঁচটা ছেলের মত সাধারন ছেলে নয় সে কথা তোমার বাদশাহ আর তাঁর দরবারের সকলে বুঝে গেছেন !"
"খুব ভালো করে বুঝছেন," শাহাজী উওর দিলেন। "আমি এখন ভাবছি, শিবাজীকে বাঙ্গালোরে রাখা ঠিক হবে না। তোমার কি মনে হয় ?"
(চলবে)

ডিএইচআর-এ ভিন্টেজ স্টিম ইঞ্জিন ‘বেবি সেবক’-উদ্বোধন করলেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার

মালিগাঁও, ০৯ ডিসেম্বর, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) অধীনে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) বছর জুড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীদের আকর্ষিত করে আসছে। এই ঐতিহ্যময় বিস্ময়ের প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে ‘বেবি সেবক’ নামে পরিচিত শতাব্দী প্রাচীন ভিনটেজ স্টিম ইঞ্জিনটির পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং ডিএইচআর-এর একাধিক আকর্ষণের সাথে এটিকেও যুক্ত করা হয়েছে। ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে ঘুম শীতকালীন উৎসব চলাকালীন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তবের দ্বারা এই উল্লেখযোগ্য পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টার উন্মোচন করা হয়। ঘুমে এখন গর্বের সাথে ‘বেবি সেবক’ প্রদর্শিত হচ্ছে, যা রেলওয়ের সমৃদ্ধ উত্তরসূরীর সাথে পর্যটকদের এক স্পষ্ট সংযোগ প্রদান করেছে।

একশো বছরেরও বেশি আগে জার্মানির ওরেনস্টেইন অ্যান্ড কোপেল থেকে ঠিকাদারের লোকোমোটিভ ইঞ্জিন হিসেবে যাত্রা শুরু হয়েছিল স্টিম ইঞ্জিন ‘বেবি সেবক’-এর। ডিএইচআর-এর তিস্তা ভ্যালি এবং কিষানগঞ্জ শাখা নির্মাণের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলে মনে করা হয়, এর নাম তিস্তা ভ্যালি লাইনের সেবক স্টেশনের নামে রাখা হয়েছিল। কয়েক দশকের পরিষেবার পর ১৯৭০ সালে ইঞ্জিনটি অবসর লাভ করে এবং ১৯৯০-এর শেষের দিক থেকে শিলিগুড়িতে প্রদর্শিত হয়। ২০০০ সাল থেকেই ঘুম স্টেশনের আউটডোর প্রদর্শনী হিসেবে ছিল, যেখানে এর অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে। এর ঐতিহাসিক মূল্যের স্বীকৃতি জানাতে স্টিম ইঞ্জিনটি তিনধরিয়া ওয়ার্কশপে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিজস্ব দক্ষ কর্মীদের দ্বারা সতর্কতার সাথে এর মেরামতি করা হয়, আসল আকর্ষণ বজায় রেখে এটিকে পুনঃজীবিত করে তোলা হয়।

ডিএইচআর-এর ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মাইলস্টোন হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে ‘বেবি সেবক’ স্টিম ইঞ্জিনের পুনরুদ্ধার। এই প্রচেষ্টা শুধুমাত্র ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট টুকরোকে সংরক্ষণ করার জন্য নয়, বরং তার পাশাপাশি অতীতের ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময় উদযাপনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেও কাজ করে।

ঘুমে এর প্রদর্শনীর ফলে পর্যটকদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের অনন্য ঐতিহ্যের প্রশংসা করার সুযোগ প্রদান করা হয়। ডিএইচআর-এর ক্রমাগত সংরক্ষণ ও প্রচার নিশ্চিত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্যুর অপারেটর, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনগণ সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে আছে। এই সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টাগুলি অঞ্চলটির সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মূল্য বৃদ্ধি করার পাশাপাশি ঐতিহ্য সংরক্ষণের গুরুত্বের উপর জোর দেয়।

অষ্টলক্ষ্মী উৎসব-এ উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক আয়োজন করল ‘ক্রেতা বিক্রেতা মিলনমেলা’

নয়াদিল্লি, ০৯ ডিসেম্বর : অষ্টলক্ষ্মী উৎসব-এ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে আগত ক্রেতা এবং দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত বিক্রেতাদের এক জায়গায় নিয়ে আসতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক আয়োজন করল এক দুর্লভ ও ব্যাতিক্রমী ‘ক্রেতা বিক্রেতা মিলনমেলা’। উত্তর-পূর্ব ভারতের কারুশিল্পী ও ক্রেতাদের মধ্যে দীর্ঘ-মেয়াদী ব্যবসায়িক সম্পর্ককে উৎসাহিত করার লক্ষ্য নিয়ে এই মিলন-পর্বটি অনুষ্ঠিত হয় নয়াদিল্লির ভারত মন্ডপম-এ।

‘ক্রেতা বিক্রেতা মিলনমেলা’ উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে আগত ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সরাসরি ব্যবসা সংক্রান্ত মতামত বিনিময়ের সুযোগ করে দিয়েছে। তা ছাড়া এই মিলনমেলা বস্ত্রশিল্প, রেশম চাষ, হস্ততাঁত ও হস্তকারু, রত্ন-পাথর, গহনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামগ্রী, কৃষি, বাগিচাশিল্প ও পর্যটন সহ চারটি প্রধানতম ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়ে চলেছে। অন্যদিকে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তেজি ও বেগবান করতে এই মঞ্চটি বিপুল পরিমানে আগাম বায়না দেওয়া-নেওয়া, দীর্ঘ-মেয়াদী ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলা, এবং চটজলদি তাৎক্ষণিক বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের বিষয়গুলিকেও উৎসাহিত করছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রক সহ ‘হস্তকারু ও হস্তত্যাঁত উন্নয়ন নিগম লিমিটেড’ (এনইএইচএইচডিসি), এবং ডিজিটাল বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত অন্তর্জাল ব্যবস্থা সংক্রান্ত সংস্থা ‘ওপেন নেটোয়ার্ক ফর ডিজিটাল কমার্স’ (ওএনডিসি) -এর বরিষ্ঠ আধিকারিকগণ তাঁদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির মাধ্যমে অষ্টলক্ষ্মী উৎসব-এর মিলন-মেলা পর্বকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।

উৎসবের উদ্বোধনী অধিবেশন চলাকালে ‘হস্তকারু ও হস্তত্যাঁত উন্নয়ন নিগম লিমিটেড’ (এনইএইচএইচডিসি)-এর উপদেষ্টা উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলির শিল্প-সম্পদের উপর আলোকপাত করে বলেন, এই অঞ্চলে বিনিয়োগের প্রভূত সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। ‘ওপেন নেটোয়ার্ক ফর ডিজিটাল কমার্স’ (ওএনডিসি) -এর মুখ্য বাণিজ্য আধিকারিক বলেন, ওএনডিসি হল একটি প্রযুক্তি ভিত্তিক উদ্যোগ। তিনি জানান, দেশে উন্মুক্ত ই-বাণিজ্যকে সক্রিয় ও সক্ষম করে তুলতে এই উন্মুক্ত প্রযুক্তি মঞ্চটি গড়ে তোলা হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রক-এর যুগ্ম সচিব বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতা হিসেবে এদিয়ে আসতে পারে এবং এই অঞ্চলে যে কৌশলগত বিনিয়েগের সুযোগ ও বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে সেই বিষয়টি এক কথায় সুনিশ্চিত। তিনি আরোও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ও এই অঞ্চলের রাজ্য সরকারগুলি তাদের নিজ নিজ উদ্যোগ ও প্রকল্প প্রস্তুত করার মাধ্যমে এই অঞ্চলে বিনিয়োগের জন্য অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করে চলেছে। অষ্টলক্ষ্মী উৎসব-এর ‘ক্রেতা বিক্রেতা মিলনমেলা’ উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে আগত ক্রেতা ও সারা দেশের বিভিন্ন আঙশ তেকে আগত বিক্রেতাদের মধ্যে সরাসরি ব্যবসা সংক্রান্ত মতামত বিনিময়ের অভূতপূর্ব সুযোগ করে দিয়েছে।

Notice Inviting Tender
Dated: 6th December, 2024
No.22(39)/DIT/COMM/2024
Request for Proposal for Selection of Agency for supply of man- power on out-source basis for Tripura State Wide Area Network (TSWAN) & e-District project. Detailed tender/RFP document is available at https://tripuratenders.gov.in.
The interested agency may submit tender online through https:// tripuratenders.gov.in.
ICA/C/2797/24
Director, IT Govt. of Tripura

তৃণমূল কর্মীকে খুন করার ঘটনায় নন্দীগ্রামে উত্তেজনা

পূর্ব মেদিনীপুর, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): সমবায় ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত নন্দীগ্রাম। এক তৃণমূল কর্মীকে খুন করার অভিযোগে কাঠগড়ায় বিজেপি। এই খুনের ঘটনার প্রতিবাদে দফায় দফায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান শাসকদলের কর্মী-সমর্থকরা।

রবিবার রাতে নন্দীগ্রাম এক নম্বর ব্লকের ৭ নম্বর জলপাই গ্রামে বিজেপি কর্মীদের সশস্ত্র বাহিনী চড়াও হয় বিষ্ণুপদ মণ্ডল নামে ওই তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে। ভোজালি দিয়ে তাঁকে কোপানো হয় বলেই অভিযোগ। বেধড়ক মারধর করা হয় তৃণমূল কর্মীর দাদা গুরুপদ মণ্ডলকেও। নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি তিনি। সোমবার সকালে দফায় দফায় প্রতিবাদ মিছিল করে তৃণমূল। নন্দীগ্রামের গড়চক্রবেড়িয়া, সোনাচূড়া, হাজরাকাটা-সহ বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ করে তৃণমূল।

এ বিষয়ে নন্দীগ্রাম এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি সেক আল রাজি জানিয়েছেন,”সামান্য সমবায় ব্যাংকে শাখায় জয়ী হয়ে বিজেপির কর্মীরা ক্ষমতা জাহির করতে নন্দীগ্রামে বিভিন্ন জায়গায় তাণ্ডব শুরু করেছে। আমাদের সক্রিয় কর্মী বিষ্ণুপদ মণ্ডলকে প্রশান্ত মণ্ডল, মানস সেন,দিব্যেন্দু দাস, রাজকুমার মণ্ডল-সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী খুন করেছে। এই খুনিদের গ্রেফতার করে কঠিন শাস্তির দাবি করেছি।” যদিও বিজেপির তমলুক সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক মেঘনাদ পাল জানিয়েছেন,”এ ঘটনার সঙ্গে আমাদের কোন কর্মী জড়িত নেই। ওটা ওদের পারিবারিক দ্বন্দ্ব হতে পারে। সেই দ্বন্দ্বের জেরে খুন বলে মনে করছি।” নন্দীগ্রাম থানার আইসি জানান,”পরিস্থিতি মোকাবিলায় নন্দীগ্রামে সর্বত্র পুলিশি টহলদারি চলছে। আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।”

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION
Sealed quotations are invited by the Medical Superintendent, IGM Hospital, Agartala, from the interested bidders (bonafied manufacturers/authorised distributors or suppliers), for supply of some medicine for use in IGM Hospital, Agartala. Detailed informations alongwith tender paper may be collected from the office of the undersigned on or before 16/12/2024 upto 4.30 P.M. & last date of bid submission is 17/12/2024 upto 4.30 P.M. & quotation will be opened on 20/12/2024 at 2.30 P.M. or on next working day at 12 noon, if possible & interested bidders may remain present at the time of bid opening session.
ICA/C/2801/24
Medical Superintendent IGM Hospital, Agartala .

রেকর্ড গড়ে সেন্ট কিটসে বাংলাদেশকে হারাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সেন্ট কিটস, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে রেকর্ড গড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশকে হারালো ৫ উইকেটে। সেন্ট কিটসের ওয়ার্নার পার্কে ২৯৪ রান তাড়া করে জয় পেল তারা। সেন্ট কিটসের ওয়ার্নার পার্কে এটিই সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড।

ফলে হার দিয়ে ওয়ানডে সিরিজ শুরু করল বাংলাদেশ দল।

রবিবার টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে চ্যালেঞ্জিং ২৯৪ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দিয়েছিল বাংলাদেশ। এরপর বলহাতে নাহিদ-তানজিমরা শুরুটা ভালো করলেও শাই হোপ ও শেরফেন রাদারফোর্ডের ব্যাটে ঘুরে দাঁড়িয়ে ১৪ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে জয় তুলে নেয়ন ৯৯ রানের পার্টনারশিপ গড়ে এরা। ৮৬ রান করেন হোপ

আর রাদারফোর্ড করেন ১১৩ রান। এছাড়া জাস্টিন গ্রিভস করেন অপরাজিত ৪১ রান।

টাইগারদের পক্ষে ১টি করে উইকেট নিয়েছেন তানজিম হাসান সাকিব, মেহেদী হাজার মিরাজ, নাহিদ রানা, রিশাদ হোসেন ও সৌম্য সরকার।

নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৯৪ রান করেছিল বাংলাদেশ।

সর্বোচ্চ ৭৪ রান করেছেন অধিনায়ক মেহেদি হাসান মিরাজ। ক্যারিবীয়দের হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নিয়েছেন রোমারিও শেফার্ড। এছাড়া ২ উইকেট নিয়েছেন আলজারি জোসেফ।

পুণে-তে গাড়ি উল্টে বিপত্তি, দুর্ঘটনায় দুই ট্রেনি পাইলটের মৃত্যু

পুণে, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর পরিণতি যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, তা আবারও প্রমাণিত হল। মহারাষ্ট্রের পুণে-তে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দু”জন ট্রেনি পাইলট। এছাড়াও আরও দু”জন আহত হয়েছেন। পুণে গ্রামীণ পুলিশ জানিয়েছে, সোমনার জৈনিকওয়াড়ি গ্রামের কাছে বারামতি-ভিগওয়ান রোডে দুর্ঘটনায় দু”জন ট্রেনি পাইলট মারা গিয়েছেন এবং আরও দু”জন আহত হয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, তাঁরা বারামতির একটি বেসরকারি এভিয়েশন একাডেমির প্রশিক্ষণার্থী পাইলট ছিল। প্রাথমিক তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, চারজনই মদ্যপ ছিলেন এবং চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, গাড়িটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনার তদন্ত চলছে।

যক্ষ্মা নির্মূলীকরণ - জাতীয় স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য

শ্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা
মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী

দেশ থেকে যক্ষ্মা নির্মূল করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর নেতৃত্বে যক্ষ্মা রোগীদের পরিচর্যার জন্য একটি নতুন মডেল গৃহীত হয়েছে এবং গত কয়েক বছরে ভারত যক্ষ্মা প্রতিরোধ, নির্ণয় এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন আনতে বেশ কয়েকটি উদ্ভাবনী পদ্ধতির সূচনা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল টিবি রিপোর্ট (২০২৪) -এ এখন পর্যন্ত গৃহীত পদ্ধতির কার্যকারিতার কথা স্বীকার করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ভারতে যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ কমেছে ১৭.৭ শতাংশ, যা গোটা বিশ্বে যক্ষ্মা কমার হারের চেয়ে দ্বিগুণ। শুধু তাই নয়, দেশে ২৫.১ লক্ষ রোগী শনাক্ত হয়েছে, যা ২০১৫ সালের ৫৯ শতাংশ থেকে ২০২৩ সালে ৮৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত হয়ে ৭ই ডিসেম্বর ভারত যক্ষ্মা নির্মূল কৌশলের ক্ষেত্রে আরও একটি রূপান্তরমুখী ধারা প্রত্যক্ষ করেছে। যক্ষ্মার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের প্রতিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সরকার পঞ্চকুলা থেকে ৩৪৭ টি উচ্চ যক্ষ্মাপূর্ণ জেলাকে অন্তর্ভূক্ত করে ১০০ দিনের জন্য দেশব্যাপী অভিযান শুরু করেছে। এই উদ্যোগটি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কাছে সক্রিয়ভাবে পৌঁছানোর মাধ্যমে এবং সময়োপযোগী, প্রয়োজনভিত্তিক এবং মানসম্পন্ন চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিটি যক্ষ্মা রোগীকে দ্রুত চিহ্নিত করার আমাদের সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করেছে। জন অংশীদারিত্বের সত্যিকারের চেতনায় আমরা সকলে --- নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, স্বাস্থ্য অনুশীলনকারী, নাগরিক সমাজ, কর্পোরেট এবং সম্প্রদায় মিলে এই অভিযানকে দুর্দান্ত সাফল্য হিসাবে গড়ে তুলতে সহযোগিতা করেছি। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সক্রিয় সহযোগিতায় এই নতুন অভিযান ভারতের যক্ষ্মা নির্মূল করার অভিযানে আরও একটি মাইলফলক হয়ে উঠবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

যক্ষ্মা নির্মূলে ভারতের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

সম্প্রসারিত রোগনির্ণয় প্রচেষ্টার পরিপূরক এবং যক্ষ্মা রোগীদের সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার জন্য, ভারত একটি পুষ্টি সহায়তা প্রকল্প - নি-ক্ষয় পোষণ যোজনা (এনপিওয়াই) চালু করেছে। ২০১৮ সালের এপ্রিল থেকে, আমরা এনপিওয়াই-এর অধীনে প্রত্যক্ষ সুবিধা স্থানান্তরের মাধ্যমে ১.১৬ কোটি সুবিধাভোগীকে ৩,২৯৬ কোটি প্রদান করেছি। যক্ষ্মা নির্মূলের প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতির বড় শক্তিশালী পদক্ষেপ হিসেবে, এই প্রকল্পের অধীনে মাসিক সহায়তা ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে প্রতি মাসে বিদ্যমান ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে ১,০০০ টাকা করা হয়েছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল— যক্ষ্মা মুক্ত ভারত অভিযান শুধুমাত্র পুষ্টির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাতেই সাহায্য করেনি, বরং জনগোষ্ঠীর সংহতিও বৃদ্ধি করেছে। এই কর্মসূচি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যক্ষ্মা রোগীদের পুষ্টি, বৃত্তিমূলক এবং মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা প্রদানে একটি গণ আন্দোলন তৈরি করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অংশীদারদের একত্রিত করেছে। জন-অংশীদারিত্বের চেতনায় আয়োজিত এই সরকার-নাগরিক সিম্ফনি সারা দেশে রোগীদের জন্য ২১ লক্ষ ফুড বাস্কেট সরবরাহ করার জন্য ১.৭৫ লক্ষ নি-ক্ষয় মিত্রকে অনুপ্রাণিত করেছে।

যক্ষ্মা নির্মূলে উদ্ভাবনের চালিকাশক্তি

বছরের পর বছর ধরে, ভারত চিকিৎসার সাফল্যের হার উন্নত করতে বেডাকুইলিন এবং ডেলামানিডের মতো নতুন ওষুধ চালু করেছে। ওষুধ-প্রতিরোধী ভেরিয়েন্টের রোগীদের জন্য চিকিৎসা সমাপ্তির চ্যালেঞ্জগুলিকে বিবেচনা করে, আমরা একটি নতুন সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি - বিপিএএলএম এর অনুমতি দিয়েছি যা বিদ্যমান পদ্ধতির চেয়ে বেশি কার্যকর। যদিও আমাদের কাছে প্রচলিত ১৯-২০ মাসের রেজিমেনের পাশাপাশি ৯-১১ মাসের সংক্ষিপ্ত রেজিমেন উপলব্ধ রয়েছে, বিপিএএলএম রেজিমেনের সাথে রোগীরা এখন মাত্র ছয় মাসের মধ্যে চিকিৎসা শেষ করবেন! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব রোগীকে খুঁজে বের করে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে উন্নত যন্ত্রপাতি যাতে সহজলভ্য হয়, তা নিশ্চিত করতে আমরা ধারাবাহিকভাবে সচেষ্ট রয়েছি। এটি সক্ষম করার জন্য, আমরা আরও দক্ষ এবং সঠিক রোগ নির্ণয় - আণবিক পরীক্ষা সরঞ্জাম চালু করেছি। ২০১৪-১৫ সালে কয়েক শতাধিক মেশিন থেকে এখন আমাদের সব জেলায় মলিকুলার ডায়াগনস্টিক মেশিন রয়েছে ৮ হাজার ২৯৩টি।

বস্তুত, ”মেক ইন ইন্ডিয়া” উদ্যোগের সূত্র ধরে দেশীয় মলিকিউলার টেস্ট ফিল্ড টেস্ট চালু করা হয়েছে। আমরা জেলা ও ব্লক স্তরে যক্ষ্মা নির্ণয়ের জন্য নেওয়া সময়ই কেবল কমাতে সক্ষম হইনি, পরীক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যয়ও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পেরেছি। আমাদের দেশীয় আণবিক পরীক্ষাগুলি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই উদ্যোগগুলি বিশ্বব্যাপী যক্ষ্মা মোকাবিলায় ভারতকে সত্যিকারের নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমাদের অবশ্যই এই বিষয়টিতে অত্যন্ত গর্বিত হতে হবে যে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর) ২০১৮ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে বিশ্বব্যাপী যক্ষ্মা গবেষণায় শীর্ষস্থানীয় সরকারী তহবিলদাতাদের মধ্যে রয়েছে। আমরা আরও দক্ষ পয়েন্ট-অফ-কেয়ার ডায়াগনস্টিকস সহ নতুন সরঞ্জামগুলি দ্রুত বিকাশ ও রোল আউট করার জন্য বিনিয়োগ চালিয়ে যাব।

সামনের দিকে তাকিয়ে

যক্ষ্মা নির্মূলের দিকে ভারতের যাত্রা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে এবং ত্বরান্বিত পদ্ধতিতে প্রমাণিত প্রযুক্তিগুলি উপলব্ধ করার ক্ষেত্রে তার নেতৃত্বের একটি প্রমাণ। অগ্রণী গবেষণার ফলে রোগ নির্ণয় থেকে চিকিৎসা পর্যন্ত সর্বজনীন সামাজিক সহায়তার ক্ষেত্রে ভারত যক্ষ্মা প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে। যক্ষ্মা চিহ্নিতকরণ, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ নিশ্চিত করা এখন কেবল সময়ের দাবি। যক্ষ্মা নির্মূলীকরণে আমাদের সমবেত অঙ্গীকারের আরও একটি প্রমাণ ১০০ দিনের এই অভিযান। আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে আমরা মানবতার এই মহান শত্রুকে পরাজিত করতে এবং সবার জন্য একটি স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যত তৈরি করতে পারব।

চাইলে আজই ধরতে পারেন: ‘কাকু’ প্রশ্নে সিবিআইকে বিচার ভবন

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে ‘কালীঘাটের কাকু’কে জেলে গিয়ে গ্রেফতার করতে পারবে সিবিআই, এমনটাই মন্তব্য করল বিচারভবন।

সোমবার তাঁকে নিম্ন আদালতে হাজির করানোর কথা ছিল। কিন্তু সূত্রের খবর, ‘কাকু’ অসুস্থ। জেলের হাসপাতালেই এখনও চিকিৎসাধীন। কেন জেলে গিয়ে ‘কাকু’কে গ্রেফতার করা হচ্ছে না, সিবিআইকে প্রশ্ন করে আদালত। বিচারক জানান, জেলে গিয়ে চাইলে সোমবারই তাঁকে গ্রেফতার করতে পারবে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

সোমবার আদালতে কালীঘাটের কাকুর নামে নতুন করে হাজিরা পরোয়ানা (প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট) জারি করার আবেদন জানান সিবিআই-এর আইনজীবী। বলেন, সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র সশরীরে হাজিরা দিলেন না। পাঁচ বার আমরা এই পরোয়ানা জারি করার জন্য আবেদন করছি। সশরীরে বা ভার্চুয়ালি পেশ করা হোক।

‘কাকু’ প্রসঙ্গে সোমবার অনুরূপ মন্তব্য করেছে কলকাতা হাই কোর্টও। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের বেঞ্চ জানিয়েছে, ‘কাকু’ সশরীরে আদালতে হাজির হতে না-পারলে তাঁকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজির করানো যেতে পারে। সে ক্ষেত্রেও আর্জি মঞ্জুর হলে ‘কাকু’কে হেফাজতে নিতে পারবে সিবিআই। উচ্চ আদালত জানিয়েছে, কারও হাজিরার নির্দেশে তারা বাধা দিতে পারে না।

কেন বারে বারে সিবিআইকে এড়িয়ে যাচ্ছেন কালীঘাটের কাকু? আইনজ্ঞদের একাংশের মতে, ইডির পর পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে সিবিআই যেভাবে গ্রেফতার করেছে, একইভাবে সুজয়কৃষ্ণকেও গ্রেফতার করা হতে পারে। এই আশঙ্কা থেকেই সম্ভবত সিবিআইকে এড়িয়ে যাচ্ছেন সুজয়কৃষ্ণ।

ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় অধিবেশন শুরু, হেমন্ত সোরেনের শপথবাক্য পাঠ

রাঁচি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডে সরকার গঠনের পর সোমবার বিধানসভার বসল বিশেষ অধিবেশন। অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে এদিন সকালে বিধানসভায় আসনে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ও তাঁর স্ত্রী কল্পনা সোরেন। প্রোটেম স্পিকার স্টিফেন মারান্ডি বিধানসভার কাজ শুরু করেন। এরপর প্রোটেম স্পিকার নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথবাক্য পাঠ করান।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 15/PNIeT/EE/PWD (G)/(R&B)/GNT/2024-25, Dt. 02-12-2024

The Executive Engineer, Gonda Twisa Division, PWD (G), Gonda Twisa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in Two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES / CPWD/ Railway / Govt. Organization of other State & Central for the following works:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	"Improvement of road from Hatimatha Bazar to New JC Para under Dumburnagar R.D. Block (Length-8.05 Km)." DNIeT No: 48/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2024-25.	6,70,13,643.00	13,40,273.00	540 (Five Hundred Forty) Days

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 1500 Hrs on 27 - 12-2024
Class of tenderer: Appropriate Class.
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically.
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in. For further enquiry, contact to the office of the undersigned.
ICA/C/2808/24

(Er. I. Debbarma)
Executive Engineer Gonda Twisa Division, PWD (G)
Gonda Twisa, Dhalai District

PNIET No.: 31/EE/UDP-DIVN/UDP/2024-25, Dated. 07.12.2024

The Executive Engineer, Udaipur Division, PWD(R&B), Udaipur, Gomati District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bids system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. No.	DNIT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last Date & time for document downloading & bidding	Time & Date of opening of Bid
1	51/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2024-25	Rs. 2,84,03,424.00	Rs. 5,68,068.00	270 Days	Up-to 10.30 AM on 23.12.2024	At 11.00 AM on 23.12.2024, if possible.
2	52/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2024-25	Rs. 2,85,21,258.00	Rs. 5,70,424.00	300 Days		
3	53/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2024-25	Rs. 4,14,04,418.00	Rs. 8,28,088.00	365 Days		
4	54/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2024-25	Rs. 4,59,43,795.00	Rs. 9,18,876.00	360Days		
5	55/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2024-25	Rs. 1,92,52,880.00	Rs3,85,058.00	210 Days		
6	56/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2024-25	Rs. 2,20,62,942.00	Rs. 4,41,259.00	300 Days		

• All the above mentioned online activity should be done in the e-procurement portal http://tripuratenders.gov.in.
• Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/4/2803/24

(Er. H. Majumder)
Executive Engineer PWD(R&B),
Udaipur Division Gomati District, Tripura.

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দাঁত মাজলেই রক্তপাত হচ্ছে?

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে শরীরের পর্যাপ্ত মাত্রায় ভিটামিন সি প্রয়োজন। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট হিসাবেও এই ভিটামিনের চাহিদা ভালই। ফ্রি র্যাডিকালস ও অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের হাত থেকে শরীরকে বাঁচায় এই ভিটামিন। চুল ও ত্বকের যত্নেও ভিটামিন সি চাই-ই-চাই। শরীরে এই ভিটামিনের অভাব হলেই শুরু হয় নানা রকম সমস্যা। শরীর ভিটামিন সি জমিয়ে রাখতে পারে না। রোজের খাবারের মাধ্যমেই এই ভিটামিন ছড়িয়ে পড়ে শরীরের কোষে কোষে। আমলকি, বিভিন্ন ধরনের লেবু, পেঁপে, টোম্যাটো, ক্যাপসিকাম, পেয়ারা, ব্রকোলিতে ভরপুর মাত্রায় ভিটামিন সি থাকে ভরপুর মাত্রায়। শরীরে এই ভিটামিনের ঘাটতি হলে সতর্ক হতে হবে। কোন উপসর্গগুলি শরীরে ভিটামিন সি-র ঘাটতির ইঙ্গিত দেয়?

দাঁতের সমস্যা: শরীকে ভিটামিন সি-র অভাব হলে দাঁতের গোড়ায় ক্যালশিয়াম জমে থাকে ফলে মাড়ি দুর্বল হয়ে যায়, দাঁত থেকে রক্তপাত হয়। দাঁতে ব্যথাও হতে পারে। তাই দাঁতের দীর্ঘ সমস্যা হলে ভিটামিন সি-র অভাব হতে পারে। চুল ওঠা: ভিটামিন সি-র স্বল্পতা চুলের গোড়াকে আলগা করে দেয়। আপনারও কি চুল পাতলা হয়ে যাচ্ছে? এর কারণ হতে পারে শরীরে ভিটামিনের অভাব। চুলের যে কোনও প্রসাধনীতে তাই আমলকি, লেবুর উপাদান থাকে। কোনও অসুখ ছাড়াই ঘন ঘন চুল উঠলে ভিটামিন সি-র অভাব হতে পারে শরীরে।

ঘন ঘন সর্দিকাশি: ঘন ঘন জ্বরে কাবু হচ্ছেন? বার বার ঠান্ডা লাগলে সতর্ক হোন। ভিটামিন সি-র অভাব হলে শরীরে শ্বেত রক্তকণিকার মাত্রা কমে যায়। তাই শরীর কোনও জীবাণুর আক্রমণ ঠেকাতে পারে না। সহজে ঠান্ডা লাগেও এই কারণেই। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলেও কিন্তু সতর্ক হতে হবে। ত্বকের বেহাল দশা: এই ভিটামিনের অনুপস্থিতিতে ত্বকে কোলাজেন সিন্থেসিস বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে ত্বকের বাইরের স্তর (এপিডার্মিস) পাতলা ও ফ্যাকাশে হতে থাকে। ত্বকের নীচের রক্তজালকগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শীতকাল না হলেও ত্বক খসখসে দেখায়। ঘা শুকোতে সময় লাগলে: শরীরে ভিটামিন সি-র জোগান কম হলে কোলাজেনের উতাদন ব্যাহত হয়। ফলে কোথাও কোনও ক্ষত হলে সেই ক্ষত সহজে সারে না, অনেকটা সময় লাগে। তাই ক্ষত দেরিতে শুকোলে ডায়াবিটিস ছাড়াও শরীরে ভিটামিন সি-র অভাব হতে পারে।

শহরের কোন রেস্তরাঁয় কী পাওয়া যাচ্ছে?

শীতের সকালে ধোঁয়া ওঠা এক কাপ চা খেয়ে দিন শুরু করার আমেজই আলাদা। তবে শুধু বাড়িতে বসে, কম্বল জড়িয়ে থাকলে তো হবে না। সামনে বড়দিন আসছে। রয়েছে নতুন বছরও। পরিবার, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বাইরে খেতে যাবেন না তা কী করে হয়? উতব উপলক্ষে সেজে উঠেছে শহরের বিভিন্ন রেস্তরাঁ। বন্ধুদের সঙ্গে কোথায় জমবে খানাপিনার আসর, পরিবারের সকলে মিলে কোথায় একজোট হবেন, রইল তার সুলুকসন্ধান।

১) ওয়ান সিপ গ্যাস্ট্রোপাব

শরীরের কথা ভেবে সারা বছর তেমন মদ খান না। কিন্তু পালাপার্বণে একটু-আধটু গলা না ভেজালে চলে? তার জন্য রাজারহাট-নিউ টাউনে রয়েছে ওয়ান সিপ গ্যাস্ট্রোপাব। ২০ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সেখানে চলছে "বিয়ার অ্যান্ড বার্ডি ফেস্টিভ্যাল"। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার আদর্শ স্থান এই পাব। সঙ্গে খানাপিনা তো আছেই। রোস্ট চিকেন উইংগ উইথ রেড ওয়াইন সস স্লাইস গ্রিল্ড চিকেন উইথ ডিল সস চিকেন মিটবল, কোরিয়ান ফ্রায়েড চিকেনের মতো লোভনীয় খাবারের সম্ভার রয়েছে এখানে। খাবারের দাম ৫০০ টাকা থেকে শুরু।

২) ট্রিঙ্কাজ

কলকাতায় থাকেন অথচ ট্রিঙ্কাজের নাম শোনেননি, এমন মানুষ নেই বললেই চলে। শুধু বড়দিন বা নতুন বছর নয়, ডিসেম্বরের যে কোনও দিন কিংবা সপ্তাহান্তে পার্ক স্ট্রিটের দিকে গেলেই ঢুঁ মারতে পারেন ট্রিঙ্কাজে। কুইন্স পুডিং, বিভিন্ন ধরনের কেক, লেমন পাই, বানোফে পাই ছাড়াও মিষ্টি পদের হরেক সম্ভার রয়েছে এখানে। ৪৫০ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে সেই সব খাবারের দাম। ৩) দ্য ওয়েস্ট ইন ভারতীয় খাবারের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে দ্য ওয়েস্ট ইন কলকাতার বেদিক। ''লাইভ'' শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সঙ্গে মাখমফলম, জপপুষ্প, শকরকান্দি, পুরানপোলি, গাল বেদিক, ব্ল্যাক খিচড়ি, গাজর কা হালুয়া, গুলকন্দের মতো খাবারের স্বাদ চেখে দেখতেই পারেন। এক জনের জন্য খরচ পড়বে ১৭০০ টাকা। ৪) ফেয়ারফিল্ড বাই ম্যারিয়ট বড়দিন, নতুন বছর উদ্যাপন করবেন। পকেটের দিকেও তো খেয়াল রাখতে হবে। পরিবারের সঙ্গে হোটেলে খেতে গিয়ে হালের "ডিজে" শুনতে ভাল না-ই লাগতে পারে। আবার বন্ধুদের সঙ্গে উদ্যাপন করতে গিয়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শোনার কোনও মানেই হয় না। তাই সমাজের সকল স্তরের, সব বয়সের মানুষের কথা ভেবে ফেয়ারফিল্ড তাঁদের বিভিন্ন রেস্তরাঁয় খরচ অনুযায়ী বিভিন্ন রকম খাবার, অনুষ্ঠানের পসরা সাজিয়েছে। ১৫০০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত নানা রকম প্যাকেজ আছে। ২৪, ২৫ এবং ৩১ ডিসেম্বর যে কোনও দিন চলে গেলেই হল।

বাড়িতে কবাব করলে কিছুতেই তুলতুলে হয় না?

শীতের বিকেল-সন্ধ্যা মানেই মুখরোচক খাবারের খোঁজ। রসনাতৃপ্তির জন্য ঢুঁ দেন এই রেস্তরাঁ থেকে সে রেস্তরাঁয়। আর কবাবের বন্দোবস্ত থাকলে তো কথাই নেই। বড় হোটেল হোক বা রাস্তার পাশের ফাস্ট ফুড কাউন্টার ঠান্ডার আমেজে কবাবের বিক্রি হচ্ছে রমরমিয়ে। কবাবের চাহিদা সারা বছরই থাকে, তবে বাতাসে হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করলেই কবারের প্রতি টান যেন আরও বেড়ে যায়। বাড়িতে পার্টি কিংবা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডার আয়োজন হলেও কবাব থাকা চাই-ই চাই! তবে বাড়িতে কবাব তৈরি করার সময় দোকানের সেই স্বাদ আসে না। জেনে নিন রান্নার সময় কোন টোটকাগুলি মেনে চললে কবাবের স্বাদ হবে একেবারে দোকানের মতো।

১) রেস্তরাঁ কিংবা দোকানে কবাব হয় মূলত তন্দুরে। তবে বাড়িতে তন্দুর থাকে না। ফ্রাইং প্যানেই মূলত সেঁকা হয়। পরে গ্যাসে পুড়িয়ে নিলেও সেই স্বাদ আসে না। তাই কবাব বানানোর পর একটি পাত্রে কবাবগুলি রেখে তার মধ্যে আর একটি ছোট বাটি রাখুন। এ বার কয়লা ভাল করে গরম করে নিয়ে ছোট বাটিতে রেখে উপর থেকে এক চামচ ঘি ঢেলে দিন। সঙ্গে সঙ্গে বড় পাত্রটিকে ঢেকে দিন। কবাবের মধ্যে পোড়া স্বাদ আর গন্ধ দুই আসবে এই পদ্ধতিতে। কয়লা না থাকলে বড় মাপের দারচিনি পুড়িয়েও ব্যবহার করতে পারেন।

২) কবাবের ক্ষেত্রে মশলা যেন মাংসের ভিতরে ভাল ভাবে ঢোকে সেটা ভীষণ জরুরি। তাই মাংসে মশলা মাখিয়ে দু-তিন ঘণ্টা রাখতে পারলে খুব ভাল হয়। শুধু মাংসই নয়, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, টোম্যাটোগুলিও আগে থেকেই মশলা মাখিয়ে রাখুন। তা হলেই বাড়বে কবাবের স্বাদ। কবাবের ম্যারিনেশন যত শুকনো হবে ততই ভাল। তাই মাংসে যেন কোনও জল না থাকে সে দিকে নজর রাখুন। জল ঝরানো দই ব্যবহার করুন। ৩) কবাব খুব বেশি সেঁকে নিলে শক্ত হয়ে যায়, তখন খেতে মোটেও ভাল লাগে না। তাই কবাব কত ক্ষণ সেঁকলে তা কাঁচাও থাকবে না, আর ভিতর থেকে রসালো হবে তা বোঝা ভীষণ জরুরি। কবাব নরম করতে রান্নার সময় মাঝেমাঝে মাখন দিয়ে ব্রাশ করুন।

শীতকালে গিজার খারাপ হলে বিপদ

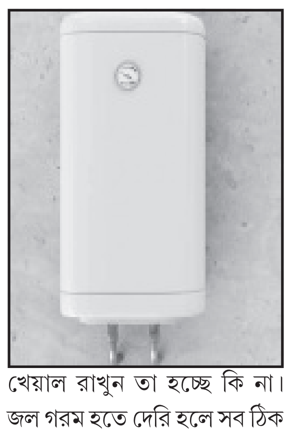

শীতকালে স্নান করা একটা বড় চ্যালেঞ্জের বিষয়। স্নানঘরে ঢুকতেই যেন ভয় করে। শ্যাম্পু করার দিন তো গায়ে জল পড়ার আগেই "হাড় হিম" হওয়া যায়। এ দিকে, স্নান না করলেও চলে না। অগত্যা শীতের একমাত্র ভরসা হল গিজার। শীতকালে তো বটেই, সারা বছরই গিজারের জলে স্নান করেন অনেকেই। তবে শীতকালে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হয়।

এই হাড় কাঁপুনি ঠান্ডায় হঠাতযদি গিজার খারাপ হয়ে যায়, তা হলে বেকায়দায় পড়েন শীতকাতুড়েরা। তাই গিজার ভাল রাখতে চাই পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ। কী ভাবে নেবেন গিজারের যত্ন?

১) গিজার স্বয়ংক্রিয় ভাবে কাজ করে। অর্থাত বিদ্যুতসংযোগ পাওয়ার পর জল গরম হয়ে গেলে নিজে থেকেই তা বন্ধ হয়ে যায়। বাড়ির গিজারটি স্বয়ংক্রিয় ভাবে কাজ করছে কি না, সে দিকে খেয়াল রাখুন। তা না হলে এক বার দক্ষ কাউকে দিয়ে দেখিয়ে নিন। ২) একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গিজারে জল গরম হয়ে যায়। খেয়াল রাখুন তা হচ্ছে কি না। জল গরম হতে দেরি হলে সব ঠিক আছে কি না এক বার যাচাই করা জরুরি। জল গরম হতে অনেক দেরি হলে বুঝবেন গিজারে কোনও গোলযোগ হয়েছে।

৩) জল গরম হয়ে গেলে গিজারটি প্রধান জায়গা থেকে বন্ধ করে দিন। না বন্ধ করে স্নান করবেন না। এতে যেমন বিদ্যুতের সাশ্রয় হব, তেমনই গিজারটিও দীর্ঘ দিন ভাল থাকবে।

৪) জল গরম হয়ে গেলে সম্পূর্ণ জল গিজার থেকে বার করে নিন। জল জমিয়ে রাখবেন না। জল মজুত হতে থাকলে গিজারে আয়রন জমে গিয়ে তা দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

ঘরোয়া পাঁচ টোটকা: আক্কেলে দাঁতের ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে

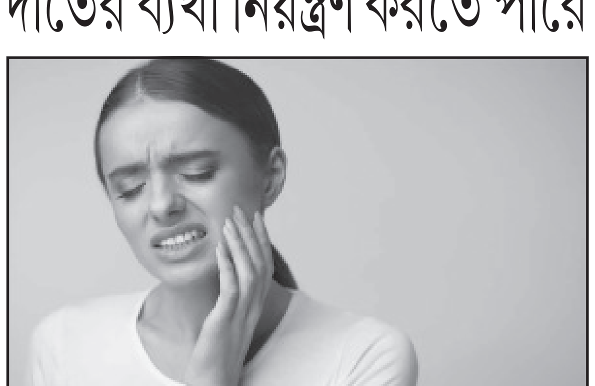

ঠান্ডা বা গরম কিছু খেলেই দাঁতে ব্যথা হয়। কিন্তু আক্কেল দাঁত এতই বেআক্কেলে যে, সে কোনও নিয়ম মানে না। কোনও কিছু চিবিয়ে খেতে অসুবিধে হয়। যন্ত্রণা কারও কারও ক্ষেত্রে দাঁত থেকে কান, গলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। চিকিতকের পরামর্শ না নিয়ে ব্যথার ওষুধ খাওয়া আবার ঠিকও নয়। মধ্যরাতে হঠাতএমন ব্যথা শুরু হলে তা সামাল দেবেন কী ভাবে?

১) নুন, গরম জলে কুলি

ঈষদুষ্ণ জলে নুন মিশিয়ে কুলকুচি করা যেতে পারে। এতে দাঁতের গোড়ায় থাকা ব্যাক্টেরিয়ার বাড়বাড়ন্ত কমে। ফলে আক্কেল দাঁত যেখানে উঠছে, সেই জায়গায় কোনও সংক্রমণ হয়ে থাকলে, তা কমে যায়। তা ছাড়া এতে মাড়ির ব্যথারও উপশম হয়।

২) লবঙ্গ

দাঁতের ব্যথায় লবঙ্গ খুবই কার্যকর। মুখের মধ্যে ব্যথার এলাকায় একটি লবঙ্গ দাঁতে চেপে রাখতে হয়। এই লবঙ্গের রসে সেখানকার সংক্রামক ব্যাক্টেরিয়ার মৃত্যু তো হয়ই, একই সঙ্গে ব্যথাও কমে। এ ছাড়া ব্যথার জায়গায় লবঙ্গের তেলও লাগিয়ে রাখতে পারেন। এতেও ব্যথা দূর হবে।

৩) ঠান্ডা-গরম সেঁক

সারা দিনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঠান্ডা-গরম সেঁক দেওয়া যেতে পারে মুখের বাইরে থেকে। একটি তোয়ালেতে বরফ নিয়ে ঠান্ডা সেঁক দিলে ব্যথা কমবে। গরম সেঁক দিলে রক্ত চলাচল বাড়বে। ফলে ব্যথার দ্রুত উপশম হবে।

৪) পুদিনা

পুদিনা পাতায় অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল ও অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান থাকে, যা ব্যথা কমাতে সহায়তা করে। পুদিনা পাতার রসে তুলো ভিজিয়ে মাড়িতে লাগান, আক্কেল দাঁতের ব্যথায় আরাম পাবেন। গরম গরম পুদিনা পাতা দেওয়া চা পান করলেও সুফল মিলবে।

৫) হলুদ

দাঁতের ব্যথা কমাতেও হলুদের জুড়ি নেই। এক কাপ গরম জলে আধ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো, দু'টি লবঙ্গ ও দু'টি শুকনো পেয়ারা পাতা নিন। কুলকুচি করুন। মাড়ির ক্ষত ও দাঁতের ব্যথায় আরাম পাবেন।

শীতে ঠোঁট ফেটে চৌচির?

জাঁকিয়ে শীত পড়ুক না পড়ুক, ইতিমধ্যেই ঠোঁট ফাটতে শুরু করেছে। লিপস্টিক পরেও ঠোঁটের ফাটল আড়াল করা যায় না। এই সময়ে ঠোঁট একটু বাড়তি যত্ন চায়। পর্যাপ্ত যত্ন নিলে শীতেও ঠোঁটে থাকবে বসন্তের কোমলতা। শরীরের অন্যতম স্পর্শকাতর একটি অংশ হল ঠোঁট। ফলে যত্নে না রাখলে ঠোঁটের চামড়া অতিরিক্ত পরিমাণে শুষ্ক হয়ে যায়। ত্বকের মতোই অনেকেই ঠোঁটের যত্ন নিতেও ভরসা রাখেন বাজারচলতি প্রসাধনীর উপর। তাতে আবার হিতে বিপরীত হয়। বরং ঠোঁটের যত্ন নিতে ভরসা রাখতে পারেন কয়েকটি ঘরোয়া টোটকার উপর।ন ১) ঠোঁটের যত্নে অনেকেই পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করেন। তবে শুধু পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করলে চলবে না। পেট্রোলিয়াম জেলির সঙ্গে খানিকটা মধু মিশিয়ে নিতে পারেন। তার পর তুলো দিয়ে সারা ঠোঁটে বুলিয়ে নিন। এতে কোমল হবে ঠোঁট। ২) গ্লিসারিন তো ত্বকের যত্নে অনেকেই ব্যবহার করেন। তবে গ্লিসারিন ঠোঁটেও ব্যবহার করতে পারবেন। গ্লিসারিনের সঙ্গে অল্প অলিভ অয়েল মিশিয়ে ঠোঁটে মাখতে পারেন। ময়েশ্চারাইজারের কাজ করবে। ৩) শীতে অতিরিক্ত ঠোঁট ফাটার প্রবণতা রয়েছে অনেকেরই। সে ক্ষেত্রে চালের গুঁড়োর সঙ্গে অল্প জল মিশিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট এই মিশ্রণ ঠোঁটে লাগিয়ে রাখুন। এতে ঠোঁটের মরা চামড়া উঠে আসবে সহজেই। ৪) শুষ্ক ঠোঁটের সমস্যা এড়াতে ভরসা হতে পারে তিলের তেল। তিলে থাকা নানা স্বাস্থ্যকর উপাদান ভিতর থেকে যত্ন নেয় ঠোঁটের। ঠোঁট মসৃণ এবং মোলায়েম রাখতে সত্যিই দারুণ উপকারী এটি।

প্রতি শীতে সন্তান প্রচণ্ড ভোগে?

শীতকালে শিশুদের নিয়ে বেশ চিন্তায় থাকেন অভিভাবকেরা। কারণ, শীতকালেই যত সর্দি-কাশি, হাঁচি, জ্বরের সমস্যা দেখা দেয়। এই ধরনের সংক্রমণজাতীয় সমস্যা সবচেয়ে আগে হানা দেয় শিশুদের মধ্যে। কারণ, শিশুদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। ফলে যে কোনও রোগ সবচেয়ে আগে বাসা বাঁধে শিশুর শরীরে। তাই শিশুকে সুরক্ষিত রাখা অত্যন্ত জরুরি।

শীতে শিশুর প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে স্বাস্থ্যকর খাবার তো খাওয়ানো জরুরি। তবে রোগবালাই থেকে দূরে রাখতে বরং সন্তানকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খাওয়াতে পারেন কিছু পানীয়।

গাজরের রস

শীতকালে গাজরের মতো উপকারী জিনিস খুব কমই আছে। শীতে সন্তানকে ফিট রাখতে বরং ভরসা রাখতে পারেন গাজরের রসে। গাজরে রয়েছে ভিটামিন এ, ক্যারোটিন, ভিটামিন বি৬, পটাশিয়ামের মতো স্বাস্থ্যকর উপাদান। প্রতিটি উপাদানই শিশুর শরীরে পর্যাপ্ত পুষ্টি জোগায়। প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রস ছাড়া অন্য ভাবেও গাজর খাওয়াতে পারেন সন্তানকে।

কমলালেবুর রস

কমলালেবু শুধু স্বাদের নয়, যত্ন নেয় শরীরেরও। কমলালেবুতে রয়েছে ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, পটাশিয়াম, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। এগুলি শিশুর প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। ফলে যে কোনও রোগের সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত থাকে শিশুরা। কমলালেবুর রস ছাড়াও বিটের শরবতও কিন্তু শিশুদের জন্য অত্যন্ত ভাল।

জাফরন দুধ

শীতে অ্যালার্জির সমস্যা বেশ বাড়াবাড়ি আকার ধারণ করে। শিশুদের মধ্যে এই সমস্যা আরও বেশি দেখা যায়। সন্তানকে সংক্রমণমুক্ত রাখতে বরং খাওয়াতে পারেন জাফরন মেশানো দুধ। জাফরন সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়। শিশুরা এমনিতেই দুধ খেতে চায় না। তবে খানিক জাফরন মিশিয়ে দিলে বেশ সুস্বাদু লাগবে। শীতে শিশুকে অবশ্যই এই পানীয় খাওয়ান।

শীত পড়তেই বাতের ব্যথা বেড়েছে?

বয়স বাড়লে কোমরে যন্ত্রণা, হাঁটুর ব্যথায় ভুগতে দেখা যায় অনেককেই। তবে আর্থারাইটিসের কারণে কম বয়সেও ভুগতে হতে পারে। আর্থারাইটিসের দু'টি ভাগ। অস্টিয়ো আর্থারাইটিস ও রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস। অনেকের ধারণা, আর্থারাইটিসের সমস্যা সহজে কমতে চায় না। কিন্তু সঠিক চিকিৎসা, নিয়ম করে শরীরচর্চা ও খাওয়াদাওয়ার মাধ্যমে ব্যথা কমানো সম্ভব।

আর্থারাইটিস বা বাত অস্থিসন্ধির একটি গুরুতর সমস্যা। এই রোগে দেহের বিভিন্ন অস্থিসন্ধিতে তীব্র ব্যথা হয়। পেশি ফুলে যাওয়ার মতো সমস্যাও দেখা যায়। কয়েকটি খাবার আছে, যা খেলে আর্থারাইটিসের ব্যথা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর্থারাইটিসে ভুগলে কোন খাবারগুলি এড়িয়ে চলবেন?

১) প্রক্রিয়াজাত খাবার যেমন চিপস বার্গার, চিজ, পপ কর্নের, নোনতা, ভাজাভুজির মতো খাবার আর্থারাইটিসের রোগীদের জন্য ক্ষতিকর।

২) আর্থারাইটিসের সমস্যায় ভুগলে পাঁঠার মাংস খাওয়ার ব্যাপারেও সচেতন থাকতে হবে। কারণ, রেডমিটে ফ্যাটের পরিমাণ বেশি থাকে। এই ধরনের খাবার ব্যথা বাড়িয়ে দিতে পারে।

৩) অতিরিক্ত চিনি আছে এমন পানীয় আর্থারাইটিসের ব্যথা বাড়িয়ে পড়তে পারে। বাতের ব্যথা থাকলে শরবত, নরম পানীয়, সোডাযুক্ত পানীয় এড়িয়ে চলাই ভাল।

৪) আর্থারাইটিসে কাঁচা নুন খাওয়ার অভ্যাস খুবই ক্ষতিকর। কাঁচা নুনে সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে। যা আর্থারাইটিসের ব্যথা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া, প্রক্রিয়াজাত খাবারও আর্থারাইটিসের রোগীদের না খাওয়াই ভাল। চিনি দেওয়া শরবত, নরম পানীয়, সোডা দেওয়া ফলের রস আর্থারাইটিসের রোগীদের পক্ষে একেবারেই উপকারী নয়।

৫) আর্থারাইটিসের রোগীদের জন্য মদ্যপানও ক্ষতিকর। নিয়মিত অ্যালোহল পান বাতের ব্যথা বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে।

মুঠো মুঠো ওষুধ নয়, একটি বীজেই হবে হাড়ের যত্ন

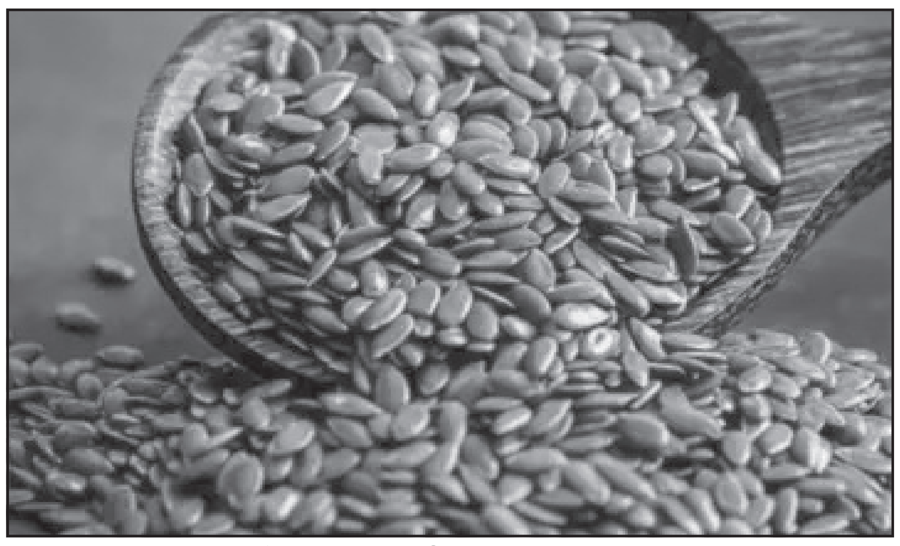

হাড় ক্ষয়ে যাচ্ছে মানেই ক্যালশিয়াম, ভিটামিন ডি খেতে হবে। এমন ধারণা অমূলক নয়। হাড় এবং দাঁতের যত্নে ক্যালশিয়াম প্রয়োজন বলে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই মুঠো মুঠো ওষুধ খেয়ে ফেলা ঠিক নয়। বয়স্কদের শরীরে বেশি ক্যালশিয়াম জমলে আবার হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। তবে পুষ্টিবিদেরা হাড় ভাল রাখতে নিয়মিত তিসি বা ফ্ল্যাক্স সিড খাওয়ার পরামর্শ দেন।

দেহের অতিরিক্ত মেদ ঝরানোর পাশাপাশি হাড়ের যত্নেও এই বীজের ভূমিকা রয়েছে।

তিসির মধ্যে কী এমন রয়েছে যা হাড়ের জন্য প্রয়োজনীয়? ১) ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড তিসি বা ফ্ল্যাক্স সিডে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। সম্প্রতি একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, হাড়ের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ভাল রাখতে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। "জার্নাল অফ ফুড বায়োকেমিস্ট্রি"-তে প্রকাশিত হয়েছে, এ ছাড়া রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ, কপার, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, ফাইবারের মতো উপাদান। হাড়ের ঘনত্ব বাড়িয়ে তুলতে এই সব ক"টি উপাদান প্রয়োজনীয়।

২) লিগনান তিসির মধ্যে লিগনান রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। হাড়ের ঘনত্ব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে এই উপাদান। একটা বয়সের পর মহিলাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। হরমোনের হেরফেরে হাড়ের ঘনত্ব কমতে থাকে। হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতেও সাহায্য করে এই তিসি।

৩) ফাইবার শরীরে উপস্থিত ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম শোষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ফাইবার। তিসির মধ্যে ফাইবার রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। নিয়ম করে তিসির বীজ খেলে হাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপাদানই পর্যাপ্ত পরিমাণে শরীরে পৌঁছয়।

ত্রিপুরা প্রথম মুখ্যমন্ত্রী সচিন্দ্র লাল সিংহের সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে মৃতুবার্ষিকী পালিত হয়।

২০ ডিসেম্বর রাজ্যসভা উপনির্বাচন, তিনটি রাজ্যে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজ্যসভার ৬টি খালি আসনে ভোট হবে আগামী ২০ ডিসেম্বর, ওই দিনই ফল ঘোষণা হবে। সোমবার রাজ্যসভা উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি। এদিন অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা ও ওড়িশা থেকে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। অন্ধ্রপ্রদেশে প্রার্থী করা হয়েছে রায়াগা কৃষ্ণাইয়াকে, হরিয়ানার প্রার্থী রেখা শর্মা এবং ওড়িশার প্রার্থী সুজিত কুমার।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ থেকে জহর সরকার ইস্তফা দেওয়ায় রাজ্যসভার একটি আসন খালি হয়ে পড়ে, এছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ভেঙ্কটারমনা রাও মোপিদেবী ও বি এম রাও যাদব ইস্তফা দিয়েছিলেন, ওডিশা থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন সুজিত কুমার এবং হরিয়ানা থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন কিশান লাল পানওয়ার।

মঙ্গলবার কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দের ৫৫—তম জন্মদিন

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিশ্বনাথন আনন্দ একজন ভারতীয় দাবা গ্র্যান্ড মাস্টার। ১৯৯৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের সেরা ৩ ধ্রুপদী দাবাড়ুর একজন। মঙ্গলবার এই কিংবদন্তি দাবাড়ু ৫৫ বছর বয়সে পা দেবেন। তাঁর দুই দশকের কেরিয়ার জুড়েই রয়েছে রেকর্ডের ছড়াছড়িন

এই বিস্ময়কর দাবাড়ু মাত্র ১৪ বছর বয়সেই জাতীয় সাব জুনিয়ার দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন। ১৬ বছর বয়সে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন। তিনিই প্রথম ভারতীয় দাবাড়ু যিনি বিশ্ব জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন। পাঁচ বছর ২০০০, ২০০৭, ২০০৮, ২০১০ ও ২০১২ সালে বিশ্ব দাবায় চ্যাম্পিয়ন হন। তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য ১৯৯৭, ১৯৯৮, ২০০৩ ও ২০০৪ এই ৪ বছর দাবার অস্কার জিতেছেন আনন্দ যা আজও রেকর্ড ন বিশ্ব দাবা ফেডারেশন ১৯৯৮ সালে বিশ্বনাথন আনন্দকে প্রথম ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার ঘোষণা করে।

এফআইডিই রেটিং লিস্ট অনুযায়ী মাত্র ৬ জন অ্যাথলিটই ২৮০০ পয়েন্টের গণ্ডি পার করেছেন যার মধ্যে আনন্দ অন্যতম। ২০০৩ সালে চতুর্থ অ্যাথলিট হিসেবে তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। দাবায় তাঁর এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য ভারত সরকার তাঁকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান পদ্মবিভূষণ এ সম্মানিত করেন ২০০৮ সালে। তিনি ও শচীন তেন্ডুলকর যুগ্মভাবে প্রথমবার কোনো ক্রীড়াবিদ হিসেবে এই সম্মান পান।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নৃশংসতা বন্ধ করতে হবে : সুকান্ত মজুমদার

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নিপীড়ন নিয়ে ফের সরব হলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। সোমবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, 'বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য সে দেশের পরিস্থিতির উন্নতি হওয়া উচিত। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর যে নৃশংসতা চলছে তা বন্ধ হওয়া উচিত। কিছু মানুষ বাংলাদেশে হিংসাকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে। অর্থনৈতিক টানাপোড়েন থেকে বেরিয়ে আসতে বাংলাদেশের প্রয়োজন ভারতের সমর্থন।'

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি বলেছেন, ইন্ডি জোটকে তিনি নেতৃত্ব দিতেও প্রস্তুত। এ প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোটের নেতৃত্ব দেবেন কি না, তাতে কিছু যায় আসে না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই রাজ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং যদি তাঁরা (ইন্ডি জোটের নেতারা)

'মুসলমানদের নিয়ে বাঙালি-বামপন্থীদের আহ্লাদ' নিয়ে কটাক্ষ তথাগতর

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ফের সামাজিক মাধ্যমে বামপন্থীদের কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

সোমবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "বাংলাদেশে নৃশংস হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন সবাই, মায় 'দুধেল গাই' দের মালকিন মমতাও। শুধু খোলে নি বিমান্দা সেলিম শতরূপ মীনাক্ষী দীপঙ্কর গোত্রের বাঙালি বামপন্থীরা। আর খোলে নি তাদের পোঁ ধরা শ্রীজাত অপর্ণা কৌশিক গোত্রের দুর্বুদ্ধিজীবীরা।

আমি আজ পর্যন্ত বুঝে পাই নি, বাঙালি-বামপন্থীরা মুসলমানদের নিয়ে এত আহ্লাদ করে কেন? মুসলমানরা ক্ষমতায় এলে তো এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, যেমন গেছে বাংলাদেশে!"

এই সঙ্গে তথাগতবাবু পুনরায় পোস্ট করেছেন এক্স হ্যান্ডলে জনৈক অরিজিৎ দাসের একটি মন্তব্য। তাতে লেখা "পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা চিরকালই নিচু মেধার, নিচু সংস্কৃতি আর রুচির লোকজন। আরবরা ওদের মুসলমান বলেই গণ্য করেনা। পিপীলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে, সেটা আবার প্রমাণিত হবে।"

রাজ্যপালের আমন্ত্রণে সাড়া, সন্ধ্যায় রাজভবনে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি . স) : সোমবার রাজভবনে মুখোমুখি হচ্ছেন রাজ্যপাল আনন্দ বোস ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপাতদৃষ্টিতে সৌজন্য বৈঠক হলেও এটি তাৎপর্যপূর্ণ। সূত্রের খবর, রাজ্যপাল আমন্ত্রণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীকে।

যেহেতু রাজ্যপাল নতুন ছয় বিধায়কের শপথ নিয়ে কোনও জটিলতা তৈরি করেননি, বিধানসভায় এসে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন; কিংবা উপাচার্য বিষয়েও সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্যের পর অনেক নরম হতে বাধ্য হয়েছেন, তাই মুখ্যমন্ত্রীও সৌজন্যে খামতি রাখছেন না। তিনিও রাজ্যপালের চা খাওয়ার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে রাজভবনে যাবেন। সূত্রের খবর, উপাচার্য নিয়োগ-সহ একাধিক বিষয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হওয়ার কথা।

যে কোনও কারণেই হোক, রাজ্যপাল এখন রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও সংঘাতমূলক পরিস্থিতিতে না জড়ানোর বার্তা দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীও সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন। তাই সোমবার সব ঠিকঠাক থাকলে রাজ্যপালের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে রাজভবনে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অবশেষে শিমলায় তুষারপাত, কনকনে ঠান্ডায় কাঁবু কাশ্মীর উপত্যকা

শিমলা, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): দীর্ঘ শুষ্ক আবহাওয়ার পর অবশেষে স্বস্তির তুষারপাতের সাক্ষী হল হিমাচল প্রদেশ। সোমবার শিমলা-সহ হিমাচল প্রদেশের নানা প্রান্তে তুষারপাত হয়েছে। সাদা বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে শিমলার পাহাড়, রাস্তা, ঘর-বাড়ি। সোমবার শিমলায় এই মরশুমের প্রথম তুষারপাত হয়েছে। শিমলার হিল রিসোর্ট এলাকা তুষারপাতের পর সেজে উঠেছে।

এদিকে, কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে কাশ্মীর উপত্যকা। তুষারপাতের পর সোমবার বরফ জমে গিয়েছে জোজিলা পাসে। শ্রীনগরে সোমবারও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল হিমাঙ্কের নীচেই। ঠান্ডা এতটাই বেশি যে, এদিন সকালে বহু মানুষকে আগুন পোহাতে দেখা যায়।

বিশ্বের প্রতিটি বিনিয়োগকারী ভারতকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত : প্রধানমন্ত্রী

জয়পুর, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): বিশ্বের প্রতিটি বিনিয়োগকারী ভারতকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে রাজস্থানের জয়পুরে আয়োজিত 'রাইজিং রাজস্থান গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২৪'-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'ভারত যে উন্নয়ন করেছে - সংস্কার, পারফর্ম এবং ট্রান্সফর্মের মন্ত্রের মাধ্যমে, তা প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'এটি একটি প্রযুক্তি এবং ডেটা-চালিত শতাব্দী, ভারত গণতন্ত্র, জনসংখ্যা এবং ডেটার আসল শক্তি দেখাচ্ছে। কীভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণ সমাজের সমস্ত ক্ষেত্র এবং বিভাগকে উপকৃত করতে পারে তা ভারত দেখিয়েছে। ভারতের ইপিআই, ডিবিটি স্কিম এবং এই ধরনের অনেক প্ল্যাটফর্ম ডিজিটাল পরিকাঠামোর শক্তি দেখিয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন ৩-দিন ব্যাপী 'রাইজিং রাজস্থান গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২৪'-এর উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মাও উপস্থিত ছিলেন।

নদীর ধার থেকে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ

প্রয়াগরাজ, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): সোমবার সকালে উত্তর প্রদেশের লীলাপুরে এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ দেখতে পাওয়া যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে তারা। পৌঁছয় ফরেনসিক দলও। সন্দেহ করা হচ্ছে, যুবককে হত্যা করা হয়েছে।

গঙ্গানগরের পুলিশ আধিকারিক কুলদীপ সিং গুণওয়াত জানিয়েছেন, সোমবার লীলাপুর গ্রামের কাছে গঙ্গার তীরে এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে নিহতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তার মুখে ও শরীরে আঘাতের চিহ্ন আছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ময়নাতদন্তর জন্য পাঠানো হচ্ছে। পাশাপাশি তার পরিচয় জানারও চেষ্টা করছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে এটি একটি হত্যাকাণ্ড বলেই মনে করা হচ্ছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জনগণ নয়, আদানির জন্য কাজ করছে এই সরকার : সঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): আদানি ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ফের আক্রমণ শানালেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত। সোমবার সঞ্জয় রাউত বলেছেন, জনগণ নয়, আদানির জন্য কাজ করছে এই সরকার।

সোমবার সকালে দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'বিজেপি ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত আদানি ইস্যু উত্থাপিত হবে। সরকার আদানির জন্য কাজ করছে, জনগণের জন্য নয়। তাঁরা শুধু আদানিকে সুবিধা দিতে চায়। আমরা সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ করছি এবং সংসদেও আদানি ইস্যুটি উত্থাপন করব।'

মহারাষ্ট্র বিধানসভার অধ্যক্ষ হলেন রাহুল নারওয়েকার, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী

মুম্বই, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সোমবার মহারাষ্ট্র বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপির রাহুল নারওয়েকার। তিনি মহারাষ্ট্রের কোলাবা বিধানসভা আসনের বিধায়ক এবং স্পিকার হিসাবে টানা দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নিচ্ছেন। মহারাষ্ট্র বিধানসভার অধ্যক্ষ পদের জন্য রবিবার মনোনয়ন পেশ করেছিলেন রাহুল নারওয়েকার। তিনি যে জিতবেন, তা শুরু থেকেই মনে করা হচ্ছিল। আর বাস্তবেও তাই হল। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সোমবার মহারাষ্ট্র বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপির রাহুল নারওয়েকার।

প্রকৌশলগত বস্ত্র: বয়ন হচ্ছে উদ্ভাবন এবং স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা দিয়ে ভবিষ্যত ভারতের চিত্র

'পরিবর্তনই সংসারের নিয়ম' - পরিবর্তন মহাবিশ্বের আইন। এই শক্তিশালী বার্তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পরিবর্তিত বিশ্বের চাহিদা পূরণ করতে ভারতের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রবয়ন শিল্প রূপান্তরের দিকে এগুচ্ছে। প্রকৌশলগত বস্ত্র ক্ষেত্রে আমাদের যাত্রা কেবল ফ্যাব্রিক নিয়েই নয় - এটি স্বপ্নের বুনন, ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করা এবং ১.৪ বিলিয়ন ভারতীয়ের জন্য একটি স্থায়ী ভবিষৎ তৈরি করার বিষয়। আজ আমি গর্বের সঙ্গে বলছি, কিভাবে ভারতের প্রকৌশলগত বস্ত্রবয়ন ক্ষেত্র আমাদের দেশের জীবনযাত্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসছে। প্যাকটেক, ইন্দুটেক, মোবিলটেক, ক্লথটেক, হোমটেক, মেডিটেক, অ্যাগ্রোটেক, বিল্ডটেক, প্রোটেক, জিওটেক, স্পোরটেক এবং ওকোটেকের মতো ১২ টি বিশেষায়িত বিভাগ প্রতিটি ক্ষেত্র দুর্দান্ত সুযোগ প্রদান করে চলেছে ।

বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম প্রকৌশলগত বস্ত্রের বাজার হিসাবে, ভারত বর্তমানে ২৫ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য করছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ভারতে উল্লেখযোগ্য রফতানির প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে, ২০১৪ সালে প্রায় শূন্য থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ১০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে প্যাকটেক, ইন্দুটেক এবং মোবিলটেক ৭০ শতাংশ রফতানি হচ্ছে, যা ভারতের উৎপাদন শক্তিকেই তুলে ধরেছে, যখন বিল্ডটেক সেক্টরে ২২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে বিশেষায়িত ক্ষেত্রে দক্ষতাকে তুলে ধরেছে। ভবিষ্যতে ভারত গবেষণা ও উন্নয়ন, উদ্যোক্তা এবং সুস্থায়ী অনুশীলনের মাধ্যমে দেশীয় চাহিদা উদ্দীপিত করার সময় বিল্ডটেক, মেডিটেক, অ্যাগ্রোটেক এবং অন্যান্য উদীয়মান খাত সহ অন্যান্য প্রযুক্তিগত টেক্সটাইল বিভাগগুলিতে রফতানি বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে। প্রচুর মানবসম্পদ এবং প্রসারিত কাঁচামাল সরবরাহের মাধ্যমে, প্রযুক্তিগত বস্ত্র ভারতের ভবিষ্যতের জন্য একটি সুস্থায়ী এবং কার্যকর বিকল্প হতে চলেছে।

আমাদের দেশের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যপূরণের কাজে সহযোগিতা করতে সমর্থন করার জন্য, আমরা নাইলন, কার্বন ফাইবার, উচ্চ-বিশেষায়িত ফাইবার এবং অতি-উচ্চ-আণবিক-ওজন পলিথিলিন (ইউএইচএমডাব্লুপিই) এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের উপর আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করার প্রতি মনোনিবেশ করেছি। ভারত যেমন তার প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করতে সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য কাজ করছে, তেমনই আমরা প্রযুক্তিগত বস্ত্রবয়নের ক্ষেত্রেও এটি করতে আগ্রহী। আর তা অর্জন করার জন্য, মোদী সরকার ১,৪৮০ কোটি টাকায় জাতীয় কারিগরি বস্ত্র মিশন (এনটিটিএম) চালু করেছে। এই উদ্যোগটি ইতিমধ্যে ৫০৯ কোটি টাকার ১৬৮ টি প্রকল্পকে অনুমোদন করেছে ও ৫.৭৯ কোটি টাকা প্রদানের মাধ্যমে ১২ টি স্টার্টআপকে অর্থায়ন করেছে। আমরা কেবল বৈশ্বিক অগ্রগতিতেই অবদান রাখছি না; আমরা এটাকে রূপ দিচ্ছি। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে নেতৃত্বদানকারী একটি আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংখ্যার উর্ধ্বে প্রসারিত।

আড়াই বছরের মধ্যে টি ১০০ কার্বন ফাইবারের দেশীয় উৎপাদনের সাথে আমাদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অপেক্ষা করছে, যা সমালোচনামূলক প্রতিরক্ষা এবং মহাকাশ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে আমাদের আমদানি নির্ভরতা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করবে। আমরা আমদানি করা অ-বোনা উপকরণ, কার্বন ফাইবার, উচ্চ-বিশেষায়িত ফাইবার, নাইলন এবং ইউএইচএমডাব্লুপিই-র উপর আমাদের নির্ভরতা হ্রাস করার জন্য কাজ করছি। আমি আত্মবিশ্বাসী যে ভারত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মধ্যে দেশীয় কার্বন ফাইবার উৎপাদন শুরু করবে, যা স্বনির্ভরতার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত হবে।

আমাদের কৃষিক্ষেত্র প্রযুক্তিগত বস্ত্রবয়নের রূপান্তরকারী শক্তিকে তুলে ধরেছে। উদ্ভাবনী গত ছয় বছরে অ্যাগ্রোটেক্সটাইলগুলিতে ৫ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধির ফলে রফতানির পরিমাণ ৫৬৭ মিলিয়ন ডলারের বেশি হয়েছে। কল্পনা করুন যে গ্রামীণ ভারতের একজন কৃষক উন্নত শেড নেট এবং মালচ ম্যাট ব্যবহার করছেন, যেখানে ফসলের ফলন ৩০-৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৪০ শতাংশ কম জল ব্যবহার করছে। এনটিটিএম-এর অধীনে ১১টি যুগান্তকারী প্রকল্পের মাধ্যমে নর্দার্ন ইন্ডিয়া টেক্সটাইল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের (নিট্রা) সুন হেম্প ক্রপ কভার এবং সাউথ ইন্ডিয়া টেক্সটাইল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের (এসআইটিআরএ) ভেষজ প্রলিপ্ত বীজ ব্যাগ সহ আমরা কৃষকদের আয় অভূতপূর্ব ৬৭-৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে দেখছি। এটি ভারতের সত্যিকারের একটি সুস্থায়ী উন্নয়নের রূপ।

আমাদের প্রযুক্তিগত বস্ত্র যাত্রায় জাতীয় সুরক্ষা হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের নিরাপত্তা কর্মীরা এখন দেশীয় সাহসের ঢাল থেকে উপকৃত হয়েছেন --- এনআইটিআরএর গবেষণার মাধ্যমে উন্নত প্রতিরক্ষামূলক ফ্যাব্রিক তৈরি করা হয়েছে যা ৪৪৯ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। এটি কেবল প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বিষয়ে নয়; যারা আমাদের রক্ষা করে তাদের রক্ষা করার বিষয়। ভারতের মোটরগাড়ি খাত সমৃদ্ধ হচ্ছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যানবাহন বিক্রয় ৪০ লক্ষ ইউনিট ছাড়িয়ে গেছে, এয়ারব্যাগের চাহিদা বাড়িয়ে তুলেছে এবং অটোলিভ, জেডএফ এবং জয়সনের মতো বিশ্বব্যাপী নেতাদের স্থানীয়ভাবে কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য প্ররোচিত করেছে। অটোকপ এবং মারুতি সুজুকি দ্বারা সমর্থিত ৯.২ শতাংশ বৃদ্ধির হারের সাথে সিট বেল্ট ওয়েবিংয়ের জন্য দ্রুততম ক্রমবর্ধমান বাজার হিসাবে, ভারত সুরক্ষা এবং উদ্ভাবনে অগ্রসর হচ্ছে। প্যাকেজিংয়ে, নমনীয় ইন্টারমিডিয়েট বাল্ক কনটেইনারস (এফআইবিসি) গ্লাস, ধাতু এবং পিচবোর্ডের পাত্রে ঐতিহ্যবাহী উপকরণগুলি প্রতিস্থাপন করছে, স্থায়িত্ব, বহুমুখিতা এবং পুনঃ ব্যবহারযোগ্যতা সরবরাহ করছে। হালকা এবং আরও পরিবেশ বান্ধব এফআইবিসি ব্যাগগুলির পরিবহন ব্যয় আরও কম এবং টেকসই।

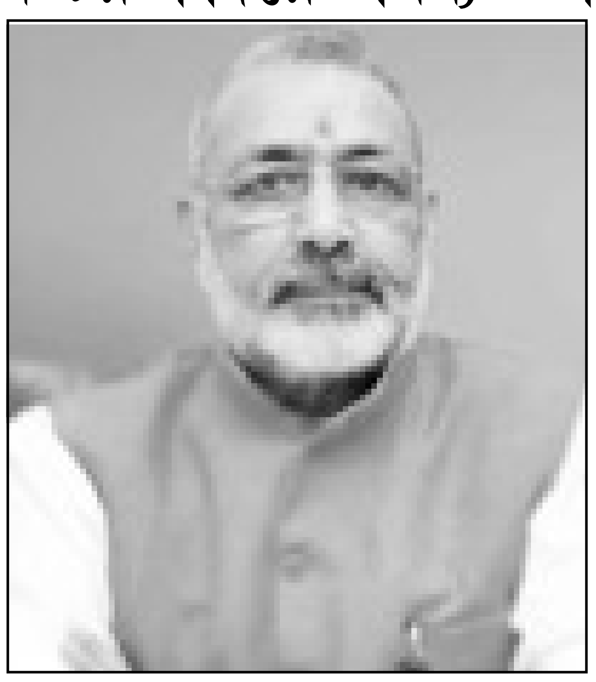

গিরিরাজ সিং, কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী

তদুপরি, বস্ত্র উৎপাদনকে আরও স্মার্ট এবং আরও স্বচ্ছ করার জন্য এআই এবং ব্লকচেইন অপরিহার্য। এআই প্রক্রিয়াগুলি স্বয়ংক্রিয় করে, ত্রুটিকে হ্রাস করে এবং রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ সক্ষম করে দক্ষতার উন্নত করে, যা পণ্যের গুণমান বাড়ায়। ব্লকচেইন সরবরাহ শৃঙ্খলে প্রতিটি পদক্ষেপ নিরাপদে রেকর্ড করে জবাবদিহিতা যুক্ত করে, গ্রাহক এবং নির্মাতাদের উপকরণের উৎস, সত্যতা এবং গুণমান যাচাই করতে, শিল্পে বিশ্বাস এবং স্বচ্ছতা নিয়ে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, যুক্তরাজ্য, জার্মানি এবং ইসরায়েলের মতো বিশ্ব নেতাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা কাটিং-এজ আর অ্যান্ড ডি এবং হাই-টেক সমাধানের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত টেক্সটাইলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিকে মনোনিবেশ করেছি। ছদ্মবেশের জন্য প্রোটেক খাতে ইসরায়েলের উদ্ভাবন, যেমন কিট ৩০০, এবং উন্নত নেট এবং থার্মো-প্রতিফলিত স্ক্রিনের মতো টেকসই সমাধানগুলির সাথে কৃষিপ্রযুক্তিতে ইতালির নেতৃত্ব, মূল মডেল হিসাবে কাজ করছে। একটি জাতীয় জ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন এবং স্থানীয় সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করে আমরা সর্বোত্তম পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করছি। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত টেক্সটাইল বাজার ২৫০ বিলিয়ন ডলার থেকে ৩০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হওয়ার সাথে সাথে আমরা এই দ্রুত বর্ধনশীল খাতে উদ্ভাবন এবং প্রবৃদ্ধিকে ১৫ শতাংশ বাজারের অংশীদারিত্ব অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছি।

আমরা যখন ভিশন ২০৪৭-এর দিকে এগিয়ে চলেছি, তখন প্রকৌশলগত বস্ত্রবয়ন ভারতের সমৃদ্ধ বস্ত্রবয়ন ঐতিহ্য এবং তার প্রযুক্তিগত ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে উঠে আসছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বের অধীনে, আমরা কেবল পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছি না বরং উদ্ভাবনী ফাইবার এবং স্থায়ী সমাধানগুলির বিকাশ করছি যা ভারতের প্রযুক্তিগত বস্ত্রকে গুণমান, উদ্ভাবন এবং স্থায়িত্বের বিশ্বব্যাপী প্রতীকে পরিণত করবে। টেক্সটাইল খাত ৩৫০ বিলিয়ন ডলারের বাজারের আকারে পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুত, ২০৩০ সালের মধ্যে রফতানি ১০০ বিলিয়ন ডলারে ভূমিকা রাখবে। এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে, আমি আত্মবিশ্বাসী যে ভারতের প্রযুক্তিগত বস্ত্র খাত কেবল আন্তর্জাতিক মানদণ্ডই পূরণ করবে না, নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে, কর্মসংস্থান, শিল্পোদ্যোগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিশাল সুযোগ তৈরি করবে এবং আগামীদিনের জন্য আরও শক্তিশালী, আরও স্থিতিস্থাপক ভারত বুনবে।

পশ্চিমবঙ্গ খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে, মুর্শিদাবাদ-কাণ্ডে অমিত মালব্যর তোপ

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): "পশ্চিমবঙ্গ ভয়াবহ সংকটের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে।" মুর্শিদাবাদে বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে সোমবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করেছেন বিজেপি-রপশ্চিমবঙ্গের সহ-পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য।

তিনি লিখেছেন, "গত রাতে মুর্শিদাবাদে সাকিরুল, মোস্তাকিন এবং মামুন মোল্লা- এই তিন ব্যক্তি বোমা তৈরির সময় প্রাণ হারান।

উদ্বেগজনকভাবে, এই ধরনের ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন নয়। খেজুরি থেকে বর্ধমান পর্যন্ত, রাজ্য জুড়ে বোমা তৈরির অভিযান বিস্তৃত হয়েছে। এতে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। এই সব কাজে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যোগসূত্র মিলছে বেশি। তাদের সঙ্গে নির্বাচনের সময় ক্ষমতাসীন টিএমসি-র সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল। এই বিপজ্জনক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগে জরুরি হস্তক্ষেপের দাবি রাখে। পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একটি রাজ্যের তত্ত্বাবধান করেন যেখানে এই অবৈধ এবং হিংসাত্মক শিল্প বিকাশিত হচ্ছে।

সোমবার সোনিয়া গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাজ্যে কংগ্রেসের উদ্যোগে শিশুদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

নিজেদের জীবন যেমন নষ্ট হয়েছে তেমনি পরিবারের জীবনও নষ্ট হয়েছে। সেই সঙ্গে গোটা অঞ্চলের ক্ষতি হয়েছে। সেই জায়গায় ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর ধীরে ধীরে উত্তর পূর্বাঞ্চলের পরিবর্তন হয়েছে। শান্তি শৃঙ্খলা সম্প্রীতি ছাড়া কোনকিছু সম্ভব নয়। আর সেটা প্রধানমন্ত্রী বুঝেছেন। এজন্য অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি চালু করেছেন তিনি। প্রায় ১১/১২টির মতো চুক্তি হয়েছে এই অঞ্চলে। ২০২৪ এর ৪ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে এটিটিএফ ও এনএলএফটির সঙ্গে অনুষ্ঠিত চুক্তির সময়ে আমি সহ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহও ছিলেন। আর প্রধানমন্ত্রীর মার্গ দর্শনে সেখানে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরমধ্য দিয়ে ত্রিপুরা এখন সন্ত্রাসবাদ মুক্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমাদের হিরা মডেল দিয়েছেন। এবার কেন্দ্রীয় সরকার চুরাইবাড়ি থেকে চন্দ্রপুর পর্যন্ত চার লেনের জাতীয় সড়কের জন্য মঞ্জুরি দিয়েছে। সারা দেশের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী ইন্টারনেট ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রী আমাদের দিয়েছেন। এখন ত্রিপুরা থেকে অত্যাধুনিক মানের এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবা পাওয়া যায়। এয়ারওয়েজের ক্ষেত্রেও প্রভূত উন্নতি হয়েছে রাজ্যে। এসবই সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর হিরা মডেলের জন্য। আমরা জানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে সিঙ্গারবিল এয়ারপোর্ট তৈরি করেছিলেন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর। এতদিন তাঁকে সম্মান দেওয়ার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আগের সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়নি। আমাদের সরকার আসার পর আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার হিসেবে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামে এয়ারপোর্টের নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়া ১৯ আগস্ট মহারাজার জন্মদিনকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, এডিসির নাম তিপ্রা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার জন্য রাজ্য মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে দিল্লিতে পাঠানো হয়েছে। এর পাশাপাশি ১৯টি জনজাতি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এডিসিতে যাতে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন এজন্য এডিসির আসন সংখ্যা ২৮টি থেকে বেরিয়ে ৫০টি করতে রাজ্য মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্তক্রমে দিল্লিতে পাঠানো হয়েছে। জনজাতি অধ্যুষিত ১২টি ব্লককে এসপিরেশন্যাল ব্লক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এরমানে এসব এলাকার উন্নয়নে বাজেটের ৮/১০ শতাংশ অধিক বরাদ্দ ব্যয় করা হয়। ব্রু রিয়াং শরনার্থীদের দীর্ঘ ২৩ বছরের সমস্যা সমাধান করার জন্য শুধু কুম্ভীরাশ্রু আমরা দেখেছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন তারাও তো আমাদেরই লোক। তাই তাদের জন্য কিছু করতে হবে। এরপর ২০২০ সালের ১৬ জানুয়ারি ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার, মিজোরাম সরকার ও ব্রু শরনার্থীদের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিভিন্ন জায়গায় তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং তাদের জন্য ৫০০ কোটি টাকার অধিক রাখা হয়েছে। এর নাম হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এর নাম হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৯ সাল থেকে পরপর ৭ জনকে পদ্মভূষণ সম্মান দেওয়া হয়েছে। তাঁরা সকলেই জনজাতি সম্প্রদায়ের। কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি সম্মান দিতে জানে। ত্রিপুরার মতো ছোট রাজ্য থেকে নিয়ে তেলেঙ্গানা রাজ্যের মতো বড় রাজ্যে রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে রাজ পরিবারের যিষ্ণু দেববর্মাকে। আর সেটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের কারণে। রাজ্যের জনজাতিদের ককবরক ভাষাকে মর্যাদা দেওয়ার লক্ষ্যে বড়মুড়া পাহাড়ের নাম হাথাইকথর রেখেছি আমরা। এরআগে ৩৫ বছরে কেউ রাখে নি। আমরা কংগ্রেসকে দেখেছি, সিপিএমকে দেখেছি। জনজাতিদের যত দাবিয়ে রাখা যায়, অসম্মান করা যায় সেটা করেছে তারা। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার জনজাতিদের সার্বিক কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করছে। এদিন সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, প্রাক্তন সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, এডিসি সদস্য বিদ্যুৎ দেববর্মা, এডিসি সদস্য সঞ্জীব রিয়াং সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজস্থান উদীয়মানের পাশাপাশি নির্ভরযোগ্যও : প্রধানমন্ত্রী

জয়পুর, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার রাজস্থানের জয়পুরে ''রাইজিং রাজস্থান গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট সামিট''-এর উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, রাজস্থান উদীয়মানের পাশাপাশি নির্ভরযোগ্যও। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, রাজস্থানও গ্রহণক্ষম এবং সময়ের সঙ্গে নিজেকে পরিমার্জিত করতে জানে। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার নাম রাজস্থান। নতুন সুযোগ তৈরির নাম রাজস্থান।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'স্বাধীনতার পর পূর্ববর্তী সরকারগুলির অগ্রাধিকার ছিল না দেশের উন্নয়ন ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাজস্থান এই উপেক্ষার ক্ষতি বহন করেছে। যাইহোক, এখন আমাদের সরকার ''বিকাশ ভি, বিরসাত ভি'' মন্ত্র নিয়ে কাজ করছে এবং রাজস্থান এই পদ্ধতির সুফল পাচ্ছে। আর তাই এখন রাজস্থান উদীয়মানের পাশাপাশি নির্ভরযোগ্যও।'

কাজের স্বীকৃতি, ১১ ডিসেম্বর জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার প্রদান করবেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ১১ ডিসেম্বর (বুধবার) নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার প্রদান করবেন। এই বছর ১ লক্ষ ৯৪ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য থেকে বিভিন্ন বিভাগে পঞ্চায়েতগুলি ভালো কাজ করার জন্য মোট ৪৫টি পদ পুরস্কৃত করা হবে। তৃণমূলস্তর থেকে দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নমূলক কাজের পরিচালনাকে স্বীকৃতি দিতেই এই পুরস্কার।

যা আগামী দিনে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। এই বছর ত্রিপুরা এবং ওড়িশা সর্বোচ্চ ৭-টি করে পুরস্কার পাচ্ছে। ত্রিপুরায় বিভিন্ন জেলা, ব্লক এবং পঞ্চায়েত মিলিয়ে মোট ১০ কোটি টাকা মূল্যের পুরস্কার পাবে। গোমতি জেলা দেশের সেরা জেলা পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে নানাজী দেশমুখ সর্বোত্তম পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরস্কার পাবে।

গুজরাটে দুটি গাড়ির সংঘর্ষে পাঁচ পড়ুয়া-সহ মৃত ৭

আহমেদাবাদ, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): সোমবার সকালে দুটি গাড়ির মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ। গুজরাটের জুনাগড়-বেরাবল হাইওয়েতে ভান্দুরির কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তার জেরে মৃত্যু হল ৭ জনের। জানা গেছে, নিহতদের মধ্যে পাঁচজন পড়ুয়াও আছে। তারা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল বলে জানা যাচ্ছে। সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে, একটি গাড়ির সিলিন্ডার ফেটে যায়। সেই সিলিন্ডার ফেটে পাশের একটি ঝুপড়িতে আগুনও ধরে যায়।

পুলিশ আধিকারিক দীনেশ কোদিয়াটর বলেন, ভান্দুরি গ্রামের কাছে দুটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গাড়ির সিলিন্ডার থেকে পাশের ঝুপড়িতে আগুন লেগে যাওয়ায় ঘটনাস্থলে দমকল বাহিনী পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

বাংলাদেশ সরকারের উচিত হিন্দুদের সুরক্ষা দেওয়া : শান্তনু ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশ সরকারের উচিত হিন্দুদের সুরক্ষা দেওয়া। সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে এই অনুরোধ জানালেন বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। সোমবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেছেন, 'বাংলাদেশে কী হবে তা আমরা বলতে পারব না, তবে আমাদের বিদেশ সচিব যিনি বাংলাদেশ সফর করছেন, তিনি দুই দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার সমাধান খুঁজে বের করবেন। আমি মনে করি, খুব শীঘ্রই একটি সমাধান হবে। বাংলাদেশ সরকারের উচিত হিন্দুদের সুরক্ষা দেওয়া।' উল্লেখ্য, সোমবারই বাংলাদেশ সফরে গিয়েছে ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি। তিনি নিজ সমকক্ষের সঙ্গে বৈঠকেও বসেছেন। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদেশ সচিবের এই বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারত বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করা উচিত : কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের বিরুদ্ধে ফের সরব হলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি বলেছেন, ভারত বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করা উচিত। সোমবার কিরেন রিজিজু বলেছেন, 'জর্জ সোরোস ইস্যু নিয়ে, পাবলিক ডোমেইনে যেসব রিপোর্ট এসেছে- অভিযোগগুলি গুরুতর। সাংসদ হোক অথবা সাধারণ মানুষ, সবাইকে দেশের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারত-বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানাই।'

কিরেন রিজিজু আরও বলেছেন, 'কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোটে যা চলছে, আমরা তাতে হস্তক্ষেপ করতে চাই না এবং আমাদের কোনও ইচ্ছাও নেই। তবে, আমি শুনেছি, ইন্ডি জোটের মধ্যে থাকা দলগুলি রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।'

বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে মৃত্যু কনস্টেবলের

ধানবাদ, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): নিজের বন্দুক থেকে আচমকা গুলি বেরিয়ে মৃত্যু হলো এক কনস্টেবলের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ধানবাদের টুন্ডিতে। জানা গেছে, টুন্ডি হেডকোয়ার্টারের সিআরপিএফ ক্যাম্পে রিজার্ভ পুলিশের এক কনস্টেবল সোমবার তাঁর রাইফেল পরিষ্কার করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আচমকাই রাইফেল থেকে গুলি বেরিয়ে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। জানা গেছে, নিহত কনস্টেবলের নাম নন্দকিশোর সিং। তিনি পালামৌ জেলার লেসলিগঞ্জের বাসিন্দা। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ সুপার অজিত কুমার হাসপাতালে যান। তিনি সেখানে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

আলিপুরদুয়ারের মথুরা চা বাগানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

সোনাপুর, ৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের মথুরা চা বাগান এলাকায় ফের খাঁচাবন্দি হল চিতাবাঘ। সোমবার সকালে একটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হল। প্রায় দু'সপ্তাহ আগে ওই এলাকায় একটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছিল। ওই চা বাগানে চিতাবাঘ ছিল বলে দাবি করেছিলেন স্থানীয়রা। একটি চিতাবাঘ ধরা পড়ার পরও কয়েকদিন আগেই ফের সেখানে আবার খাঁচা পেতেছিল বন দফতর। এদিন চিতাবাঘ ধরা পড়ার খবর পেয়ে চিলাপাতা রেঞ্জের কর্মীরা এলাকায় যান। তাঁরা চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করেন। চিতাবাঘটিকে চিলাপাতার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে বন দফতরের তরফে। এদিন চিতাবাঘ দেখতে বহু মানুষের ভিড় হয় এলাকায়।

মুম্বইয়ের যোগেশ্বরী সেতুতে গাড়িতে আগুন বন্ধ যানবাহন চলাচল

মুম্বই, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): মুম্বইয়ের যোগেশ্বরী সেতুতে আগুনে পুড়ল একটি গাড়ি। সোমবার দুপুরে ব্যস্ততম যোগেশ্বরী সেতুতে একটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়, মুহূর্তের মধ্যেই সেই আগুন বিধ্বংসী রূপ নেয়। সেতুর ওপরে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন, কালো ধোঁয়ায় চারিদিক ঢেকে যায়। গাড়ির ভিতরে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আগুন লাগা মাত্রই বেরিয়ে আসেন।

পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার দুপুরে ব্যস্ততম যোগেশ্বরী সেতুতে একটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই সেই আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়। চারিদিক কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। তবে, সেতুতে যানবাহন চলাচল অনেকক্ষণ বন্ধ থাকে।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে নাম না করে শুভেন্দুকে কটাক্ষ মমতার

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): "আমরা যেন অতিরিক্ত কথা না বলি। যারা বলছেন এটা নিয়ে রাজনীতি করবেন, জেনে রাখুন এতে আপনার রাজ্যের ক্ষতি হবে।"

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে প্রবল আত্রমণাত্মক শুভেন্দু অধিকারী সহ রাজ্য বিজেপি নেতারা।যুদ্ধবিমান পাঠানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের সীমান্ত বন্ধ করার দাবিও তোলা হয়েছে। সেখান থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াকিবহাল মহল জানাচ্ছেন, বিরোধী দলের বিধায়কদের উদ্দেশ্য করেও বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুভেন্দু অধিকারী রবিবার বাংলাদেশ ইস্যুতে বলেন, 'ঢাকায় দাঁড়িয়ে বলা হয়েছে, চার ঘণ্টার মধ্যে নাকি কলকাতা দখল করবে । ওই লোকগুলো কোনও স্কুল-কলেজে পড়েছে বলে আমার জানা নেই । বিজ্ঞানের ন্যূনতম ধ্যান ধারণা ওদের নেই ।... আমাদের হাসিমারা বিমানঘাঁটিতে ভারতীয় নৌসেনার যে রাফাল বিমানগুলো রাখা আছে, তার একটা যদি বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার আওয়াজে ওদের প্যান্টে বাথরুম হয়ে যাবে ।'

মুখ্যমন্ত্রী সোমবার বিধানসভায় বলেন, 'বিদেশ সচিবের বৈঠক আছে। তাঁদের সিদ্ধান্ত নিতে দিন। বিদেশ মন্ত্রক যে রূপরেখা দেয়, সেটা আমরা মেনে চলি। আমরা এমন একটা পরিবেশ তৈরি করি, যাতে বাংলা দেখিয়ে দেবে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধ, মমত্ববোধ সব থেকে সেরা।' কেন্দ্রের বার্তা অনুসারেই যে রাজ্য চলবে। সেই বার্তা বিধানসভায় আবার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু পলিসি আছে। এটা তাদের এক্তিয়ার পড়ে। অনেকে ঢুকতে চাইছে। কিন্তু তাদের ঢুকতে দেবে কীনা কেন্দ্রের ব্যাপার। কিন্তু যাদের একটু টাকা পয়সা আছে, তারা প্লেনে আসছে। কিন্তু গরিবদের কাছে যাদের কিছু নেই, তাঁরা আসতে পারছে না। বিএসএফকে বলছে।' বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কিছু বলার নেই। ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা হবে। এদিন সেই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

জন্মদিনে সোনিয়া গান্ধীকে শুভেচ্ছা হেমন্ত সোরেনের

রাঁচি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : জন্মদিনে কংগ্রেস নেত্রী তথা সাংসদ সোনিয়া গান্ধীকে শুভেচ্ছা জানালেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। সোমবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় তিনি লিখেছেন, 'জন্মদিনে সোনিয়া গান্ধীজিকে শুভেচ্ছা। আমি প্রার্থনা করি মারাং বুরু সর্বদা আপনাকে সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু প্রদান করুক।'

উল্লেখ্য, সোনিয়া গান্ধীকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। তিনিও কংগ্রেস নেত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেন। এছাড়া কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এদিন সকালে সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর তত্ত্বাবধানে, নির্ধারিত দিনেই কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নির্বাচন, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): আংশিক কেন্দ্রীয় বাহিনীর তত্ত্বাবধানে, পূর্ব নির্ধারিত তারিখেই হবে কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নির্বাচন। সোমবার এই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্তর ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশ, বুথগুলির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য বুথে থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরাও।

উল্লেখ্য, প্রায় তিন বছর কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে পরিচালন কমিটি নেই। স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করেই আপাতত ব্যাঙ্ক চলছে। এই অবস্থায় ব্যাঙ্কে পরিচালন কমিটি গঠনের জন্য ভোটের দাবিতে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা হয়। সেই মামলায় উচ্চ আদালত ভোট করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়।

আগামী ১৫ ডিসেম্বর কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে ভোটাভুটি। সমবায় দফতরকে এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়। ভোটার তালিকা প্রকাশ থেকে ভোটের বিজ্ঞপ্তি-সবটাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে করার নির্দেশ ছিল। সেইমতো সমবায় দফতর রিটার্নিং অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করে যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে.

ব্যাঙ্কের ১০৮টি আসনের প্রতিনিধি নির্বাচন হওয়ার কথা ১৪টি নির্বাচনী কেন্দ্রে। ওই দিনই ভোট গণনা হওয়ার কথা। কাঁথির তিনটি স্কুলে পাঁচটি বুথ করার কথা ভাবা হয়। কিন্তু পরীক্ষা চলার কারণে নির্বাচন এবং গণনার জন্য বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ সেখানে ভোটকেন্দ্র খুলতে দিচ্ছিলেন না।

ওইদিন সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষা রয়েছে। ওই তিনটি স্কুল পরীক্ষাকেন্দ্র হওয়ায় নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। তার পরিবর্তে ওই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলি থেকে যথাক্রমে ৫০ মিটার, ১০০ মিটার, ৮০০ মিটার, ৩ কিলোমিটার ও ৭ কিলোমিটার দূরে পাঁচটি বুথ করার কথা হয়। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে এগরার প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্কর বেরা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছিল, এ বারেও কি আইনি জটে আটকে যাবে কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নির্বাচন? কিন্তু এ দিন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেই জট কাটল।সবপক্ষের সওয়াল জবাব শুনে আদালতের নির্দেশ, ভোটের দিন রাজ্য সরকার এবং সমবায় নির্বাচন দফতরকে নতুন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য পরিবহণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য ওই পাঁচটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। তৃতীয়ত, প্রত্যেকটি বুথে সিসি ক্যামেরার বন্দোবস্তও করতে হবে।লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনের নিরাপত্তায় বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হয়েই থাকে। তবে সমবায় নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রত্যাশীদের

● প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গত, টিআরবিটি'র চেয়ারম্যান ড. প্রত্যুষ রঞ্জন দেবের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং ডেপুটেশন প্রদানের উদ্দেশ্যে আজ শিক্ষা ভবনের সম্মুখে জড়ো হয় রাজ্যের বেশ কিছু বেকার যুবক যুবতীরা।

রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের অনেকেই বি. এড বা ডিএলএড উত্তীর্ণ। ক্রমে রাজ্যে বি. এড উত্তীর্ণদের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু টেট, এসটিজিটি, এসটিপিজিটি এর মত কোনো নিয়োগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ফলে বেকারদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাই বিক্ষোভকারীদের দাবি, চলতি মাসের মধ্যেই টেট নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হোক।

গৌতম পাল প্রয়াত

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে ছিলেন। তিনি মানবদরদি ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। আজ সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। তিনি স্ত্রী, কন্যা সহ আত্মীয় স্বজন ও বহু গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন।

তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা:) মানিক সাহা। তিনি বলেন, রাজ্যের বিশিষ্ট উদ্যোগপতি তথা সিস্টার গুঁড়ো মশলার কর্ণধার গৌতম পাল মহোদয়ের আকস্মিক প্রয়াণে আমি গভীর ভাবে শোকাহত।

ঈশ্বরের নিকট আমি তাঁর বিদেহী আত্মার সদ্গতি কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। তাছাড়া, তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। তিনি বলেন, ত্রিপুরার সুপরিচিত বিশিষ্ট শিল্পপতি তথা সিস্টার গুঁড়ো মশলার কর্ণধার গৌতম পাল-এর প্রয়াণে আমি শোকাহত। বড় অসময়ে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। রাজ্যের একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি হিসেবে উনার অবদান চিরকাল রাজ্যবাসী মনে রাখবে। আমি ঈশ্বরের নিকট তাঁর বিদেহী আত্মার সৎগতি কমনা করি পাশাপাশি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানাই। পাশাপাশি, তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এবং আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার।

এদিকে, ত্রিপুরার অন্যতম উদ্যোগপতি গৌতম পালের আকস্মিক প্রয়াত হবার সংবাদ জেনে মর্মাহত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার। তিনি বলেন, তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং পরিবার পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

ত্রিপুরায় রান্নার গুঁড়োমশলা তৈরীর শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাবার হাত ধরে গৌতম পাল নিজেকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিলেন এবং সাফল্যের সাথে এই শিল্পে অন্যতম অগ্রনী হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। এই শিল্পকে ভিত্তি করে ত্রিপুরার বহু বেকার ছেলে মেয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কাজের সংস্থান করে গেছেন। মানব দরদী মনোভাব নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অকৃপন ভাবে। ভদ্র, বিনয়ী এবং অমায়িক ছিলেন।

বিক্রম মিশ্রি

● প্রথম পাতার পর

জনগণকেন্দ্রিক, যা সবার জন্য কল্যাণকর। এসময় তিনি দুই দেশের মধ্যে পর্যটন, বাণিজ্য, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, জল, শক্তি এবং ব্যবসাক্ষেত্র যেসব প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলো দূর করতে কাজ চলছে বলেও জানান তিনি।

এদিন সকাল ৮টা নাগাদ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দিতে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে ঢাকায় আসেন ভারতের বিদেশ সচিব। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এটিই হচ্ছে দুই দেশের মধ্যে প্রথম উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক।

সঞ্জয় মালহোত্রা

● প্রথম পাতার পর

৩৩ বছরেরও বেশি সময়ের কর্মজীবনে মালহোত্রা বিদ্যুৎ, অর্থ ও কর, তথ্য প্রযুক্তি, খনি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করেছেন। রাজস্ব সচিব নিযুক্ত হওয়ার আগে তিনি আর্থিক সেবা বিভাগের সচিব ছিলেন। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের জন্য নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। সঞ্জয় মালহোত্রা বিদায়ী গভর্নর শক্তিকান্ত দাসের স্থলাভিষিক্ত হলেন।

সিটুর

● প্রথম পাতার পর

কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান, যাট বছরের ঊর্ধে সকল শ্রমিকদের ১০ হাজার টাকা পেনশন সহ ১১ দফা দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

দেবী সিং'র

● প্রথম পাতার পর

নিকট অনুরোধ এবং অভিযোগ তুলে ধরেছেন। পরবর্তী সময়ে ষষ্ঠ তফসিল জেলা এবং আঞ্চলিক পরিষদের দাবি ও সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

তাঁর কথায়, ১২৫ তম সংশোধনী বিল ষষ্ঠ তফসিল এলাকার প্রশাসনিক এবং আর্থিক স্বায়ত্তশাসন বৃদ্ধি করার জন্য প্রচুর সম্ভাবনা রাখে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ এবং স্থানীয় স্বশাসন সহ আমাদের অঞ্চলের মুখোমুখি অনন্য চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলার জন্য এই সংশোধনগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই অতিসত্বর ওই সংশোধনী বিল বাস্তবায়ন করা জরুরি বলে দাবি করেন তিনি।

পর্যটনমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আরও বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হচ্ছে। রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে পর্যটনকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক কিশোর বর্মণ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পর্যটন দপ্তরের সচিব ইউ কে চাকমা। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সভাপতি পবিত্র কুমার দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগি প্রমুখ।

রাজ্যপাল

● আটের পাতার পর

প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। পরে সংবাদমাধ্যমকে রাজ্যপাল জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতীয় খাদ্য নিগমের বিভিন্ন নীতি নির্দেশিকা পরিবর্তন করে সময়োপযোগী করেছেন। বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্য সরকার এখন স্থানীয়ভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারছে। তাতে পরিবহণ ব্যয় অনেকটাই কমেছে। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

প্রাক্তন বৈরী

● প্রথম পাতার পর

তল্লাশি চালিয়ে একটি ধারালো দা এবং একটি দেশি বন্দুক উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানান পুলিশ আধিকারিক।

উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ বিজেপির

হুগলি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): হুগলির উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার তালিকায় অনিয়মের গুরুতর অভিযোগ আনলো বিজেপি। শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতা পঙ্কজ রায় সোমবার অভিযোগ করেন যে, উত্তরপাড়া বিধানসভার ভোটার তালিকায় এমন কিছু এলাকা রয়েছে যার বর্তমানে কোনও অস্তিত্বই নেই। অথচ সেই ঠিকানাতে এখনও অনেক ভোটারের নাম নথিভুক্ত রয়ে গেছে। তিনি এও বলেন, বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু কেউ কোনও গুরুত্ব দেয়নি।পঙ্কজ রায় অভিযোগ জানিয়ে বলেন যে, উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে (১৮৫)-র ৭১ এবং ৭০ নম্বর অংশে (পার্ট)—এ এমন কিছু ঠিকানা রয়েছে যার বর্তমানে কোনও অস্তিত্বই নেই। সেসব জায়গায় বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে। কোথাও তা মাঠ হয়ে রয়েছে, কোথাও বা ঘন জঙ্গল গড়ে উঠেছে। কেউ থাকে না সেখানে।

কমল কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু ১লা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন ছাড়াও রাজ্যে ইদানিংকালে বেশ কিছু ক্লাব, সামাজিক সংস্থা কিংবা রাজনৈতিক দল নিজেদের উদ্যোগে আয়োজন করছে আকর্ষণীয় প্রাইজ এর বিভিন্ন ইভেন্টের টুর্নামেন্ট।এর মধ্যে অন্যতম হলো সূর্যমনি নগর বিজেপি মন্ডল আয়োজিত কমল কাপ মেগা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।গত কয়েক বছর ধরেই স্থানীয় বিধায়কের পৃষ্ঠপোষকতায় আমতলী স্কুল মাঠে হয়ে আসছে এই টুর্নামেন্ট।এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে এই টুর্নামেন্ট। যা চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দলকে এবারো দেওয়া হবে চার চাকার আকর্ষণীয় গাড়ি। এছাড়া রানার্স দলের জন্য রয়েছে দামি বাইক। এখানেই শেষ নয় টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটার থেকে শুরু করে ফাইনাল ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার সেরা বোলার সেরা ব্যাটসম্যানদের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। সঙ্গে থাকবে প্রাইজমানি সহ সুদৃশ্য ট্রফি। সোমবার আমতলী স্কুল মাঠে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান টুর্নামেন্টের পৃষ্ঠপোষক তথা স্থানীয় বিধায়ক রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরো জানান যে সমস্ত দল টুর্নামেন্টে অংশ নিতে ইচ্ছুক তাদেরকে চার হাজার টাকা এন্টি ফি সহকারে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। তবে গেল বছর ৬৪ টি দল টুর্নামেন্টে অংশ নিতে চাইলেও অনেকেই সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই যারা আগে নাম নথিভুক্ত করবে তাদেরকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তিনি প্রত্যাশা করেন বিগত দিনের মতো এবারও আকর্ষণীয় এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উপভোগ করতে আমতলী স্কুল মাঠে প্রচুর সংখ্যক ক্রীড়া প্রেমী সামিল হবেন।

টানা ৪ টেস্টে হার, লজ্জার নজিরে ধোনি, কোহলির পাশেই নাম অধিনায়ক রোহিতের

বর্ডার গাভাসকর ট্রফির প্রথম টেস্ট সহজেই জিতেছিল ভারত। কিন্তু অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় টেস্টে চূড়ান্ত ব্যর্থ টিম ইন্ডিয়া। পিতৃত্বকালীন ছুটি থেকে ফিরে নেতৃত্বের দায়িত্ব পেতেই অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১০ উইকেটে হারের সম্মুখীন হলেন রোহিত শর্মা। আর তার সঙ্গেই লজ্জার রেকর্ডে নাম উঠল ভারত অধিনায়কের। যে তালিকায় আগে নাম ছিল এমএস ধোনি, বিরাট কোহলি, শচীন তেণ্ডুলকর, মনসুর আলি খান পতৌদিদের। এমনিতে মাত্র ১০৩১ বলের মধ্যেই গুঁটিয়ে গেল দিন-রাতের টেস্ট। এত কম বলে এর আগে কখনও ভারত-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ম্যাচ শেষ হয়নি। ১০ উইকেটে হারল টিম ইন্ডিয়া। রোহিত ছাড়া একমাত্র বিরাট কোহলিই ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে সব ফরম্যাটের ক্রিকেটে ১০ উইকেটে হেরেছেন।

এখানেই শেষ নয়। অধিনায়ক হিসেবে এই নিয়ে টানা চারটি টেস্ট হারলেন রোহিত। এর আগে দেশের মাটিতে তিন টেস্টের সিরিজে নিউজিল্যান্ডের কাছে চুনকাম হতে হয়েছিল। তার পর অস্ট্রেলিয়ায় এসেই হার। এর আগে একাধিক ভারত অধিনায়ককেই এই লজ্জার শিকার হতে হয়েছিল। যার সর্বশেষ উদাহরণ বিরাট কোহলি। বর্ডার গাভাসকর ট্রফির গত সফরের অ্যাডিলেড টেস্ট, তার পর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুটি ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি টেস্টে হেরেছিল কোহলির নেতৃত্বাধীন ভারত। ২০১১ সালে ও ২০১৪ সালে ধোনিও অধিনায়ক হিসেবে টানা চারটি টেস্ট হেরেছিলেন।

তবে ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে টানা সবচেয়ে বেশি টেস্ট হেরেছিলেন মনসুর আলি খান পতৌদি। ১৯৬৭-৬৮ সালে তিনি ছটি টেস্ট হেরেছিলেন। ১৯৯৯-২০০০ সালে শচীন তেণ্ডুলকর টানা ৫টি টেস্ট হেরেছিলেন। বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে ভারতের পরের টেস্ট শুরু ১৪ ডিসেম্বর থেকে। এবার দেখার ভারত সেখানে কামব্যাক করতে পারে কিনা?

আরও পিছোল আইসিসির বৈঠক, গলার জোর কমছে পাকিস্তানের

কবে হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি? পাকিস্তানেই কি হবে প্রতিযোগিতা? এই সব প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা। শনিবার আইসিসির বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। তা আরও পিছিয়ে গিয়েছে। ফলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে এখনও কোনও সমাধান সূত্র বার হল না। যত দিন যাচ্ছে তত গলার জোর কমছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের। শনিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের প্রশ্নে চুপ থেকেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি।

শনিবার দুবাইয়ে আইসিসির বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই বৈঠকে থাকার কথা ছিল জয় শাহের। ভার্চুয়াল বৈঠকে যোগ দিতেন নকভি। কিন্তু বৈঠক হয়নি। তার পরে লাহোরে দেশবাসীকে নকভি জানান, বৈঠক হয়নি। তিনি বলেন, "শনিবার একটা বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। সেটা হয়নি। কবে সেই বৈঠক হবে তা জানতে পারলে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হবে।"

তার পরেই প্রশ্ন ওঠে, পাকিস্তানেই কি পুরো প্রতিযোগিতা হবে? চুপ থাকেন নকভি। সরাসরি কোনও জবাব দিতে পারেননি তিনি। খানিকটা ঘুরিয়ে পাক ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, "আলোচনা চলছে। তাই এখন কিছু বলা ঠিক হবে না। তবে পাকিস্তান ক্রিকেটের জন্য আমরা সব কিছু করছি। দেশবাসীকে নিরাশ করব না।" নকভি ইতিবাচক কথা বললেও তাঁর গলার সুরে সেই দাপট ছিল না। শুনে বোঝা যাচ্ছিল, চাপে রয়েছেন তিনি।

আগামী বছর ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু এখনও আয়োজক দেশের নামে সিলমোহর পড়েনি। ফলে সূচিও প্রকাশ করতে পারেনি আইসিসি। ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানে তারা খেলতে যাবে না। এই পরিস্থিতিতে আইসিসি পাক ক্রিকেট বোর্ডকে জানিয়েছে, হাইব্রিড মডেল ছাড়া কোনও গতি নেই। অর্থাৎ, ভারত তাদের ম্যাচ সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে খেলবে। বাকি সব ম্যাচ পাকিস্তানে হবে। জানা গিয়েছে, হাইব্রিড মডেল মেনে নিলেও পাল্টা শর্ত দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ফলে এই সমস্যা এখনও মিটছে না।

ধোঁয়াশার মাঝেই আইসিসির চেয়ারম্যান হয়েছেন শাহ। ফলে এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব তাঁর। গত বৃহস্পতিবার বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। পিছিয়ে তা শনিবার করে দেওয়া হয়েছিল। শনিবারও সেই বৈঠক হয়নি। কবে হবে তা-ও জানা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে এই প্রতিযোগিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা আরও বাড়ছে।

হর্ষিতদের আড়াল করতে ব্যস্ত মর্কেল

পার্থে নজর কেড়েছিল ভারতের বোলিং। ঘরের মাঠে দাঁড়াতে পারেননি অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারেরা। কিন্তু অ্যাডিলেডে গোলাপি বলের টেস্টে তা হয়নি। ভারতের বোলারদের ব্যর্থতায় প্রথম ইনিংসে ৩৩৭ রান করেছে অস্ট্রেলিয়া। দলের বোলারদের ভুল ধরে ফেলেছেন ভারতের বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল। কিন্তু তাঁদের আড়াল করতেই ব্যস্ত তিনি।

অস্ট্রেলিয়ার ৩৩৭ রানের মধ্যে একাই ১৪০ রান করেছেন ট্রেভিস হেড। তাঁকে সমস্যায় ফেলতে পারেননি যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজেরা। মর্কেলের মতে, ঠিক জায়গায় বল করতে পারেননি তাঁরা। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে মর্কেল বলেন, "প্রথম টেস্টে আমাদের লাইন ও লেংথ দুর্দান্ত ছিল। আমরা ভেবেছিলাম দ্বিতীয় টেস্টেও সেটাই করব। উইকেট লক্ষ্য করে বল করার পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু সেটা করতে পারিনি। ঠিক লাইন ও লেংথে বল করতে পারিনি আমরা।"

দিন-রাতের টেস্টে আলোর নীচে পেসারদের সামলাতে সমস্যা হয় ব্যাটারদের। কিন্তু সেই সময় অসি ব্যাটারদের অফ স্টাম্পের বাইরে বল করে তাঁদের সুবিধা করে দিয়েছেন যশপ্রীত বুমরারা, এমনটাই মত মর্কেলের। তিনি বলেন, "আমরা বাইরে বাইরে বল করেছি। ফলে ওরা অনেক বল ছেড়েছে। এতে ওদের হাত জমে গিয়েছে। গোলাপি বলের টেস্টে রাতে ঠিক জায়গায় বল ফেললে খেলতে সমস্যা হয়। সেটা আমরা করতে পারিনি। সেই তুলনায় দ্বিতীয় দিন সকালে অনেক ভাল বল করেছি।"

অস্ট্রেলিয়ার ১০টি উইকেটের মধ্যে বুমরা ও মহম্মদ সিরাজ ৪টি করে উইকেট নিয়েছেন। কিন্তু হর্ষিত রানা ৮৬ রান দিয়েও কোনও উইকেট পাননি। কেকেআরের পেসারের পাশে দাঁড়িয়েছেন মর্কেল। তিনি বলেন, "হর্ষিত নিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলছে। অস্ট্রেলিয়ায় এই সিরিজ থেকে ও অনেক কিছু শিখবে।

টেস্টে লুকনোর জায়গা থাকে না। ৫০ হাজার দর্শকের সামনে খেলা সহজ নয়। সেটা বুঝতে হবে। ও এই টেস্ট থেকে শিখে সামনের দিকে এগোবে। এই সময় আমার কাজে ওর কাঁধে হাত রাখা। আমি সেটাই করছি।" হর্ষিতের প্রতিভার প্রশংসা করেছেন মর্কেল। সেই কারণে এখন তাঁর ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন বোলিং কোচ।

সিরাজ-হেড বিবাদে আগুনে ঘি!

ট্র্যাভিস হেড-মহম্মদ সিরাজ দ্বন্দ্বে নতুন মাত্রা যোগ করলেন ভারতের জোরে বোলার। তাঁর অভিযোগ, সাংবাদিকদের অসত্য বলেছেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটার। অ্যাডিলেড টেস্টের দ্বিতীয় দিন সিরাজের বলে হেড আউট হওয়ার পর দু'জনে বাক্যুদ্ধে জড়িয়ে ছিলেন।

শনিবার খেলার শেষে হেড বলেছিলেন, তিনি সিরাজকে খারাপ কিছু বলেননি। কিন্তু সিরাজ তা বুঝতে পারেননি। হেড বলেন, "আমি ওকে বলি, ভাল বল করেছ। কিন্তু সিরাজ ভাবে আমি খারাপ কিছু বলেছি। তা-ও সিরাজ ও রকম অঙ্গভঙ্গি করে। আমিও পাল্টা জবাব দিয়েছি। ও যেটা করেছে সেটা আমার খারাপ লেগেছে। তবে ও যদি ভাবে এ ভাবেই খেলবে, তা হলে আমার কোনও সমস্যা নেই।"

অসি ব্যাটারের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন সিরাজ। তৃতীয় দিনের খেলা শুরুর আগে হরভজন সিংহকে সিরাজ বলেছেন, "হেড আমাকে কখনওই বলেনি, 'ভাল বল করেছ।' সাংবাদিক বৈঠকে হেড যা বলেছে, তা সত্যি নয়। আমি অসম্মানজনক কোনও মন্তব্য করিনি। উইকেট পেয়ে উৎসব করছিলাম। আমরা পরস্পরকে সম্মান করি। তার মানে এই নয় প্রতিপক্ষের সব কিছু মেনে নিতে হবে। ক্রিকেট খেলাটা ভদ্র লোকের। ওর মন্তব্য আমার ভাল লাগেনি। আমরা ইতিবাচক মানসিকতা নিয়েই খেলছি।"

হেডকে আউট করার পর সিরাজের অঙ্গভঙ্গি ভাল ভাবে নেননি অ্যাডিলেডের সমর্থকেরা। তাঁর পরের বলগুলিতে তাঁকে বিদ্রুপ করেন তাঁরা। সিরাজ যখন বাউন্ডারিতে ফিল্ডিং করছিলেন তখনও তাঁকে বিদ্রুপ করেন সমর্থকেরা। সিরাজের সমালোচনা করেছিলেন ধারাভাষ্যকারেরাও।

ছোটদের এশিয়া কাপ হকি চ্যাম্পিয়ন ভারত, ফাইনালে পাকিস্তানকে ৫-৩ গোলে হারিয়ে হ্যাটট্রিক

জুনিয়র এশিয়া কাপ হকিতে আবার চ্যাম্পিয়ন ভারত। বুধবার ফাইনালে পিআর শ্রীজেশের দল ৫-৩ ব্যবধানে হারাল পাকিস্তানকে। প্রায় গোটা ম্যাচেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হল দু'দলের মধ্যে। ম্যাচের শেষ ১০ মিনিট আগ্রাসী খেলে একতরফা ভাবে ম্যাচ বার করে নিল ভারত। এই নিয়ে ছোটদের এশিয়া কাপ হকিতে পঞ্চম বার চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। ফাইনালের শুরুটা ভাল করতে পারেনি ভারতীয় দল। ম্যাচের ৪ মিনিটে হান্নান শহিদের গোলে এগিয়ে যায় পাকিস্তান। যদিও তারা বেশি ক্ষণ লিড ধরে রাখতে পারেনি। গোল খাওয়ার পর আক্রমণের তীব্রতা বাড়ায় ভারত। ৬ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে সমতা ফেরান আরাইজিৎ সিংহ হুন্ডাই। প্রথম কোয়ার্টার বা প্রথম ১৫ মিনিটের খেলা শেষ হয় ১-১ গোলে।

দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ধীরে ধীরে মাঝ মাঠের দখল নিতে শুরু করে ভারতীয় দল। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়েরা বল পেলেই ভারতীয়েরা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করেন। পাকিস্তানের অর্ধে চাপ তৈরির চেষ্টা করে শ্রীজেশের দল। ম্যাচের ২৪ মিনিটে আবার পেনাল্টি কর্নার কাজে লাগায় ভারত। এ বারও গোল করে দলকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন আরাইজিৎ। পরের মিনিটেই ভারতের পক্ষে ৩-১ করেন দিলরাজ সিংহ। ভারত আক্রমণের তীব্রতা বজায় রাখলেও দ্বিতীয় কোয়ার্টার শেষ হওয়ার ১১ সেকেন্ড আগে পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান কমান সুফিয়ান খান। যদিও ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধের খেলা শেষ করে ভারত।

রাজ্যভিত্তিক জুনিয়র টেনিস স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ ১৫ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে আগামী ১৫ ডিসেম্বর রাজ্য ভিত্তিক জুনিয়র টেনিস স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ এবং আগামী ২২ ডিসেম্বর অরুন কান্তি ভৌমিক স্মৃতি স্কুল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতা হবে মালঞ্চ নিবাসস্থিত স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে। রাজ্য ভিত্তিক জুনিয়র টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ বালক বালিকা দুই বিভাগের এন্টি জমা দেবার শেষ তারিখ ১৩ ডিসেম্বর এবং স্কুল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ বালক বালিকা দুই বিভাগের এন্টি জমা দেবার শেষ তারিখ ২০ ডিসেম্বর। রাজ্য ভিত্তিক প্রতিযোগিতাগুলোকে সামনে রেখে মালঞ্চ নিবাস স্থিত স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে এবং এই প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে রাজ্যের উদীয়মান টেনিস খেলোয়াড় উঠে আসবে, যারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। রাজ্য টেনিস সংস্থার সম্পাদক সুজিত রায় এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

লা লিগায় ড্র বার্সেলোনার

লা লিগায় জেতা ম্যাচ মাঠে ফেলে এল বার্সেলোনা। রিয়াল বেতিসের সঙ্গে ড্র করে চাপ বাড়ছে হান্সি ফ্লিকের দলের। গিরোনাকে উড়িয়ে শীর্ষস্থানের কাছাকাছি পৌঁছে গেল রিয়াল মাদ্রিদ। অন্যদিকে ইপিএলে কোনও রকমে ড্র করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। কিন্তু নটিংহ্যাম ফরেস্টের কাছেও হারতে হল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে।

লা লিগায় ধারাবাহিকতার ধারেকাছে নেই বার্সেলোনা। শেষ পাঁচ ম্যাচ থেকে সংগ্রহ মাত্র পাঁচ পয়েন্ট। এদিন রিয়াল বেতিসের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও জয় হাতছাড়া করল রবার্ট লেওয়ানডস্কিরা। ম্যাচের ফলাফল ২-২। বার্সেলোনাকে প্রথমে এগিয়ে দেন পোলিশ স্ট্রাইকারই। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে সমতা ফেরান বেতিসের লো সেলসো। এর মধ্যেই রেফারির সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে লাল কার্ড দেখেন ফ্লিক। ৮২ মিনিটে ইয়ামালের অসাধারণ অ্যাসিস্ট থেকে বার্সাকে এগিয়ে দেন ফেরান তোরেস। কিন্তু শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে ১ পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ল তারা।

অন্যদিকে গিরোনাকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিল রিয়াল মাদ্রিদ। এমবাপে, বেলিংহ্যামের সঙ্গে গোল করলেন তরুণ তুর্কি আর্দা গুলার। ৩৬ মিনিটে রিয়ালকে এগিয়ে দেন বেলিংহ্যাম। ৫৪ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান গুলার। তার ৮ মিনিট পর ডান পায়ের দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে রিয়ালের জয় নিশ্চিত করে দেন এমবাপে। এই জয়ের ফলে ১৬ ম্যাচে আন্সেলোত্তির দলের পয়েন্ট ৩৬। বার্সেলোনা ১৭ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকলেও ক্রমশ চাপ বাড়ছে।অন্যদিকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ভাগ্য ফিরল না ম্যাঞ্চেস্টারের দুই ক্লাবের। এদিন ক্রিস্টাল প্যালেসের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। পেপের দলকে কোনও রকমে ১ পয়েন্ট এনে দেন রিকো লুইজ। ১৫ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২৭। দুরবস্থা অব্যাহত ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডেরও। রুবেন আমোরিমকে কোচ নিয়োগ করার পরও ছবিটা খুব একটা বদলাল না। নটিংহ্যাম ফরেস্টের কাছে হারতে হল ২-৩ গোলে। ১৫ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৯। ব্রুনো ফার্নান্দেজরা লিগ টেবিলে রয়েছেন ১৩ তম স্থানে।

কোচবিহার ট্রফি : মনিপুরকে হারিয়ে প্লেট ফাইনালে ত্রিপুরা পন্ডিচেরীর মুখোমুখি হচ্ছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ত্রিপুরা। হারিয়েছে মনিপুরকে। ১৫৮ রানের বিশাল ব্যবধানে। কোচবিহার ট্রফি পুরুষদের অনূর্ধ ১৯ চার দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। এই জয়ের সুবাদে ত্রিপুরা প্লেট গ্রুপের ফাইনাল ম্যাচে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। খেলবে ১৪ থেকে ১৭ ডিসেম্বর। পুদুচেরিতে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন পন্ডিচেরি এর বিরুদ্ধে। গুজরাটের আনন্দে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা ৩৫৮ রানের ব্যবধানে মনিপুর কে পরাজিত করেছে। প্রথম ইনিংসে ত্রিপুরার সংগৃহীত ২৫৪ রানের জবাবে মনিপুর ৮৯ রানে ইনিংস শেষ করতে বাধ্য হয়। দারুন লিড নিয়ে ত্রিপুরা দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে ৮ উইকেটে ৩০৫ রান সংগ্রহ করে ইনিংস ঘোষণা করলে মনিপুর যথেষ্ট চাপের মুখে পড়ে। মণিপুরের দ্বিতীয় ইনিংস কিছুটা উন্নতি হলেও ১১২ রানে ইনিংস শেষ করতে বাধ্য হয়। ত্রিপুরা জয় পায় ৩৫৮ রানের ব্যবধানে। দ্বিতীয় ইনিংসে রাজ্য দলের শঙ্খনীল সেনগুপ্তের ৫৯ রান, দ্বীপজয় দেবের ৪৪ রান, দেবাংশু দত্তের ৪৩ রান উল্লেখযোগ্য। বলিনি অর্কজিৎ রায় ২ ইনিংসে ১০ টি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া রোহন বিশ্বাস পেয়েছে চারটি উইকেট। গ্রুপ লীগের অন্য খেলায় পন্ডিচেরি ৪৫৩ রানের ব্যবধানে মিজোরামকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্লেট গ্রুপের ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। সিকিম প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে অরুণাচল প্রদেশকে ২৯০ রানের ব্যবধানে হারিয়ে।

জাতীয় সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে আজ ত্রিপুরার সামনে বেঙ্গল

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে চাইছে ত্রিপুরার মহিলা ক্রিকেট দল। প্রতিপক্ষ বেঙ্গল। খেলা আগামীকাল। বলা বাহুল্য, জাতীয় সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে এবছর কিন্তু তেমন দাগ কাটতে পারেনি রাজ্যের ক্রিকেটাররা। জুনিয়র থেকে শুরু করে সিনিয়র সব বিভাগেই একের পর এক ম্যাচে ব্যর্থতার নজির স্থাপন করে চলেছেন মহিলারা। ছোটদের মহিলা ক্রিকেটে এবছর দারুণভাবে হতাশ করল রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীদের। এই অবস্থায় সিনিয়র মহিলাদের এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে পন্ডিচেরির বিরুদ্ধে জয়ের পর আগামীকাল মঙ্গলবার ত্রিপুরা নিজেদের তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামবে। বেঙ্গলের বিপক্ষে। পরাজয় দিয়ে অভিযান শুরু করার পর রবিবারে জয়ে ফিরেছে পন্ডিচেরি কে হারিয়ে। আগামীকাল খেলবে বেঙ্গলের বিরুদ্ধে। সুলতানপুরে গুরগাঁও ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। সেই লক্ষ্যে সোমবার রাজ্যের সিনিয়র মহিলা দলের ক্রিকেটাররা সেরে নিল চূড়ান্ত অনুশীলন। তবে প্রথম ম্যাচে রাজ্যের ক্রিকেটাররা যেভাবে ব্যাট বল হাতে নিয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, দ্বিতীয় ম্যাচে অনেকটা পরিবর্তন। তবে এখন লক্ষ্য তৃতীয় ম্যাচে রাজ্য দল কেমন পারফরম্যান্স দেখায়। আগামীকাল গ্রুপ লীগের অন্য খেলায় চন্ডিগড় খেলবে রাজস্থানের বিরুদ্ধে এবং কর্ণাটক ও পন্ডিচেরি পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

ব্যাটিং-বোলিংয়ে ডাহা ফেল

পারথ জয়ের যাবতীয় আনন্দ মুছে গেল অ্যাডিলেডে হেরে। বর্ডার গাভাসকর ট্রফির ফলাফল এখন ১-১। হাতে এখনও তিনটি টেস্ট আছে ঠিকই। তবে প্রশ্নচিহ্নও কম নয়। পিঙ্ক বল টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১০ উইকেটে হারতেই ভাবাচ্ছে একাধিক প্রশ্ন। যার উত্তর দ্রুত খুঁজে বের করতে হবে রোহিত-গম্ভীরদের।

ব্যাটিং ব্যর্থতা: ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী জায়গা মনে করা হত ব্যাটিংকেই। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ভারতকে সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছে ব্যাটিংই। অ্যাডিলেডেও তার কোনও পার্থক্য হল না। প্রথম ইনিংসে ১৮০, দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট ১৭৫ রানে। চূড়ান্ত ব্যর্থ রোহিত-বিরাটের মতো অভিজ্ঞ ব্যাটাররা। একমাত্র ভরসা দিলেন জীবনে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামা নীতীশ কুমার রেড্ডি।

বুমরাহ ছাড়া বোলিংয়ে ভেদশক্তির অভাব: ভারতীয় বোলিংয়ের মূল স্তম্ভ জশপ্রীত বুমরাহ। কিন্তু তাঁকে সঙ্গ দেবেন কে? হর্ষিত রানা লাইন-লেংথ গুলিয়ে ফেললেন। মহম্মদ সিরাজ তো ঝামেলা করার পর বাকি সময়ই পেলেন না। প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট পেলেন ঠিকই, কিন্তু মুড়ি-মুরকির মতো রান বিলোলেন। এর সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে বুমরাহর ধকলও। অগত্যা ভরসার নাম মহম্মদ শামি। তিনি যে কবে অস্ট্রেলিয়া যাবেন, কেউ জানে না!

নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন: প্রশ্ন উঠবে রোহিত শর্মার নেতৃত্ব নিয়েও। পারথে বুমরাহর নেতৃত্বে জয় পেয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। পিতৃত্বকালীন ছুটি কাটিয়ে দলে যোগ দিয়েছিলেন হিটম্যান। কিন্তু আদতে হিট নয়, মিস হল। বুমরাহকে কেন প্রথম সেশনে আরও দীর্ঘ সময় বল করানো হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। ওপেনিংয়ের জায়গা ছেড়ে নিজে ছয় নম্বরে নেমে মহানুভবতা দেখালেন ঠিকই, কিন্তু ফর্মে ফেরা হল না।

সমস্যা দল নির্বাচনেও: ওয়াশিংটন সুন্দর হঠাৎ কেন বাদ? উত্তরটা কে দেবেন? সেই জায়গায় দলে এলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাঁর পরিসংখ্যান ১৮-৪-৫৩-১। যেখানে স্টার্ক-কামিন্সরা অতিরিক্ত বাউন্সের ফায়দা তুলে নিয়ে গেল, সেখানে কেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ প্রথম একাদশে আসবেন না? পরের টেস্টের আগে অনেক প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজতে হবে গম্ভীরদের।

পিঙ্ক বলের 'জুজু': গত বছর এই মাঠেই ৩৬ রানের অলআউট। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পিঙ্ক বল মানেই যেন একটা আতঙ্ক। বলা হয়, দিন-রাতের টেস্টে সব থেকে বিপজ্জনক সময় গোধূলিবেলা। তবে ভারতীয় ব্যাটাররা দিন-রাত সব সময়ই উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে এলেন। পরের টেস্টগুলো আর দিন-রাতের নয়। এটাই একমাত্র আশা-ভরসা ভারতের।

'সম্মানের সঙ্গে অবসর নিন', নেটিজেনদের তোপের মুখে রোহিত শর্মা

কেএল রাহুলকে ওপেনিংয়ের জায়গা ছেড়ে দিয়ে ছয় নম্বরে নেমে এসেছেন তিনি। অ্যাডিলেড টেস্ট শুরুর আগে নিঃস্বার্থ নেতৃত্বের জন্য প্রশংসিত হয়েছেন রোহিত শর্মা। কিন্তু তাতে ফর্মে ফেরা হল না। পিঙ্ক বল টেস্টের দুই ইনিংসে তাঁর সংগ্রহ ৩ ও ৬। তার পরই সোশাল মিডিয়া সোচ্চার, টেস্ট থেকে অবসর নেওয়া উচিত রোহিতের।

পারথ টেস্টে বুমরাহর নেতৃত্বে জয় পেয়েছে টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু অ্যাডিলেডে যে হার এড়ানো কঠিন, তা ইতিমধ্যেই পরিষ্কার। চূড়ান্ত ডুবিয়েছে ব্যাটিং অর্ডার। দুই ইনিংসেই রান পাননি বিরাট কোহলি। পিতৃত্বকালীন ছুটি থেকে ফিরে এসে একই অবস্থা রোহিত শর্মারও। আর শুধু অ্যাডিলেড টেস্টে কেন, তার আগের ছবিটাও ভয়াবহ।

রোহিতের শেষ টেস্ট সেঞ্চুরি এসেছে চলতি বছরের মার্চ মাসে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তার পর অক্টোবরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটা হাফসেঞ্চুরি। এদিকে বছর ফুরোতে যায়। গত ৬টি টেস্টে তাঁর মোট রানসংখ্যা মাত্র ১৪২। আর অবশেষে অ্যাডিলেডের ব্যর্থতা। তার পর থেকেই নেটিজেনদের 'পরামর্শ', এবার টেস্ট থেকে অবসর নিক রোহিত।

কেউ বলছেন, এবার রজত পাতিদার, ঋতুরাজ গায়কোয়াড়দের মতো তরুণদের জন্য এবার জায়গা ছেড়ে দেওয়া উচিত। তাতে বরং রোহিতেরই সম্মান বাড়বে। অনেকে আবার তাঁদের 'আদর্শ' ক্রিকেটার রোহিতের দুরবস্থা দেখে ব্যথিত। সেক্ষেত্রে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া উচিত বুমরাহকে। কেউ আবার রোহিতের সঙ্গে একই পরামর্শ দিচ্ছেন কোহলিকেও। তবে এর আগে দুই তারকা অফ ফর্ম থেকে ফিরে এসেছেন। এবার দেখার সেই কামব্যাক হয় কিনা?

অ্যাডিলেড টেস্টে বিতর্ক, মেজাজ হারালেন কোহলি

শনিবার অ্যাডিলেড টেস্টের দ্বিতীয় দিনে তৈরি হল বিতর্ক। তৃতীয় আম্পায়ারের একটি সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেননি বিরাট কোহলি। মাঠের মধ্যেই তর্ক জুড়ে দেন আম্পায়ারের সঙ্গে। তাতে অবশ্য লাভ হয়নি। তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন মাঠের আম্পায়ার, যা দেখে একেবারেই খুশি হতে পারেননি কোহলি।

ঘটনাটি ঘটে মিচেল মার্শ ব্যাটিং করার সময়। রবিচন্দ্রন অশ্বিনের একটি বল লাগে মার্শের প্যাডে। মাঠের আম্পায়ার রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ নট আউটের সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর ভারত ডিআরএস নেয়। তৃতীয় আম্পায়ার রিচার্ড কেটেলবরো একাধিক বার ভিডিয়ো দেখার পর জানান, তিনি এমন কোনও প্রমাণ পাননি যেখানে নিশ্চিত হতে পারেন বল সরাসরি প্যাডে লেগেছে। ফলে আউট দেননি। তবে রিপ্লে-তে দেখা গিয়েছে, একসঙ্গে দু'টি আওয়াজ হয়েছে। বল এবং ব্যাট একই সঙ্গে প্যাডে লেগেছে।

তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেননি কোহলি। তিনি রেগে যান মাঠের আম্পায়ার রিচার্ড ইলিংওয়ার্থের উপরে। কোহলির কথা ধরা পড়েছে স্টাম্প মাইকে। তিনি বলেছেন, "কেএল-এর সঙ্গে পার্থে একই জিনিস হয়েছিল।"

পার্থ টেস্টে কেএল রাহুলকে বিতর্কিত আউট দেওয়া হয়েছিল। স্নিকোমিটারে যে আঁচড় ধরা পড়েছিল, সেখানে বোঝার উপায় ছিল না ব্যাটে বল লেগেছে না কি সেটি ব্যাটের সঙ্গে প্যাডের স্পর্শ হওয়ার আওয়াজ। সে বার রাহুলকে আউট দিয়েছিলেন আম্পায়ার। তবে শনিবার মার্শ বেঁচে যান।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সচেতনতাই টিবি রোগ প্রতিরোধে সবচেয়ে বড় অবলম্বন: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর: রাজ্য থেকে টিবি রোগ চিরকালের জন্য নির্মূল করতে আশা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি সহ সমাজের সকল অংশের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। আজ বিশালগড়ের নতুন টাউনহলে ১০০ দিনের টিবি মুক্ত ভারত অভিযানের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এই অভিযানের সূচনা হয়েছে। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হল টিবি রোগ প্রতিরোধ করা। টিউবারকিউলোসিস (টিবি) একটি সংক্রামক ব্যধি, যা সঠিক সময়ে চিকিৎসা না হলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সঠিক সময়ে টিবি সনাক্তকরণ, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন এবং দ্রুত চিকিৎসা হচ্ছে টিবি বা যক্ষা মুক্ত হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সচেতনতাই টিবি রোগ প্রতিরোধে সবচেয়ে বড় অবলম্বন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জেলার প্রতিটি বিদ্যালয় গ্রামপঞ্চায়েতগুলিতে বাল্যবিবাহ ও বয়ঃসন্ধিকালে গর্ভধারণের পাশাপাশি টিবি রোগের প্রতিরোধমূলক শপথ প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার পাঠ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজ্য থেকে টিবি রোগ দূরীকরণে ব্যপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই পিএম-নিক্ষয় পোষণ যোজনায় রাজ্যের ৯২ শতাংশ টিবি রোগী মাসে ১০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন ১০০ দিনের টিবি মুক্ত ভারত অভিযান টিবি রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা নেবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ফ্ল্যাগঅফ করে "নি-ক্ষয় বাহন" ভ্যানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। যারা টিবি রোগের পরীক্ষা করাতে হাসপাতালে যেতে চাননা এই নি-ক্ষয় বাহন বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিবি রোগ সনাক্ত ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। সিপাহীজলা জেলার ৬২টি গ্রামপঞ্চায়েতকে টিবি মুক্ত গ্রামপঞ্চায়েত হিসেবে শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে টিবি রোগ প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা নেওয়ায় নি-ক্ষয়মিত্র হিসেবে বিধায়ক সুশান্ত দেব, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. সঞ্জিব দেববর্মা, স্বাস্থ্য শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ডা. এইচ পি শর্মা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ড. সমিত রায় চৌধুরীর হাতে মুখ্যমন্ত্রী নি-ক্ষয়মিত্র শংসাপত্র তুলে দেন। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে টিবি মুক্ত অভিযান এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেওয়ায় জেলার তিনজন আশাকর্মী সহ ৫টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রকে পুরস্কৃত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী আশাকর্মী ও উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রতিনিধিদের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দেন। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে টিবি রোগে আক্রান্ত ৩জন রোগীর পরিবারের হাতে পুষ্টিকর খাদ্যের প্যাকেটও তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে টিবি মুক্ত এবং বাল্যবিবাহ ও বয়:সন্ধিকালে গর্ভধারণ প্রতিরোধমূলক শপথ গ্রহণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ড. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, এসপি বি জে রেডিড, বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অঞ্জন পুরকায়স্থ, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অতশী দাস, সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক রিংকু লাথের, স্টেট টিবি অফিসার ডা. নুপুর দেববর্মা, বিশালগড়, সোনামুড়া ও জম্পুইজলা মহকুমার মহকুমা শাসক ও সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দেবাশিস দাস।

সাংবাদিকের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তের দাবিতে স্বাস্থ্য সচিবকে চিঠি ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। সাংবাদিক বিল্লু চক্রবর্তী মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির অভিযোগ এনে স্বাস্থ্য সচিবের কাছে চিঠি দিয়ে সঠিক তদন্তক্রমে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন। সংগঠনের সভাপতি প্রণব সরকার আজ এক চিঠি দিয়ে স্বাস্থ্য সচিব ব এই দাবি জানিয়েছেন। সাংবাদিক বিল্লু চক্রবর্তীর মৃত্যুর ঘটনায় সঠিক তদন্তক্রমে প্রয়োজনীয় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের। উল্লেখ্য ২৪ নভেম্বর ব্রেন স্টোক হয়ে জিবি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলে সাংবাদিক বিল্লু চক্রবর্তী। বেশ কিছুদিন তাকে হাসপাতালের শয্যা না পেয়ে মেঝেতে রেখে তার চিকিৎসা করানো হয় বলে অভিযোগ। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত সাত ডিসেম্বর জিবি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। চিকিৎসা পরিষেবায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। এই অভিযোগ পাওয়ার পর ইউনিয়ন তার সত্যতা খুঁজে পেতে সঠিক তদন্তক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য স্বাস্থ্য সচিবের কাছে চিঠি দিয়েছে।

বাইক ও টমটমের সংঘর্ষে আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। বাইক ও টমটমের সংঘর্ষে আহত হয়েছে তিনজন। ওই ঘটনা সোনামুড়া -মেলাঘর সড়কের রাঙ্গামাটিয়া গ্যাস গোডাউন সংলগ্ন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে সোনামুড়া রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা মহরম আলী তার টমটম গাড়িতে তিনজন যাত্রী নিয়ে মেলাঘরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। মেলাঘর-সোনামুড়া সড়কে রাঙ্গামাটি গ্যাস গোডাউন এলাকায় আসামাত্র অপর দিক থেকে একটি বাইক গাড়িটিকে ধাক্কা মারে। তাতে যাত্রীরা রাস্তায় ছিটকে পড়ে। ফলে, অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন তাঁরা। এদিকে, ঘাতক বাইক চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

কৃষক কল্যাণে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। কৃষকদের কল্যাণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। গ্রাম শক্তিশালী হলে, আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হলে দেশও সমৃদ্ধ হবে। আজ মোহনপুর ব্লক কার্যালয় প্রাঙ্গণে কৃষি উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। মোহনপুর কৃষি মহকুমা কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং ধলাই জেলার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। রাজ্য সরকারও কৃষির বিকাশ ও কৃষকের কল্যাণে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী কম জমিতে বেশি ফসল উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে কৃষকদের উদ্যোগী হতে আহ্বান জানান।অনুষ্ঠানে ধলাই ও উনকোটি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে বরিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ড. অভিজিৎ দেবনাথ ও ড. রতন দাস মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক চাষাবাদের বিষয়ে উপস্থিত কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, ভাইস চেয়ারম্যান সঞ্জীব কুমার দাস, মোহনপুর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন শঙ্কর দেব, আইসিএআর এর গভর্নিংবডির সদস্য প্রদীপবরণ রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুর কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক রবি সরকার। সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ। অনুষ্ঠানে কৃষকদের মধ্যে আলুবীজ, বিভিন্ন সব্জী বীজ ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়।

গোমতী নদীতে নিখোঁজ ব্যক্তির জলে ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। গোমতী নদীতে নিখোঁজ ব্যক্তির জলে ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আজ সকালে কাঁকড়াবন থানাধীন উদয়পুর শালগড়া আমতলী এলাকায় ওই মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন যাবৎ ওই ব্যক্তি মানসিক অবসাদে ভুগছিল। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে কাকড়াবন থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে মৃতের ছোট ভাই দীপঙ্কর সাহা বলেন, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ বাজারে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিলেন সমীর সাহা (৪৫)। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাড়ি ফিরে আসেন নি তিনি। রাতেই পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করলে তার হদিস পাওয়া যায়নি। পরের দিন সকালেও পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করলেও তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরবর্তী সময়ে কাঁকড়াবন থানায় নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেন পরিবারের সদস্যরা। আজ সকালে কাকড়াবন থানাধীন উদয়পুর শালগড়া আমতলী এলাকায় স্থানীয় মানুষ গোমতী নদীতে ভাসমান দেহ দেখতে পান। সাথে সাথে তারা পুলিশকে খবর দিয়েছেন।

তিনি আরও জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন যাবৎ মানসিক অবসাদে ভুগছিলেম তিনি। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

নাইজেরিয়ান সহ তিনজন বাংলাদেশী নাগরিক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। তিনটি পৃথক অভিযানে বিএসএফ জওয়ানরা একজন নাইজেরিয়ান নাগরিককে আটক করেছে। পাশাপাশি, অভিযানে একজন টাউট এবং তিনজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে।

বিবৃতিতে জানিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিপাহীজলা জেলার কাইয়েদডেপা নামক স্থানে একটি বিশেষ অভিযান চালিয়েছে বিএসএফ জওয়ানরা। অভিযানকালে বিএসএফ জওয়ানরা ম্যাক্সওয়েল এনওয়েকে (৩৪ বছর) নামে একজন নাইজেরিয়ান নাগরিককে আটক করেছে। সে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সড়ক ধরে সন্দেহজনকভাবে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করতে দেখা গেছে। অপর একটি অভিযানে বিএসএফ জওয়ানরা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আমতলির বাসিন্দা সুরাজ প্রসাদ নামে একজন টাউটকে আটক করেছে। সে একজন তালিকাভুক্ত টাউট এবং বিএসএফ তাকে সক্রিয়ভাবে ট্র্যাক করছে।

অন্য একটি অভিযানে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিএসএফ জওয়ানরা উত্তর ত্রিপুরা জেলার মাংরোলি থেকে ১৫ বছর বয়সী এক বাংলাদেশী তরুণীকে আটক করেছে। সে সীমান্তের বেড়া পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল। ধৃত মেয়েটি বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার চাঁদপুর গ্রামের বাসিন্দা।

উপরন্তু, ভগিনী সংস্থা ও বিএসএফ যৌথ অভিযানে পশ্চিম ত্রিপুরায় আরও দুই বাংলাদেশী নাগরিককে (একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা) আটক করেছে। দুজনই বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার বাসিন্দা।

ভেলোয়ারচর নাকা পয়েন্টে চেকিং এর মাধ্যমে ইয়াবা নেশার টেবলেট উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। গভীর রাতে নাকা পয়েন্টে চেকিং-এ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করলো কলমচৌরা থানার পুলিশ। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নাড়ুগোপাল দে এবং সহ-আধিকারিক সুপ্রতিম দাস।

প্রসঙ্গত, একদিকে নেশা যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অপরদিকে, নেশা কারবারিরা রাতারাতি কোটিপতি হয়ে উঠছে। এই নেশা কারবারের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের লাগাম টানতে ব্যর্থ পুলিশ প্রশাসন। মাঝেমধ্যে পুলিশ প্রশাসন নেশা বিরোধী অভিযান চালালেও চুনোপুটি নেশা কারবারীরা ধরা পড়ে, কিন্তু মূল কারবারিরা অধরা থেকে যায়।

এদিকে গতকাল গভীর রাতে কলম চৌড়া থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে ইয়াবা পাচারের খবর আসে। এর ভিত্তিতে ভেলোয়ারচর নাকা পয়েন্টে গভীর রাতে চেকিংয়ে বসে কলমচৌড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নাড়ুগোপাল দে এবং সহ-আধিকারিক সুপ্রতিম দাস, টিএসআর এবং কয়েকজন কনস্টেবল। একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩৭,৮০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে কলমচৌড়া থানার পুলিশ।

পুলিশ জানায়, গাড়িতে দুজন পাচারকারী ছিল, তাদের কোমরে গামছা বেঁধে থাকা দুটো প্যাকেট থেকে ওই ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। ওই দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন বক্সনগর পূর্ব পাড়া এলাকার রফিকুল ইসলাম (৪১), অপরজন মানিক্যনগরনিবাসী কবির মিয়া (৩৫)। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস এক মামলা রুজু করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এদিকে, নেশা পাচারকারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, বাজেয়াপ্ত ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি ছিল মোল্লা মুরা নিবাসী মাহাবুল আলমের এবং এগুলির বাজার মূল্য আনুমানিক ৮০ লক্ষ টাকা। সোমবার ধৃতদের সোনামুড়া আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

বামুটিয়া ও বড়জলা এলাকা পরিদর্শনে বিধায়ক সুদীপ ও নয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। রাজ্য সরকার প্রতিটি বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে তা নিয়ে সংশয় বাড়ছে। বাস্তব পরিস্থিতির খতিয়ে দেখতে বামুটিয়া ও বড়জলা এলাকা পরিদর্শন করলেন বিধায়ক সুদীপ সরকার ও নয়ন সরকার। আজ আগরতলা পুর নিগমের দুই নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা হলে সরজমিনে খতিয়ে দেখতে গেলেন এলাকার বিধায়ক সুদীপ সরকার এবং নয়ন সরকার। এদিন নিগমের ২ নং ওয়ার্ডে প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে তাদের সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন তিনি।

এলাকা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক সুদীপ সরকার বলেন, রাজ্য সরকার যেসব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বাস্তবে সে এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হচ্ছে না। প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে মানুষের বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে নি। ব্যর্থতার অভিযোগ এনে সরকার ও প্রশাসনের তিনি সমালোচনা করেন।

নাবালিকা বিবাহ নিয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। নাবালিকা বিবাহ নিয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা সদর বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে রাজ্য সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় ত্রিপুরা রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন ও শিশু অধিকার কমিটির উদ্যোগে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য ও শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা সহ অন্যান্যরা, মূলত ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি জেলা চাইল্ড লাইন, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি, শিশু সুরক্ষা কমিশন, আইনজীবী, পুলিশ এবং দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে আজকের এই সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত এবং শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা কিভাবে এই লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা যায় এবং সেই সাথে নাবালিকা বিবাহ রোধ করে দক্ষিণ জেলাকে অভিশাপ মুক্ত করে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠন করা যায় সেই বিষয়ে তুলে ধরেন অতিথিগন।

উদয়পুরে সিপিএম এর প্রচারসজ্জা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে দুষ্কৃতিরা প্রতিবাদ দলীয় নেতৃত্বদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। উদয়পুরে গণতন্ত্র মৃত। উদয়পুরে সিপিএম এর প্রচারসজ্জা দুর্বৃত্তদের দ্বারা নিশ্চিহ্ন হওয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এভাবেই খুব প্রকাশ করেন জনৈক সিপিআইএম নেতৃত্ব।প্রসঙ্গত, উদয়পুরে সিপিআইএম এর প্রচারসজ্জা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে দুষ্কৃতিরা। ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে এই ঘটনার বেশ কিছু ছবি ভাইরাল হয়েছে। ঘটনার পেছনে করা রয়েছে, সে সম্পর্কে এখনো জানা না গেলেও ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন সিপিআইএম নেতৃত্বরা।সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে স্থানীয় সিপিআইএম নেতৃত্বরা জানিয়েছেন, গতকাল রবিবার দলীয় কর্মীরা শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রচারসজ্জা লাগানোর কাজ করেছিল। রাতের আঁধারে উদয়পুরের বেশ কিছু এলাকায় লাগানো ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন, ব্যানার ইত্যাদি ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তারা। তাই প্রচারসজ্জা নষ্টে জড়িত দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে উচিত শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তারা।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত শচীন্দ্রলাল সিংহের প্রয়াণ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত শচীন্দ্রলাল সিংহের মহাপ্রয়ান দিবস পালন করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা সহ দলের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শচীন্দ্র লাল সিংহ। আজ রাজধানীর প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে তাঁর ২৪ তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। উপস্থিত সকলে শচীন্দ্র লাল সিংহের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

আশীষ কুমার সাহা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সকলের প্রায় শচীন দা ওরফে শচীন্দ্র লাল সিংহের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি জনগণের জন্য আজীবন স্বার্থহীনভাবে কাজ করে গেছেন। তাই তিনি আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক বলে অভিমত ব্যক্ত করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠকে মন্ত্রী সুধাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। মৎস্য , প্রাণিসম্পদ এবং তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজকর্মের অগ্রগতি নিয়ে খোয়াই জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে সোমবার পর্যালোচনা বৈঠক করেন দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। বৈঠকে দপ্তরের আধিকারিক সহ বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে খোয়াই জেলার ফিশারী, এআরডিডি এবং এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের যে প্রজেক্টগুলি হাতে নেয়া হয়েছে সেগুলির কাজ কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কতটুকু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে তার সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করতে সোমবার সকালে খোয়াই জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে রিভিউ বৈঠক আয়োজিত হয়।

এদিন এই রিভিউ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস, খোয়াই অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত কুমার পান্ডে, বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, খোয়াই পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন দেবাশীষ নাথ শর্মা সহ অন্যান্যরা।

জলের জন্য হাহাকার চাষবাস বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। খরার মরশুম শুরু হতেই জলের হাহাকার। জলের অভাবে জম্পুই জলা ব্লকের টাকার জলা, হীরাপুর, অমরেন্দ্রনগর, প্রমোদনগর এলাকায় হাজার হাজার কানি জমিতে চাষাবাদ বন্ধ হয়ে পড়েছে।

প্রসঙ্গত জলের অভাবে কৃষি জমি পড়ে আছে পরিত্যক্ত অবস্থায় অর্থাৎ খিল। যদি সরকার জলের ব্যবস্থা করে দিত তাহলে এই জমিগুলিতে তিন ফসল চাষবাস করে ভরণপোষণের পাশাপাশি বিক্রি করে অর্থ দিক মুনাফা অর্জন করা যেত। এই এলাকাগুলো টিলাভূমিতে অবস্থিত হওয়ায় জলের ভীষণ অভাব।

খোয়াইতে পৃথক তিনটি যান দুর্ঘটনা, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। রাতের কুয়াশাচ্ছন্ন খোয়াইতে পৃথক তিনটি যান দুর্ঘটনা ঘটেছে। ওই দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে খোয়াই দমকলবাহিনী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

একের পর এক দুর্ঘটনা পিছু ছাড়ছে না খোয়াইতে। গত কয়েকদিন যাবৎ রাতের খোয়াইতে কুয়াশার প্রকোপ এতটাই বেশি যে যার কারনে স্বাভাবিক পথ চলতি মানুষ থেকে শুরু করে যানবাহন সমেত যান চালকরা কোন না কোন দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে। রবিবার রাত ৯ টার পর থেকে তিনটি পৃথক পৃথক দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

খোয়াই জেলা হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে তাঁত চৌমুনী এলাকায়।এর পরের দুর্ঘটনাটি ঘটে কড়ইতলা এলাকায়। এরপরের দুর্ঘটনাটি ঘটে সুভাষপার্ক কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায়। তিনটি পৃথক দুর্ঘটনায় আহত হয় তিনজন। তাদের মধ্যে একজন নাবালক রয়েছে।

জানা যায়, সুভাষ পার্ক কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় টমটমের ধাক্কায় আহত হয় রাজু দেবনাথ নামে এক বালক। তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসা হয় খোয়াই জেলা হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে সঙ্গে সঙ্গে আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেন। এদিকে অপর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে করইতলা এলাকায় পঙ্কজ গুপ নামে বয়স ৩৫ এর এক ব্যক্তি।

ভারতীয় খাদ্য নিগমের ডিভিশনাল অফিস পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু আজ সকালে আগরতলার নন্দননগরস্থিত ভারতীয় খাদ্য নিগমের ডিভিশনাল অফিস পরিদর্শন করেন। রাজ্যপাল সেখানে গিয়ে পৌঁছালে এফসিআই"এর ডিভিশনাল ম্যানেজার চন্দ্রাভান রাজ্যপালকে স্বাগত জানান।

রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু ডিভিশনাল অফিসের কনফারেন্স হলে এফসিআই"র আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন। এফসিআই কর্তৃপক্ষ রাজ্যপালকে জানান, রাজ্যে তাদের ৮-টি খাদ্য গোদাম রয়েছে। বৈঠকে খাদ্য গোদামগুলিতে খাদ্যশস্য মজুতের বিষয়েও রাজ্যপালকে অবহিত করা হয়।

বৈঠকের পর রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু এফসিআই"র গোদাম কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, ওয়েট ব্রিজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইক ও বাইসাইকেলের সংঘর্ষে আহত হয়েছে দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। শান্তির বাজার নতুন পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় বাইক ও বাইসাইকেলের সংঘর্ষে আহত হয়েছে দুইজন ব্যক্তি।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যাবেলায় শান্তির বাজার নতুন পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন এলাকায় টি আর ০৮ এফ ৭২৬১ নম্বরের বাইক নিয়ে বিরোজিত রিয়াং (২৬) একটি বাইসাইকেলকে সজোরে ধাক্কা দেয়। তাতে বাইসাইকেল আরোহী অয়ন দেবনাথ রাস্তায় ছিটকে পরে গিয়ে আহত হয়। দুর্ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার পুর পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা। শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে মহকুমার উন্নয়নমূলক কাজের আলোচনা শেষে ঘরে ফেরার পথে তিনি এই দুর্ঘটনা দেখতে পান। দুর্ঘটনা দেখে তিনি উদার মানসিকতার পরিচয় দেন। সত্যব্রত সাহা নিজের গাড়ীতে থাকা লোকজনদের নামিয়ে দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিজ গাড়ী করে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। দুর্ঘটনা সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানাতেগিয়ে সত্যব্রত সাহা জানান, সকলে যেন দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনাগ্রস্থ লোকজনদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে সাহায্যের হাত বারিয়ে দেন। আজকেরদিনে দুর্ঘটনাগ্রস্থ লোকজনদের এইভাবে সাহায্যের হাতবারিয়ে দেওয়াতে সকলে সত্যব্রত সাহাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

শুভ বিবাহ

আমার ভাইঝি ডঃ তনুশ্রী (পূজা) আজ ১০/১২/২০২৪ ইং 'অলকের' সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে, ঈশ্বরের নিকট ওদের সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি।

রাঙ্গাজে (পার্থ সারথি রায়)
শ্যামলীবাজার/আগরতলা

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।